1

যুদ্ধ — বাংলাদেশের, আমাদের ঃ প্রধানমন্ত্রী

* সর্বশেষ শহর সংস্করণ ৫০ বর্ষ, ২৬৪ সংখ্যা
ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক
ESTD. 1878 REGD NO. C 1086
মূল্য ঃ ২২ পয়সা (22 Paise)
শুল্ক ঃ ২ পয়সা (2 Paise)
মোট ঃ ২৪ পয়সা (24 Paise)
আনন্দবাজার পত্রিকা
ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily
শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক) Saturday, December 4, 1971

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা

যুদ্ধ এবং সম্পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ। বাংলাদেশের, আমাদের। ভারতীয়গণ! আপনারা দীর্ঘকালীন কৃচ্ছ্র ও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হোন। এই আবেদন মধ্যরাত্রে প্রধানমন্ত্রীর, এই আবেদন আমাদেরও। শ্রীমতী গান্ধী বলেন, গত মারচ থেকে আমরা বিষম ভার বহন করেছি। সারা বিশ্বকে বলেছি, এমন একটা সমাধান এনে দিন, যাতে একটি জনগোষ্ঠীর উৎসাদন নিবারিত হয়। কোন্ জনগোষ্ঠী?—যাদের একমাত্র অপরাধ ছিল গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোট দান।

তিনি বললেন, প্রধানমন্ত্রী বললেন, আগ্রাসনের জবাব দিতেই হবে। এই জবাব সহিষ্ণুতা, এই জবাব শৃঙ্খলা এবং এই জবাব চূড়ান্ত ঐক্য।

প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় ঃ আমার সন্দেহমাত্র নেই যে আমাদের জনগণের সংহত ইচ্ছা পাকিস্তানী আগ্রাসনের শেষ, সমুচিত এবং সম্পূর্ণ উত্তর দেবে।

আমরা শান্তি চাই। কিন্তু একথাও জানি যে স্বাধীনতা ছাড়া শান্তি সম্ভব নয়। আর গণতন্ত্র আমাদের জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম।

পঞ্চম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সারা ভারতে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—আজ অধিক রাত্রে সারা দেশে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি। পাক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই ঘোষণা জারি করা হল।

অবিলম্বে আইন প্রণয়নের জন্য আগামীকাল ভারত রক্ষা বিল সংসদে আনা হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান কিছু দিন আগেই নিজের দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বার সারা দেশ জুড়ে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হল। এর আগে, ১৯৬২ সালের ২৬ অকটোবর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন চীনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন। তার মেয়াদ ১৯৬৫ সালের পাক আক্রমণের সময়ও ছিল। তাই ওই সময় নতুন করে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণার প্রয়োজন হয়নি।

এই সময় সংসদের অধিবেশন মুলতুবি থাকায় এক অরডিন্যানস মারফত ভারত রক্ষা বিধি চালু করা হয়। কিন্তু, এবার সংসদে অধিবেশন চলছে। তাই এ ব্যাপারে অরডিন্যানস জারি করার বদলে সংসদের উভয় সভার অনুমোদন নিয়ে আইন প্রণয়ন করা হবে।

শুক্রবার ভারতের কয়েকটি অগ্রবর্তী বিমানঘাটির ওপর পাকিস্তানের বিমান হানা এবং পাকিস্তানী ফৌজের অবিরাম গোলাবর্ষণ শুরু হওয়ার পাঁচ ঘণ্টারও পর রাত ১১টা নাগাদ রাষ্ট্রপতি আপৎকালীন ঘোষণাপত্রে সই করেন।

ঘোষণায় বলা হয়েছে বর্তমানে দেশ এক গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন। বহিরাক্রমণে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত।

আজ সন্ধ্যায় শ্রীনগর, পাঠানকোট ও অমৃতসরে পাকিস্তানী স্যাবর জেটের আকস্মিক হানার খবর শুনেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম যথাক্রমে কলকাতা ও পাটনা থেকে আজ রাতেই রাজধানীতে ছুটে আসেন।

মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির বৈঠকে পাক হামলার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে দেখার পরেই রাষ্ট্রপতি আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন।

স্থল, নৌ ও বিমান—এই তিন বাহিনীর প্রধানরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

রাজনৈতিক বিষয়ক কমিটির বৈঠকের পর বসে মন্ত্রিসভার বৈঠক। রাষ্ট্রপতির ঘোষণার সময়েও মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছিল।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

৩টি শত্রুবিমান ধ্বংস

রাত দেড়টার খবর ঃ পানজাবে হালওয়ারার আকাশে একটি এবং অমৃতসরের আকাশে আর একটি পাকিস্তানী বিমানকে আমাদের কামান মাটিতে ফেলে দিয়েছে। শেষ সংবাদ, আগ্রার কাছে আর একটি বিমান ধ্বংস হয়েছে।

রাত পৌনে দুটোয় বোমবাইয়ের উত্তরে রেডারে কয়েকটি অজ্ঞাত পরিচয় বিমানের অনুপ্রবেশ ধরা পড়লে ভারতীয় জঙ্গী বিমান তাদের পিছু ধাওয়া করে তাড়িয়ে দেয়।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এখনই

রাজনৈতিক সংবাদদাতা

বাংলাদেশ সরকার সূত্রের খবর, ভারত এখনই আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে। এই সূত্রেই আরও জানা গেল, স্বীকৃতি ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভারত ও বাংলাদেশ এক দীর্ঘ মেয়াদী মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হবে।

গত ১৭ এপরিল মুজিবনগরে বাংলাদেশ সরকার শপথ নেওয়ার পরই রাষ্ট্রের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব নজরুল ইসলাম বিভিন্ন দেশের কাছে স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। এখনও পর্যন্ত অবশ্য কোনও দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেননি।

এদিকে আরও জানা গেল, বাংলাদেশ সরকার হানাদার পাক সেনাদের বিতাড়নের জন্যও ভারত সরকারের সাহায্য চাইছেন। ইতিমধ্যেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জনাব ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমদ হানাদার বিতাড়নের জন্য ভারত সরকারের সাহায্য চেয়েছেন।

বৃহস্পতিবার গভীর রাত্রি পর্যন্ত শ্রী ডি পি ধর এবং ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের পদস্থ অফিসাররা বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্য কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি।

সম্পাদকীয়

এবার তবে যুদ্ধ। গত সিকি শতকে তৃতীয়বার। আগ্রাসক আবও একবার পাকিস্তান—আর আমাদের ওপর ভার তাকে প্রতিহত করা। আমাদের লক্ষ্য স্বদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা।

আমাদের সঙ্গী কে? আপনারা জানেন কারা। আবার কে, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়া? দুই যুদ্ধ আজ মিলিয়া গিয়াছে।

পরিণাম? গত আট মাসের যন্ত্রণার অবসান। অবসান প্রতীক্ষারও। একটি মুক্তিকামী জাতি মুক্তির বদলে পাইয়াছে মৃত্যু। আর একটি জাতি চাহিয়াছিল শান্তি—বিনিময়ে পাইয়াছে লড়াই।

এবার তবে তাই। দশদিনের মধ্যে যুদ্ধ, ইয়াহিয়া খাঁ তাঁহার কথা রাখিয়াছেন, কথা রাখার ভার এখন আমাদের। বাকি রহিল প্রশ্ন। প্রশ্ন? আর নাই। আমরা ধাইয়া গিয়াছি। বাকিটা ভবিতব্যের, বাকিটা আগামীকালের। সেই আগামীকাল চিরতরে স্থির করিয়া দিবে যে, একটি মানবগোষ্ঠীর মর্যাদা বড় না বড় একটি স্বৈরতন্ত্রের অহমিকা। মর্যাদা বড় না বড় আত্মমর্যাদা? প্রশ্নের উত্তর এখনও নাই, আমাদের জানা নাই। এইটুকু জানি, যে যুদ্ধ, এবার এবং আবার।

পূবে পশ্চিমে পাকিস্তান লড়াই ছড়িয়ে দিল

শ্রীনগর অমৃতসর পাঠানকোট আগ্রা আমবালা যোধপুর আগরতলায় বোমাবর্ষণ

রণজিৎ রায়

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর। ঘোষিত হয়নি, তবু যুদ্ধ। এই যুদ্ধ পাকিস্তান শুরু করে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই, পশ্চিম খণ্ডেও লড়াই ছড়িয়ে দিয়ে। অমৃতসর, শ্রীনগর, পাঠানকোট, আগ্রা, আমবালা ও যোধপুরে পাক বিমান বোমাবর্ষণ করে। আটটি পাক স্যাবর জেট শুক্রবার অপরাহ্ণে সীমান্ত শহর পুঞ্চের কাছে ভারতীয় আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে ঢুকে পড়ে। আর পূর্ব রণাঙ্গনে? হাওয়াই হামলা থেকে আগরতলা এইদিনও রেহাই পায়নি। ফিরোজপুরে (পানজাব) পাকিস্তান গোলাও ছুঁড়ছে। সময় ছ'টা পঁচিশ মিনিট। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র রাজধানী দিল্লীতে জানালেন, পশ্চিম খণ্ডে ঠিক তখনই তিনটি বিমান বন্দরের ওপরে পাক বোমারু ছোঁ দিয়ে পড়েছে। তিনি তখনও বিস্তারিত বিবরণ জানতেন না। যুদ্ধ ঘোষণা না করেই পাকিস্তান তার বোমারু বিমানের আগে ভাগে এক বিধ্বংসী মিশন-এ পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভারতীয় ফৌজ? চুপ করে থাকে নি। যদি পরপর দুইদিন ভারত ভূমি পাক হামলার শিকার হয়ে থাকে, তবে আমাদের জওয়ানরাও এইদিন তার জোর জবাব দিয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আখাউড়ায় হাতাহাতি লড়াই চলছে। এই লড়াইয়ে পাকিস্তানের ব্যবহৃত শক্তি এক ব্রিগেড।

শনিবার সকাল ১১টায় সংসদে দুটি সভারই বিশেষ অধিবেশন বসছে। সেই জরুরী অধিবেশনে প্রধান প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। তিনি কি বলবেন? সম্ভবত এই কথাই যে, ঘোষণা না করেই পাকিস্তান ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছে। আমাদের কাজ, আমাদের জওয়ানদের কাজ স্বদেশের অখণ্ডতা আর নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা।

এতদিন অবধি জওয়ানদের উপর হুকুম ছিল এই ঃ দরকার হলে তারা পাক জমিতে লড়াই টেনে নিয়ে যেতে পারবে। এই তাগিদেই গত দুইদিন আমাদের জওয়ানেরা পাক ফৌজ ধাওয়া করে গত দুই সপ্তাহে বয়ড়া

পঞ্চম পৃষ্ঠায় পঞ্চম কলমে দ্রষ্টব্য

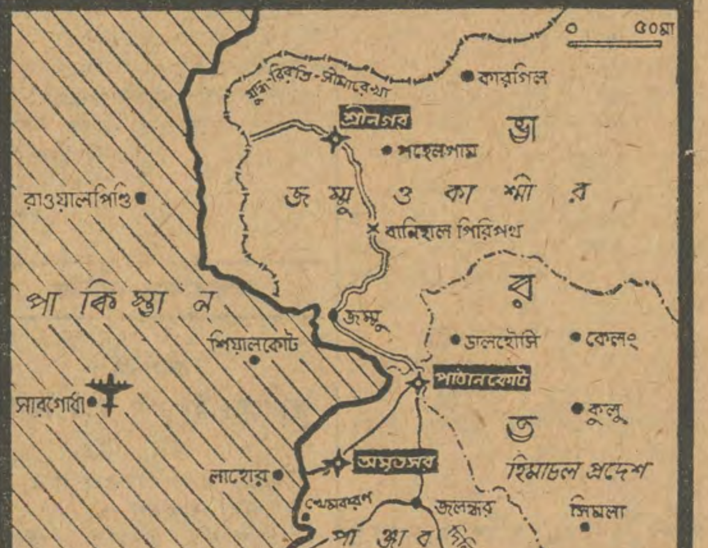

নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যদের বৈঠক

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর—ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ১০টি অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আজ এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হন।

সীমান্ত ছাড়িয়ে আখাউড়ায় আমাদের সৈন্য

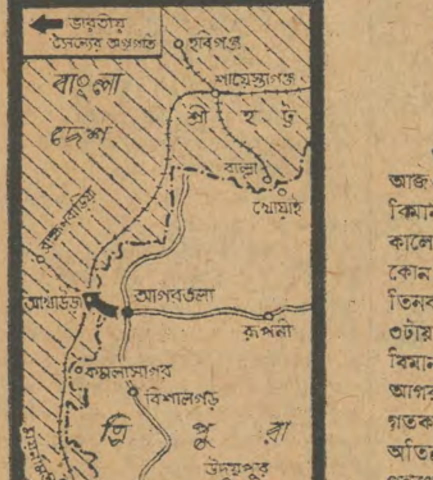

অমিয় দেবরায়/আগরতলা

৩ ডিসেম্বর—গতকালের পর আজও পাক স্যাবার জেট আগরতলা বিমানঘাটিতে হানা দিয়েছে। গতকালের বিমান হানায় বিমানঘাটির কোন ক্ষতি হয়নি। তবে আজকের তিনবারের বিমান হানার মধ্যে বেলা ৩টায় আগরতলা বিমানঘাটিতে শত্রুর বিমান রকেট বৃষ্টি করে গিয়েছে। আগরতলা খণ্ডের নিরাপত্তার জন্য গতকালই ভারতীয় সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ পান। আজকের খবর, ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকে আগরতলার পশ্চিমে আখাউড়া এলাকায় পাক বাহিনীর সঙ্গে এখন পাঞ্জা লড়ছেন। শুক্রবার সন্ধ্যার খবর, সেখানে জোর লড়াই হচ্ছে। আমাদের সৈন্যদের কাছে ১২ জন পাক সৈন্য ও ১০ জন আধা-সামরিক লোক আত্মসমর্পণ করেছে বলে আজ সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন।

গত তিন দিন ধরে যেখান থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা আগরতলার উপর কামান দাগছিল—সে জায়গায় ভারতীয় সৈন্যরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে আজ বেলা ২টা নাগাদ পাক চালাকি স্তব্ধ করে দিয়েছেন। সেখানে একটি ১০৫ মিলিমিটারের কামান ভারতীয় বাহিনীর হাতে এসেছে। আগরতলা শহরের নিরাপত্তার জন্যই ভারতীয় বাহিনীকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

আগরতলা শহরে গোলাবর্ষণের জন্য পাক সৈন্যরা এই কামান নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। দ্রুত পালাবার সময় তারা কামানটি ফেলে গিয়েছে। তিন দিনের এই অবিরাম গোলাবর্ষণে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত আগরতলায় নিহত হয়েছেন ৫ জন, আহত ৫২ জন। আজও আগরতলায় সকাল থেকে রাত ৯টা অবধি কারফু জারি হয়। গতকালের পর আজও পাক স্যাবার জেট আগরতলা বিমানঘাটিতে হানা দিয়েছে। ইসটারন কমানডের একজন মুখপাত্র বলেন, চারটি এফ-৮৬ পাক স্যাবার জেট আজ বেলা ৩টায় আগরতলা বিমানঘাটিতে রকেট বৃষ্টি করে গিয়েছে। বিশদ খবর এখনো আসেনি।

আগরতলা থেকে পি টি আইয়ের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন ঃ পাক স্যাবার জেট আজ কয়েকবার আগরতলার গুলিবৃষ্টি ও বোমাবর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু মাটি থেকে প্রচণ্ড রকম

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

খবর পেয়েই

স্টাফ রিপোরটার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তখনও কলকাতার রাজভবনে—টেলিপ্রিনটার মেসেজ এল—অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগরে পাক বোমা। শুক্রবার। তখন সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছয়টা। শ্রীমতী গান্ধী রাজভবনের দোতালায় বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের সঙ্গে বৈঠক সেরে বেরোতেই তাঁর হাতে মেসেজটি দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব।

শ্রীমতী গান্ধী দ্রুত নিচে নেমে এলেন। ওই খবর পাওয়ার পরের

নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মানেকশ

লাল

নন্দ

তিন সেনাপতির বৈঠক ঃ পাকিস্তানী বিমান হানার সংবাদ পৌঁছাবার পর স্থল-বাহিনীর অধ্যক্ষ মানেকশ, বিমান-বাহিনীর অধ্যক্ষ পি সি লাল ও নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ এস এম নন্দ এক জরুরী বৈঠকে বসেন।

বিনিদ্র কলকাতা

আকাশবাণী সারা রাত ঘণ্টায় ঘণ্টায় যুদ্ধের খবরের বুলেটিন দিয়ে যাচ্ছে। আর কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষ রেডিও'র সামনে কান পেতে বসে আছেন। শীতের রাত, তবু শহর বিনিদ্র। প্রথমে বোমাবর্ষণের খবর, তারপর আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা, তারপর প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ। খানিক পরেই আবার খবর—দুটি শত্রুবিমান ধ্বংস। উত্তেজনার পর উত্তেজনা। আমাদের অফিসে রাত দুটোয়ও টেলিফোন—যুদ্ধের খবর চাই। সকলেই উদগ্রীব শত্রুকে ঘায়েল করা হচ্ছে কিনা জানতে।

বালুরঘাটে চারজন নিহত

শুক্রবার পাক ফৌজ পশ্চিমবঙ্গের তিনটি এলাকায় কামান দাগে। জায়গা তিনটি হচ্ছে—বালুরঘাট, হিলি ও গঙ্গারামপুর।

বালুরঘাটে চারজন অসামরিক ব্যক্তি নিহত ও দুজন আহত হয়েছেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তি বাহিনীর আরও অগ্রগতির খবর পাওয়া গিয়েছে। খবর দিচ্ছেন পি টি আই।

বিমান হানার সংকেত শুনলে—

(১) বাইরে থাকলে সবচেয়ে কাছের পাকাবাড়ির ভিতরে বা বিমান আক্রমণকালীন আশ্রয়ে প্রবেশ করুন।
(২) কোন আশ্রয় না পেলে দুই কনুয়ের উপর ভর করে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ুন। গলা ও কান হাত দিয়ে ঢেকে রাখুন এবং আপনার দাঁত দিয়ে রুমাল বা এক টুকরা কাপড় কামড়ে ধরুন।
(৩) ট্রাম-বাস বা অন্য কোন গাড়িতে থাকলে তক্ষুনি নেমে উপরের নির্দেশ মত কাজ করুন।
(৪) সিনেমা বা থিয়েটার হলে থাকলে আসনেই বসে থাকুন।
(৫) কর্মস্থলে থাকলে আশ্রয় কক্ষে চলে যান, অথবা একতলায় বা মাটির তলায় সবচেয়ে নিরাপদ ঘরে প্রবেশ করুন।
(৬) বাড়িতে থাকলে বাড়ির সবকটি জানালা খুলে রাখুন, সব আলো নিভিয়ে রাখুন, উনুনের বা অন্যান্য আগুন নিভিয়ে দিন। তারপর আশ্রয় কক্ষ থাকলে সেখানে যান। না থাকলে একতলায় থাকুন। খোলা জানালার কাছে যাবেন না।

• আমাদের দেশের সীমান্ত বিপন্ন।
আসুন আমরা একযোগে আমাদের দেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় প্রস্তুত হই।

• আসুন আমরা অফিসে, কলকারখানায়, ক্ষেতে খামারে উৎপাদন বাড়াবার জন্য সমবেত চেষ্টা করি।

পি, সি, চন্দ্র এণ্ড সন্স জুয়েলার্স এর
সৌজন্যে প্রচারিত

আনন্দ বাজার পত্রিকা

Tele ANANDABAZAR Cal
Phone: 23-2280 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX No 2536 G.P.O

কর্মখালি

শান্তিনিকেতনী ব্যাগে রং-এর কাজ জানা মহিলা আবশ্যক। আর্ট ইণ্ডাস্ট্রি এ্যাণ্ড এজেন্সী, ৯/২/৩, হাসী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। রাজাবাজার ট্রাম ডিপোর পিছনে। (সি ৫৮০৩)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

৩৭৫-২০-৪৭৫, যোঃ বাঃ ২৫-৫৫০, মাঃ বাঃ ৩০-৭০০, টাকা বেতনক্রম তদুপরি ট্রাস্টের রুল অনুযায়ী ভাতা ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সুবিধাদিসহ নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। এক বৎসর অবেক্ষাধীন প্রার্থীকে নিয়োগ করা হইবে।

(১) অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ল-অফিসার —একজন
(২) অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট —একজন

নির্ধারিত যোগ্যতাবলী:

১নং পদের জন্য: অবশ্যই ল-ডিগ্রী, অর্থাৎ বি এল বা এল এল বি-ধারী হইতে হইবে। প্র্যাকটিসরত অ্যাডভোকেট হিসাবে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকা চাই। দলিলপত্র পরীক্ষা করিতে, আইনগত কাগজপত্র, চুক্তি, কনট্রাক্ট, বণ্ড ইত্যাদির খসড়া করিতে সক্ষম হইতে হইবে।

২নং পদের জন্য: কোন সরকারী/আধা-সরকারী অফিসের অ্যাকাউণ্টস অ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেণ্টের কাজে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সহ অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট হইতে হইবে। বাজেট প্রস্তুত, স্টোর অ্যাকাউণ্টস সহ অ্যাকাউণ্টস তৈরির জ্ঞান অবশ্যই থাকা চাই। স্বায়ত্তশাসন কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউণ্টস ও অডিট হ্যাণ্ডলিং-এ জ্ঞান অবশ্যই থাকা চাই। রাজ্য সরকারের সার্ভিস ও ফিনান্সিয়াল রুল-এর সহিত পরিচিতি থাকা চাই।

নির্ধারিত ফরমে (স্বনাম ঠিকানা লেখা ডাকটিকিটযুক্ত খাম পাঠাইয়া সেক্রেটারির অফিসে প্রাপ্তব্য) দরখাস্ত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে।

ডি এস সি বোনার্জি
চেয়ারম্যান
পি-১৬ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটে, কলিকাতা-১২
(৬১৪৭)

আবশ্যক
নিম্নোক্ত টেকনিক্যাল কর্মী
নিয়োগের
জন্য

১। **মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ার**—মেশিন-শপের জন্য এবং ওয়ার্কস-এর মেকানিক্যাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী। প্রার্থীর স্টীল ফাউণ্ড্রি, রোলিং মিলস ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম এবং মেশিন-শপ সংরক্ষণে আনুমানিক ১৫ বৎসরের (এঞ্জিনিয়ারিং গ্র্যাজুয়েটের জন্য ১০ বৎসর) অভিজ্ঞতাসহ মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি/ডিপ্লোমা থাকা চাই। রেলওয়ে ওয়াগন কম্পোনেণ্টের মাস প্রডাকশনের জন্য জিগ ও ফিকসচার ডিজাইন ও প্রস্তুতের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। বয়স ৪৫ বৎসরের কম বাঞ্ছনীয়।

২। **সিনিয়র ইনস্পেক্টর**—ইনসপেকশন ডিপার্টমেণ্টের জন্য দায়ী। মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি/ডিপ্লোমাধারী এবং স্টীল কাস্টিংস/মেশিন কম্পোনেণ্টস ইত্যাদি পরিদর্শনের আবশ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন এবং সরকারী প্রকিওরমেণ্ট এজেন্সির পরিদর্শন পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল প্রার্থীদের বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে। বয়স ৪০ বৎসরের কম।

৩। **ফোরম্যান স্টীল ফাউণ্ড্রি**—স্টীল ফাউণ্ড্রি টেকনোলজিতে অন্তত ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ। যাঁহাদের স্পেশাল অ্যালয় গ্রেড আর্মার্ড মেঃ স্টীল কাস্টিং-এর পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তাঁহাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। বয়স ৪০ বৎসরের কম।

৪(ক)। **মেল্টার ইলেকট্রিক ফার্নেস**—ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নেস চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে অন্তত ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

(খ)। **ট্রেনী মেল্টার** (তিনজন) প্রার্থীদের ফিজিক্স/কেমিস্ট্রিতে ডিগ্রি বা মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা থাকা চাই এবং তাঁহাদের হেভী এঞ্জিনিয়ারিং ইনডাস্ট্রিতে কাজ করার প্রবণতাসহ সুস্থ ও বলিষ্ঠদেহী হইতে হইবে। বয়স ২৫ বৎসরের কম।

পারিশ্রমিক: প্রার্থীর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার বিবেচনায় পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হইবে। ট্রেনীদের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক হইবে মাসিক ১০০ টাকা। ফ্যাক্টরী প্রেমিসেসের মধ্যে অবিবাহিতদের থাকার ব্যবস্থা করা হইবে।

কর্মখালি

খামের মাথায় প্রার্থিত পদের নাম লিখিত দরখাস্ত এই বিজ্ঞাপনের তারিখ হইতে ১০ দিন মধ্যে জেনারেল ম্যানেজার, ন্যাশনাল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ, পোঃ অঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া-এর বরাবর পাঠাইতে হইবে। (৬৩৭৬)

কর্মখালি — পারফিউমারী কারখানার কাজ করিবার যোগ্য কর্মঠ, নির্ঝঞ্ঝাট দক্ষিণ কলিকাতাবাসী নারী কর্মী চাই। বেতন ৪০, হইতে ৫০, মধ্যে। বয়স ২০ হইতে ৩০। যোগ্যতা জানাইয়া লিখুন। বক্স নং ৬৩৭১ আনন্দবাজার, কলি-১। (ঐ)

কর্মখালি—ভাল রান্নার মধ্যবয়স্ক পাচক চাই। ৮/১০ জনের সংসার, নির্ঝঞ্ঝাট ওড়িয়া হালুইকর অগ্রগণ্য। খাওয়া, থাকা ও বেতন ৫০, টাকা। বক্স নং ৬৩৬৯ আনন্দবাজার, কলি-১। (ঐ)

কর্মখালি—বালীগঞ্জে সর্বসময়ের ভরসাযোগ্য, মধ্যবয়স্ক নেপালী বা পশ্চিমা দারোয়ান বাড়ীর জন্য চাই। ঠিক এই রকম কাজে অন্ততঃ ৫ বৎসর করা ও প্রশংসাপ্রাপ্ত। বাংলা বা ইংরাজীতে অভিজ্ঞতা জানাইয়া দরখাস্ত চাই। খাওয়া, থাকা ও বেতন ৫০, টাকা। বক্স নং ৬৩৭০ আনন্দবাজার, কলি-১। (ঐ)

অবিলম্বে চাই—অন্ততঃ ৫ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চার্জহ্যাণ্ড, টার্নার, মেশিনিস্ট এবং টুলরুম ফিটার। লিখুন—টাটনগর মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ, পোস্ট বক্স নং ৬৬, জামশেদপুর। (সি ৫৮৩৭)

শিক্ষক-শিক্ষিকা

দুইজন শিক্ষিকার প্রয়োজন— (১) গণিত সহ সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট ডিস্টিংশান বা অনার্স অগ্রগণ্য। (২) সংগীত সহ আর্টস গ্র্যাজুয়েট সূচীশিল্প শিক্ষণপ্রাপ্ত অগ্রগণ্য। ৭ দিনের মধ্যে আবেদন করুন। গুজারপুর গার্লস হাই স্কুল, পোঃ গুজারপুর, হাওড়া। (সি ৫৪২৬)

কর্মপ্রার্থী

প্রবীণ, বি-এ, (ইংরেজী—অঙ্কে) অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষককে লিখুন। বক্স নং ৬০৬৭ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৫৭০৬)

পাত্র চাই

পাত্রী রাঢ়ী, ভরদ্বাজ, শান্ত, সুনিপুণা বয়স ২৬, রং সাধারণ, ক্লাশ টেন। পাত্র চাই পঃ বঃ রাঢ়ী, অভরদ্বাজ অন্ততঃ স্কুল ফাইনাল, ৩০ ঊর্ধ্বে উপার্জনশীল। অভিভাবক/পাত্র লিখুন। পি মুখার্জী, ৯ নং পি এন মুখার্জী স্ট্রীট, চাতরা, শ্রীরামপুর। (সি ৫৬৩১)

কায়স্থ, ফর্সা, সুশ্রী, এম-এ বি-টি শিক্ষিকা (৩০) এবং এম-এ ইংরেজির লেকচারার (২৪), পাত্রীদের জন্য পাত্র চাই। লিখুন: বক্স নং ৬৯০৫ আনন্দবাজার পত্রিকা, কলি-১। (সি ৫৭৪৫)

পাত্রী (২৪) ৫'-০" (১·৫২ মিঃ) গৌরবর্ণা, সুশ্রী, স্বাস্থ্যবতী, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গৃহকর্মে ও সূচীশিল্পে নিপুণা। শিক্ষিত ও কর্মরত ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। মিঃ ভট্টাচার্য, ১৩বি দেওদার স্ট্রীট, কলিঃ-১৯। (সি ৫৭৪৪)

সম্পত্তি-বাড়ী-জমি

রাজা সন্তোষ রোডে তিন কাঠা জমির উপর রুচিসম্মত নূতন একতলা বাড়ী বিক্রয় আছে। ভট্টাচার্য ৪৭—৫৯৬৩ (সি ৫৬১০/২)

নিউ আলিপুরের সামনে এস এন রায় রোডে ছোট ছোট প্লটে জমি বিক্রয়—প্রতি কাঠা ৩০০০, হইতে ৬০০০,। তরুণ চাটার্জি, ৮১, জে কে পাল রোড, কলি-৩৮ ফোনঃ ৪৬-৭৯৭১। (সি ৫৮৩৮)

ব্যবসা-বাণিজ্য

ইণ্ডিয়া স্টীম লণ্ড্রী

কোর্টের অর্ডারে খরিদ্দারদের যাবতীয় কাপড় অবরুদ্ধ কারখানা হইতে বাহির করা হইয়াছে। সকল দোকানে ৭ই ডিসেম্বর হইতে ২০শে পর্যন্ত কাপড় ডেলিভারী হইবে। অনুগ্রাহকদের অসুবিধার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। (সি ৫৫১২)

ক্রয়-বিক্রয়

প্রচুর ইট বিক্রয়

বাড়ী ভাঙ্গা হইতেছে। বার্মা সেগুনের দরজা জানালা সাইজ কাঠ ও প্রচুর ১ নং পকুমিল ইট ও টালী বিক্রয় হইতেছে। আসুন। চামুরীয়া বিল্ডিং হাওড়া হোটেলের মধ্যে ২/২এ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড হাওড়া। (সি ৫২৫৫)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যাণ্ড ব্রাদার, ৩৪নং স্ট্র্যাণ্ড রোড কলিকাতা-১। (৫৯৩৪এ)

রংরুট: সাহিত্য - সিনেমা - ক্রীড়া - নাট্য বিষয়ক মাসিকে লেখা ও সংবাদ ডাক-টিকিট সহ পাঠান। রতন চক্রবর্তী, ১৭ হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলি-১২। (সি ৫৪৯০)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

সুধাংশুকুমার চক্রবর্তী (২৫), ফর্সা রোগা, ২৭-৯-৭১ তাং নিরুদ্দেশ। পরনে ফুল প্যাণ্ট ও সার্ট। সন্ধান প্রার্থী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নূতনপাড়া, ইছাপুর, ২৪ পরগনা। (সি ৫৮০৮)

ঔষধ ও চিকিৎসক

হাঁপ কাশির দৈব ঔষধ (স্বপ্নলব্ধ মূল) ধারণে আরাম হয়। ৩। ৮টা—৯টা। শোভন হাজরা, ১১১, সি আই টি রোড (পদ্মপুকুর), কলিঃ ১৪। (বি ও ৩৪৬৬)

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন: ৩৪-৩৯৪০। (৫৭৭৬ এ)

ধবল বা শ্বেত দুরারোগ্য নহে। স্বল্পব্যয়ে নিশ্চিহ্ন হয়। ডাঃ কুণ্ডু, ডারমাটলজিস্ট, ৬৪/৯ নরসিং এভিনিউ, দমদম, কলি-২৮। (সি ৫৫৫৭)

তীর্থযাত্রা ও প্রমোদ ভ্রমণ

বাসে আহারসহ ১২/১২ বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর ১২,। ১৮/১২ বক্রেশ্বর, তারাপীঠ ২০,। ১/১ জুনপুট দীঘা ২০,। ট্যুরিস্ট সেণ্টার, রেলগেট, শ্রীরামপুর। (সি ৫৫৭১)

বক্রেশ্বর জয়দেব তারাপীঠ শান্তিনিকেতন ১১/১২ জনতা স্পেশ্যাল, পি-৪০ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলি-১। ফোন ৩৪-৯৫০১। (সি ৫৮৩০)

শ্রীমাতীর্থ স্পেশালে লাক্সারীবাসে ১০-১২-৭১ রাঁচি নেতারহাট, হুণ্ডু, জোনা টেগোরহিল রাঁচিহিল ৪০, ১১-১-৭২ তারাপীঠ বক্রেশ্বর কঙ্কালীতলা নন্দীকেশরী দেবীফুল্লরা মল্লেশ্বর জয়দেব-পাঠ শান্তিনিকেতন ম্যাসানজোড় ৩৫,। ১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড—১৪, ফোন ৩৫-৯৭৫৯, ৩৫-৯৭১১। (সি ৫৮১৪)

টাইপরাইটার

২২৫,—৬২৫, মূল্যের কয়েকটি টাইপরাইটার সত্বর বিক্রয়। ম্যাকাসন মার্ট। ১০৯বি কেশব সেন স্ট্রীট কলিঃ ৯। (সি ৫৮২৩)

পুরোন টাইপরাইটার মেসিন ক্রয়বিক্রয় মেরামত হয়। বি এ টাইপরাইটার কোং, ২৩, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলি-৯। (সি ৫৮১৩)

নাম ঠিকানা পরিবর্তন

আমি শ্রীমুকুলকুমার সর ১১-১০-৭১ তারিখের এফিডেভিট বলে শ্রীঅনিলকুমার সর হইলাম। (সি ৫৮৪১)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স
বিজ্ঞপ্তি

দ্বিতীয় বার্ষিক বি এস-সি ক্লাস সোমবার, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে।

পি সি ডি মল্লিক
রেজিস্ট্রার
(৬৩২৬-এ)

শিক্ষা সঙ্ঘ, বিষ্ণুপুর, ভায়া কলিকাতা-২৭। ছাত্রাবাসে ৩য়—৮ম শ্রেণীর ছাত্রের ভর্তির জন্য ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে। অধ্যক্ষ। (সি ৫৮১৭)

সাউথ সাবার্বান স্কুল (মেন)

প্রাতঃকালীন বিভাগ (কেবলমাত্র ছেলেদের জন্য—শিশু শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত)—ভবানীপুর—কলিকাতা-২৫।

অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত শিক্ষিকাবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত শিশু শ্রেণীর শিক্ষা খেলাধুলা সহ অংশতঃ কিণ্ডারগার্টেন রীতিতে—নিয়মিতভাবে পাঠ্যসূচীর অতিরিক্ত নানা চারুকলা ও অন্যান্য শিক্ষা ও পরিশীলন করান হয়—প্রতি ছাত্রের শিক্ষার উপর সযত্ন মনোযোগ দেওয়া হয়—নিয়মানুবর্তিতা ও সদাচারের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়—ভর্তির জন্য ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে সাদা কাগজে আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে। স্কুল অফিসের সহিত যোগাযোগের সময় সকাল ৬॥ হইতে ১০টা পর্যন্ত। (৫৯৩০)

সুবর্ণ সুযোগ ! সুবর্ণ সুযোগ !!
মাত্র মাসিক ৭ টাকা বেতনে টেলারিং অথবা টেলিফোন অপারেটিং অথবা হাতে-কলমে কি করিয়া ট্রানজিসটার রেডিও তৈয়ার করিতে হয় ৩ মাসের ভিতর শিখুন। এই কনসেশনে মাত্র ২৫ জন ভর্তি করা হইবে। রয়েল কলেজ ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। শাখা: ৮৭/২, বিধান সরণি, (দর্পণার পাশে): ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (প্রবেশপথ মতি শীল স্ট্রীট), ১৪৩ সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড খিদিরপুর। (৫৯৩৫ এ)

নোটিস

সাবিত্রী মহাজাতি বালিকা বিদ্যাপীঠ পোঃ আগরপাড়া জিলা ২৪ পরগণার কার্যনির্বাহক সমিতির পুনর্গঠনের দিন ৬-২-৭২ তারিখে ধার্য হইয়াছে।

এই ব্যাপারে যাবতীয় সংবাদাদি বিদ্যালয় চলাকালীন বিদ্যালয় অফিসে পাওয়া যাইবে।

গীতা ভট্টাচার্য
প্রধানা শিক্ষিকা
(সি ৫২৭৩)

কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানি লিমিটেড
সংস্থা

বড় রকমের নির্মাণ কাজের জন্য ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ শনিবার রাত্রে হাওড়া স্টেশন হইতে কলিকাতা ও হাওড়ার জন্য ট্রাম সার্ভিস তাড়াতাড়ি বন্ধ হইবে। হাওড়া স্টেশন হইতে শেষ গাড়ি ছাড়ার আনুমানিক সময় হইবে রাত্রি ৯টা।

কলিকাতা রুট: ১২, ২০, ২১, ৩০ ও ৩২
হাওড়া: ৪০

কে বি চক্রবর্তী
অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
(৬৪০৫ এ)

১৯৭০ সালের ২৮২ নং কোম্পানি
দরখাস্ত

কলিকাতা হাইকোর্ট

আদিম বিভাগ
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে
এবং
উক্ত আইনের ৪৩৯ ধারা অনুযায়ী এক দরখাস্ত সম্পর্কে
এবং
কৃষ্ণা সিলিকেট অ্যাণ্ড গ্লাস ওয়ার্কস লিঃ (লিকুইডেশনে) সম্পর্কে
ক্যালটেক্স (ইণ্ডিয়া) লিঃ
.........দরখাস্তকারী

গুটাইবার আদেশের বিজ্ঞপ্তি

১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখে উপরোক্ত বিষয়ে কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত এক আদেশ দ্বারা এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী উপরোক্ত নামীয় কোম্পানিটি গুটান হউক।

তারিখ—৩০ নভেম্বর ১৯৭১।
স্বাঃ ভিক্টর মোজেস অ্যাণ্ড কোং
দরখাস্তকারী পক্ষে অ্যাটর্নী,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট,
কলিকাতা
(৬২০৫)

কোম্পানী নোটিস

ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৬৪০(বি) ধারা অনুসারে নোটিস

এতদ্দ্বারা কোম্পানির সদস্যবর্গকে বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, নিম্নোক্তগুলি সম্পর্কে অনুমোদন লাভের জন্য কোম্পানি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন:—

(ক) ১লা এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখ হইতে দুই বৎসর কালের জন্য কোম্পানির পুরা সময়ের ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ হিরণ ঘোষ ও মিঃ অসিতকুমার মুখার্জির পুনর্নিয়োগের ফলে তাঁহাদিগকে প্রদেয় পারিশ্রমিক বৃদ্ধি সম্পর্কে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৩১১ ধারা অনুসারে;

(খ) ১লা এপ্রিল, ১৯৭২ তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কালের জন্য কোম্পানির পুরা সময়ের ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ প্রফুল্লচন্দ্র বসু ও ডাঃ শশধর চক্রবর্তীর নিয়োগ সম্পর্কে উক্ত আইনের ২৬৯ ধারা অনুসারে।

রেজিস্টার্ড অফিস:
অক্সিজেন হাউস,
পি-৩৪ তারাতলা রোড,
কলিকাতা—৫৩
তারিখ: ৩০শে নভেম্বর, ১৯৭১

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
এস চক্রবর্তী
সেক্রেটারি
(৬২০১এ)

পাবলিক নোটিস

নোটিস
অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিলস
কোং লিঃ
৩১, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

কোম্পানি এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, নিম্নোক্ত অব্যবহৃত সেলস ট্যাক্স ডিক্লারেশন ফরম কোম্পানির অফিস হইতে হারাইয়া গিয়াছে এবং কমার্শিয়াল ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে এই হারানোর বিষয় ইতিপূর্বেই জানান হইয়াছে।

ডি-০৯৫৩৫১—০৯৫৩৭৫...২৫টি ফরম
বি-৬২৬১২৬—৬২৬২০০...৭৫টি ফরম
সি-১৫২৮০১—১৫২৮২৫...২৫টি ফরম

অননুমোদিতভাবে কেহ এই সমস্ত ফরম ব্যবহার করিলে তিনি সেলস ট্যাক্স আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। এই সমস্ত ফরম গ্রহণ না করিতে বা উহা লইয়া কাজকারবার না করিতে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে। তাঁহারা যদি এই সমস্ত ফরমের কোনও একটি পান তাহা হইলে তাঁহারা উহা উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য কমার্শিয়াল ট্যাক্স অফিসার, লায়নস রেঞ্জ চার্জ, ১৪ বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা-১৫-এর নিকট পাঠাইতে পারেন।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান জুট মিলস
কোং লিঃ পক্ষে
ডানকান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
সেক্রেটারিজ
২-১২-১৯৭১
(৬৪০৬ এ)

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, হাওড়া

সেক্রেটারি, রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি, হাওড়া বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, স্থায়ী স্টেজ ক্যারেজ পারমিট ইস্যু সম্পর্কে এই স্তম্ভে প্রকাশিত ১৪-১০-৭১ তারিখের বিজ্ঞাপনের উত্তরে নিম্নলিখিত সংখ্যক দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। রুট নং ও প্রাপ্ত দরখাস্তের মোট সংখ্যা যথাক্রমে নিম্নরূপ:—(১) ৫১/৫৬—২৮; (২) ৫৭-এ—২০; (৩) ৫৪—১৮; (৪) ৬৭—১২; (৫) ৬৯—১৬। দরখাস্তগুলি সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের ৫৭(৩) ধারা অনুসারে বক্তব্যাদি (যদি থাকে) ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ **তারিখের মধ্যে** পেশ করিতে হইবে। যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে আর টি এ'এর অফিসে দরখাস্তগুলি দেখিতে পারা যাইবে। দরখাস্তসমূহ এবং বক্তব্যাদি (যদি থাকে) **১০ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখের পর** অনুষ্ঠেয় সভায় হাওড়ার আর টি এ কর্তৃক বিবেচিত হইবে। উক্ত সভার তারিখ, সময় ও স্থান যথাসময়ে কলেক্টরেটের নোটিস বোর্ডে বিজ্ঞাপিত হইবে। বক্তব্যাদি যদি লিখিতভাবে উপরোক্ত তারিখের মধ্যে পেশ করা না হয় এবং যদি উহার একটি কপি একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দরখাস্তকারীর নিকট বক্তব্য পেশকারী ব্যক্তি কর্তৃক পাঠানো না হয় তবে আর টি এ কর্তৃক উক্ত বক্তব্য বিবেচিত হইবে না।

৪৫৯৮(৩) আই পি আর/এ/৭১
(৬২৫৭)

নীলাম

নীলাম-বিক্রয়

ইট, ইটের টুকরা, ঝামা ব্যালাস্ট, ইটের ব্যালাস্ট, শালবল্লা, কাদার গাঁথুনিতে ইটের কুটীর-এর (ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মালমশলা লওয়া হইয়াছে) নীলাম বিক্রয় চুঁচুড়া এ আই আর স্টাফ কোয়ার্টার্সে ১০-১২-৭১ তারিখ বেলা ১১-৩০টায় অনুষ্ঠিত হইবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সমেত পূর্ণ বিবরণ ও পরিমাণ এবং বর্ণনা সহ মালপত্রের তালিকা চুঁচুড়াস্থিত এ আই আর অফিস, চুঁচুড়াস্থিত কালেক্টর অফিস এবং নিজাম প্যালেস, ২৩৪/৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০ ঠিকানায় কলিকাতা সেণ্ট্রাল ডিভিসন নং ৫-এর একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে পাওয়া যাইবে।

স্বাঃ সি, ভাসোয়ানি
একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার
কলিকাতা সেণ্ট্রাল ডিভিসন নং ৫,
নিজাম প্যালেস,
২৩৪/৪, লোয়ার সার্কুলার রোড,
সি পি ডব্লু ডি, কলিকাতা-২০
(৬১৯৮)

টেণ্ডার

রিহ্যাবিলিটেশন ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
(পারচেজ ডিভিসন)
২৫, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

ডাইস্টাফ ইত্যাদির জন্য টেণ্ডার

আমাদের ডাইং ইউনিটের জন্য অবিলম্বে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রকমের ডাইস্টাফ প্রয়োজন। নগদে ৫, টাকা আদায় দিলে টেণ্ডার ফরম ও বিবরণী পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ৯-১২-৭১।

কমার্শিয়াল ম্যানেজার
(৫৫২০এ)

কোল বোর্ড

ধানবাদ
টেণ্ডার নং ৮৯

নিম্নলিখিত স্পেয়ার সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে:

ক্রঃ নং	স্পেয়ার-এর বিবরণ	অনুমিত ব্যয় টাকা
১।	স্কেপার বাকেট	২৪,০০০,
২।	কনভেয়র আইডলার সেট	১,৫০,০০০,
৩।	ক্যাপাসিটর	২,৪০,০০০,
৪।	জুরেল ফিল্টার কমপ্লিট	২০,০০০,
৫।	জল সরবরাহের জন্য পাম্প	১৫,০০০,

চিফ এঞ্জিনিয়ার (রোপওয়েজ), কোল বোর্ড, ধানবাদ-এর অনুকূলে প্রতি দফা বাবদ রেখিত পোস্টাল অর্ডার দ্বারা ১০, টাকা আদায় দিলে এই অফিস হইতে স্পেসিফিকেশন, ড্রইং, পরিমাণ ইত্যাদির বিবরণী পাওয়া যাইবে। এইরূপ আবেদন ১৮-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত গৃহীত হইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্রের বিলম্বের জন্য বা উহা খোয়া যাইলে সেজন্য কোল বোর্ড দায়ী থাকিবেন না।

টেণ্ডার নং ৮৯, দাখিলের শেষ তারিখ ৫-১-৭২ শীর্ষাঙ্কিত টেণ্ডার ৫-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে চিফ এঞ্জিনিয়ার (রোপওয়েজ), কোল বোর্ড ধানবাদ ঠিকানায় পৌঁছান চাই। ঐদিনই বিকাল ৪টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে টেণ্ডার খোলা হইবে।

কোনও কারণ না দর্শাইয়া যে-কোনো বা সকল টেণ্ডার আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে গ্রাহ্য করিবার বা বাতিল করিবার অধিকার চিফ এঞ্জিনিয়ার (রোপওয়েজ), কোল বোর্ড, ধানবাদ কর্তৃক সংরক্ষিত। (৬১৫৯)

টেণ্ডার

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

১৯৭১-৭২ সালের ৩৭নং টেণ্ডার নোটিস

"মাটি খনন ও ডুমরাজলা হইতে মাটি বহন করিয়া ২নং স্কীমে জমি উন্নয়ন কাজ"-এর জন্য চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, ১৯, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ), হাওড়া কর্তৃক দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ: ৭৫,৩৬০ টাকা। বায়নার পরিমাণ ও টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে: ১৫০২ টাকা ও ১০ টাকা।

হাল সময়ের বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইয়া যে সমস্ত প্রকৃত ঠিকাদার এইচ আই টি কর্তৃক অনুমোদিত হইবেন, কেবল তাঁহাদের নিকট ১৬-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত (প্রত্যহ বেলা ১১টা হইতে বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত) টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে। একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার-২ কর্তৃক টেণ্ডার ১৭-১২-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। (৬৩৬৮)

সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

(কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)
মহাত্মা গান্ধী এভিনিউ, দুর্গাপুর-৯
পশ্চিমবঙ্গ

টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিস

রুম ক্যালোরিমিটার প্রজেক্টের জন্য রুম নির্মাণের নিমিত্ত সি এস আই আর অথবা ইহার ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরী/ইনস্টিটিউটসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত মোট অনুমিত ব্যয়ের অনুরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত সি পি ডবলিউ ডি, রাজ্য পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস-এর রেজিস্টার্ড বিল্ডিং ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় ৪১,০০০ টাকা এবং নগদে অথবা স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর ডিম্যাণ্ড ড্রাফটের আকারে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ১,০২৫ টাকা।

টেণ্ডারের কাগজপত্র ৬-১২-৭১ তারিখ হইতে ১৩-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত (শনিবার বাদে) অফিসের কার্যকালে অফেরতযোগ্য ৫ টাকা আদায় দিলে ও পরিচয়পত্র পেশ করিলে সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর-৯ ঠিকানাস্থ অফিস হইতে ইস্যু করা হইবে।

টেণ্ডার ১৪-১২-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং ঐ দিন বেলা ৩টার উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যেকোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার, অংশত ঐগুলি গ্রাহ্য করার এবং সর্বনিম্ন দরের টেণ্ডার গ্রাহ্য না করার অধিকার ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই কর্তৃক সংরক্ষিত। (৬৩৪৫)

সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

(কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)
মহাত্মা গান্ধী এভিনিউ, দুর্গাপুর-৯
পশ্চিমবঙ্গ

টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিস

এক্সপেরিমেণ্টাল শেডের কংক্রিট শেল রুপে হীট ইনসুলেশন সরবরাহ ও ফিক্সিং-এর জন্য সি এস আই আর অথবা উহার ন্যাশনাল লেবরেটরী/ইনস্টিটিউটের জন্য নিম্নবর্ণিত মোট অনুমিত ব্যয়ের অনুরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড সি পি ডবলিউ ডি, রাজ্য পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস-এর বিল্ডিং ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় ১৫,৬০০, টাকা এবং নগদে অথবা স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর ডিম্যাণ্ড ড্রাফটের আকারে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৩৯০, টাকা।

অফেরতযোগ্য ৫, টাকা আদায় দিলে ৬-১২-৭১ হইতে ১৪-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজের দিন অফিস চলা কালে আর্কিটেক্ট মেসার্স ব্যালার্ড টমসন আণ্ড মাথুজ, ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-১-স্থিত অফিস হইতে টেণ্ডারের কাগজপত্র ইস্যু করা হইবে।

টেণ্ডার আর্কিটেক্ট মেসার্স ব্যালার্ড টমসন অ্যাণ্ড মাথুজ ৭, রেড ক্রস প্লেস, কলিকাতা-১ কর্তৃক ১৫-১২-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার, অংশত ঐগুলি গ্রাহ্য করার এবং সর্বনিম্ন দরের টেণ্ডার গ্রহ্য না করার অধিকার ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই কর্তৃক সংরক্ষিত।

(৬৩৪৬)

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, নর্দার্ন সার্কল, পিডব্লুডি, জলপাইগুড়ি; পুলিস অফিসারদের অ্যাকোমোডেশনের জন্য জলপাইগুড়িতে ত্রি-তল 'জি' টাইপ ব্লক নির্মাণ (স্ট্রাকচারাল অংশ)-এর জন্য ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার/বাহিরের প্রকৃত ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১ (২)-তে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয়: ২,১১,২৭৩, টাকা। বায়নার পরিমাণ: ৪,২২৫, টাকা। বায়নার টাকা জমা দেওয়া হইতে রেহাই পাইতে হইলে নিম্নতম ৫০,০০০, টাকা স্থায়ী আমানত রাখিতে হইবে। প্রদত্ত সময়: ১২ মাস। উক্ত অফিসে/একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, পিডব্লুডি, জলপাইগুড়ি ডিভিসন জলপাইগুড়ি-এর অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র দেখা যাইবে। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র এবং আবশ্যক পরিচয়পত্রাদি দেখাইলে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডারের কাগজপত্র ক্রয় করা যাইবে। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ (বেলা ৩টা) পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

৪৫৯২(২) আইপিআর/এ/৭১
(৬২৫৬)

টেণ্ডার

সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

(কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)
মহাত্মা গান্ধী এভিনিউ, দুর্গাপুর-৯
পশ্চিমবঙ্গ

টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিস

নূতন ওয়ার্কশপে (১) হাইপারবোলিক শেড, (২) গ্যারেজ এক্সটেনশন, (৩) স্বতন্ত্র অডিটোরিয়াম, (৪) টয়লেট ব্লকে সার্ভিস কানেকশন এবং আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতীকরণের জন্য সি এস আই আর অথবা ইহার ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরী/ইনস্টিটিউটসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত মোট অনুমিত ব্যয়ের অনুরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড সি পি ডবলিউ ডি, রাজ্য পি ডবলিউ ডি রেলওয়ে অথবা এম ই এস-এর বিল্ডিং ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় ২৪,০০০, টাকা এবং নগদে অথবা স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর ডিমাণ্ড ড্রাফটের আকারে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৬০০, টাকা।

টেণ্ডারের কাগজপত্র ৬-১২-৭১ তারিখ হইতে ১৩-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত অফিসের কার্যকালে অফেরতযোগ্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা মাত্র) আদায় দিলে দুর্গাপুর-৯ স্থিত সি এম ই আর আই-এর অফিস হইতে ইস্যু করা হইবে।

টেণ্ডার ১৬-১২-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর কর্তৃক গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ৩টার উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার, অংশত ঐগুলি গ্রাহ্য করার এবং সর্বনিম্ন দরের টেণ্ডার গ্রাহ্য না করার অধিকার ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই কর্তৃক সংরক্ষিত।

(৬৩৮৩)

সেণ্ট্রাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

(কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ)
মহাত্মা গান্ধী এভিনিউ, দুর্গাপুর-৯
পশ্চিমবঙ্গ

টেণ্ডার আহ্বায়ক নোটিস

স্টাফ কোয়ার্টার্সে স্টীল ফ্রেম দিয়া বি আর সি ফেব্রিকের ব্যবস্থা—কাজের জন্য সি এস আই আর অথবা ইহার ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরী / ইনস্টিটিউটসমূহের জন্য নিম্নবর্ণিত মোট অনুমিত ব্যয়ের অনুরূপ কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত রেজিস্টার্ড সি পি ডবলিউ ডি, রাজ্য পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে অথবা এম ই এস-এর বিল্ডিং ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের অনুমিত ব্যয় ৩৪,০০০, টাকা এবং নগদে অথবা স্থানীয় ব্যাঙ্কের উপর ডিম্যাণ্ড ড্রাফটের আকারে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৮৫০, টাকা।

টেণ্ডারের কাগজপত্র ৬-১২-৭১ তারিখ হইতে ১৩-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত (শনিবার বাদে) অফিসের কার্যকালে পরিচয়পত্রাদি দাখিলক্রমে প্রতি প্রস্থ টেণ্ডারের জন্য অফেরতযোগ্য ৫, টাকা (পাঁচ টাকা) আদায় দিলে সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর-৯-এর অফিস হইতে ইস্যু করা হইবে।

টেণ্ডার ১৪-১২-৭১ তারিখ বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই, দুর্গাপুর কর্তৃক গৃহীত এবং সেইদিন বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদিগের সমক্ষে খোলা হইবে।

কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার, অংশত ঐগুলি গ্রাহ্য করার এবং সর্বনিম্ন দরের টেণ্ডার গ্রাহ্য না করার অধিকার ডিরেক্টর, সি এম ই আর আই কর্তৃক সংরক্ষিত।

(৬৩৪৪)

নিম্নলিখিত কাজের জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, হুগলী ইরিগেশন ডিভিঃ ১১এ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, কলি-১৬ কর্তৃক আই অ্যাণ্ড ডব্লিউ ডিরেক্টরেটের ১ম শ্রেণীর ঠিকাদার/প্রকৃত বাহিরের ঠিকাদারদের (কাগজপত্র দ্বারা যাথার্থ্য প্রমাণ করিতে হইবে) নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)তে সীল-করা পৃথক পৃথক টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে: হাওড়া জেলার মন্দারিয়া খালের বিভিন্ন রীচে পলি অপসারণ। টেণ্ডার গ্রাহ্য করার কর্তৃপক্ষের নাম: সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ার, ওয়েস্টার্ন সার্কেল। টেণ্ডারের কাগজপত্র ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত ইস্যু করা হইবে। টেণ্ডার ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং সেইদিন বেলা ২-৩০টায় খোলা হইবে। কাজ শেষ করার জন্য প্রদত্ত সময়: ৩ মাস। রীচ নং, বরাদ্দ ও বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে নিম্নরূপ:- (১) রীচ-১ (চেঃ ১৯২০·০০ হইতে চেঃ ১৮৭০·০০); ৭,৭৯,৭৪৫, টাকা; ১৫,৫৯৫, টাকা। (২) রীচ-২ (চেঃ ১৮৭০·০০ হইতে চেঃ ১৮২০·০০); ৬,৪৪,৯৫৫, টাকা, ১২,৯০০, টাকা। (৩) রীচ-৩ (চেঃ ১৮২০·০০ হইতে চেঃ ১৭৭০·০০); ৫,৪৭,৮৬৫, টাকা; ১০,৯৫৭, টাকা। (৪) রীচ-৪ (চেঃ ১৭৭০·০০ হইতে চেঃ ১৭২০·০০); ৫,২৭,০৬০, টাকা, ১০,৫৪১, টাকা। (৫) রীচ-৫ (চেঃ ১৭২০·০০ হইতে চেঃ ১৬৭০·০০), ৪,৬৪,৬৪৫, টাকা; ৯,২৯৩, টাকা। (৬) রীচ-৬ (চেঃ ১৬৭০·০০ হইতে চেঃ ১৬২০·০০); ৪,৯২,৩৮৫, টাকা; ৯,৮৪৮, টাকা। (৭) রীচ-৭ (চেঃ ১৬২০·০০ হইতে চেঃ ১৬০০·০০); ১,৩৬,৪৪০, টাকা; ২,৭২৯, টাকা। (৮) রীচ-৮ (চেঃ ১৬০০·০০ হইতে চেঃ ১৫৭২·০০); ১,৮৭,২৪৫, টাকা; ৩,৭৪৫, টাকা। (৯) রীচ-৯ (চেঃ ১৫৭২·০০ হইতে চেঃ ১৫০০·০০); ১,৪২,১৬৭, টাকা; ২,৮৪৩, টাকা। (১০) রীচ-১০ (চেঃ ১৫০০·০০ হইতে চেঃ ১৪৫০·০০); ১,৩৬,৪৪০, টাকা; ২,৭২৯, টাকা। (১১) রীচ-১১ (চেঃ ১৪৫০·০০ হইতে চেঃ ১৪০০·০০); ১,৮৭,৮১০, টাকা; ৩,৭৫৬, টাকা।

৪৫২৫(৩) আইপিআর/এ/৭১
(৬০৩৪)

টেণ্ডার

টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের স্থানের জন্য ৭, ময়ূরভঞ্জ রোডস্থিত জ্ঞান ঘোষ পলিটেকনিক প্রাঙ্গণে মাটি দিয়া ট্যাঙ্ক ভরাট (অবশিষ্ট অংশ)-এর জন্য একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, ক্যালকাটা ডিভিসন নং ১, পি ডব্লিউ (সি বি) ডিপার্টমেণ্ট, পি-৪০ প্রিন্সেপ স্ট্রীট (২য় তল), কলিকাতা-১৩ কর্তৃক কনস্ট্রাকশন বোর্ড ডিরেক্টরেটের ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ঠিকাদার/পি ডব্লিউ ডি-র ১ম শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে বি এফ ২৯১১(২)-তে কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয় ১,৮০,৩৬০, টাকা। বায়নার পরিমাণ ৪,৫০৯, টাকা, টেণ্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ২৮-১২-৭১ (বেলা ২টা) টেণ্ডার বিক্রয়ের শেষ তারিখ: ২৭-১২-৭১।

বায়নার টাকা আর বি আই চালান/ব্যাঙ্ক ড্রাফট/এন পি এস সি/এন ডি সি/জি পি নোট ইত্যাদিতে জমা দিতে হইবে। উহা টেণ্ডারের সঙ্গে দিতে হইবে। কোন ক্রমেই টোকেন গ্রাহ্য হইবে না। সি বি ডিরেক্টরেটের তালিকাভুক্ত যে সমস্ত ঠিকাদারের স্থায়ী আমানত আছে, তাঁহারা বায়নার টাকা দাখিল করা হইতে রেহাই পাইবেন। আরও তথ্য উপরোক্ত অফিসে পাওয়া যাইবে। যে কোন টেণ্ডার সমগ্রত/অংশত গ্রাহ্য করা বাধ্যতামূলক নহে।

৪৫৯৩(২) আই পি আর/এ/৭১
(৬২৪৫)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

বারহারোয়া এবং কিউলের মধ্যবর্তী সেকশনের জন্য জামালপুরে কোনো প্রাইভেট কোয়ারি হইতে ১¾" সাইজের ১০ লক্ষ ঘনফুট খোয়া পাথর সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বায়নার পরিমাণ ৭,০০০ টাকা। জামিন জমা ১,৭৫০ টাকা। কলিকাতায় এই রেলওয়ের চিফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রতিটি বাবদ ৫ টাকা (ফেরতযোগ্য নহে) আদায় দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে ২৮-১২-৭১ হইতে ৪-১-৭২ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত হাওড়াস্থিত এই রেলওয়ের ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনিয়ারের অফিসে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। ৫-১-৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐদিনই বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট/
হাওড়া
জি ১০|২|পিআরও|এইচডব্লু|এইচ-৪৮
(৬২৪৮)

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

টেণ্ডার

আদ্রা ডিভিসনের রাঁচি ইয়ার্ড ● সেটেলমেণ্ট বাদে হাতিয়া ইয়ার্ড ও সেটেলমেণ্ট সহ হাতিয়া (সহ) হইতে মুরি (বাদে) পর্যন্ত সেকশনে ১-১২-৭১ হইতে ৩০-৬-৭৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে (১) ঠিকা মূল্য ৫০,০০০ টাকা অতিক্রম করিবে না এই সাপেক্ষে নূতন কাজ সম্পাদন, বর্তমান স্ট্রাকচারসমূহের পরিবর্ধন এবং পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতী কাজ এবং বিল্ডিং-এর মাল-মসলা সরবরাহ; (২) সমস্ত সাধারণ মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

আদ্রাস্থিত ডিভিসনাল ক্যাশিয়ারের নিকট ৫ টাকা আদায় দিয়া প্রাপ্ত রসিদ দেখাইলে ১৬-১২-৭১ হইতে ২৭-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন অফিস চলার কালে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত ফরমে এবং বায়না বাবদ ৫,০০০ টাকা সমেত সীলকরা টেণ্ডার (টেণ্ডার নোটিস নং জি/২২/আরএন্ডসি/৩০/৭১) ২৮-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং খোলা হইবে।

বায়নার টাকা ব্যতীত টেণ্ডার বাতিল করা হইবে।

ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
(এঞ্জিনিয়ারিং) আদ্রা
পিআর|এসই|পিএ|১|এঞ্জিঃ—১৭৩
(৬১০৬)

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

টেণ্ডার নোটিস

১-৫-৭২ হইতে ৩০-৪-৭৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য লামডিংস্থিত রেলওয়ে হাসপাতালের রোগীদের নিমিত্ত পথ্য প্রস্তুত করার জন্য খাদ্যদ্রব্য (পচনশীল ও অপচনশীল কাঁচা মাল) এবং খাঁটি টাটকা দুধ (গরুর বা মহিষের) সরবরাহের নিমিত্ত নির্ধারিত টেণ্ডার ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। লামডিংস্থিত এন এফ রেলওয়ের ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মুখে হাসপাতালে গবাদি পশুগুলিকে দোহাইয়া সরবরাহ-করা দুধ এবং গবাদি পশুগুলিকে অন্যত্র দোহাইয়া সরবরাহ-করা দুধের জন্যও এবং খাঁটি নির্ভেজাল দুধ সরবরাহের জন্য দরপত্র দাখিল করিতে হইবে।

টেণ্ডার ফরম (হস্তান্তরযোগ্য নহে) সমস্ত কাজের দিন বেলা ১০-৩০টা হইতে বেলা ১টার মধ্যে প্রতি ফরম বাবদ ২ টাকা (দুই টাকা) (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার, এন এফ রেলওয়ে, লামডিং, পোঃ অঃ লামডিং, জেলা নওগাঁ (আসাম)-এর অফিস হইতে পাওয়া যাইবে। ৭-৩-৭২ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসার, এন এফ রেলওয়ে, লামডিং-এর অফিসে টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

৭-৩-৭২ তারিখ বেলা ৩টায় লামডিংস্থিত এন এফ রেলওয়ের ডিভিসনাল মেডিক্যাল অফিসারের অফিসে টেণ্ডার খোলা হইবে।

পচনশীল, অপচনশীল দ্রব্যসমূহ ও খাঁটি টাটকা দুধের জন্য টেণ্ডার পৃথক পৃথকভাবে দাখিল করিতে হইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত নিম্নোক্তমত বায়নার টাকা রেলওয়ের রাজস্বে জমা দিতে হইবে।

বায়নার টাকা

(১) পচনশীল সামগ্রী	১,২০০ টাকা
(২) অপচনশীল সামগ্রী	১,৯০০ টাকা
(৩) খাঁটি টাটকা দুধ (গরুর বা মহিষের)	৬০০ টাকা

স্বাঃ অস্পষ্ট
ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট,
এন এফ রেলওয়ে/লামডিং
ডি/৫/১৭ (৬২০০)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

অরণ্যদেবের স্বর্ণদ্বীপে—
শুভ্রক, ডায়ানা। তুমি এদের দ্যাখোনি। ওই হলো বিজু সলোমন—আর ওই যে সুন্দরী নেফারতিতি।
কী সুন্দর!
উঠে পড়—নেফারতিতি তোমাকে পিঠে চড়াতে চায়।
সত্যিই?
গভীর অরণ্যে দুটি ছেলে চিন্তায় মগ্ন—
অরণ্যদেবের বংশধরই অরণ্যদেব হবে।
1/9

NOTICE

লেক মার্কেটস্থিত **'রামকানাই স্টোর্স'** তাহাদের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় আমরা তাহাদের যাবতীয় স্টক ক্রয় করিয়া—নানাবিধ বেনারসী, মাদ্রাজী কোয়েম্বাটুর, তাঁতের শাড়ী, কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, হোসিয়ারী, লেডিজ কার্ডিগান, পুলওভার, ছোট ছেলেদের নানাবিধ সোয়েটার ও অন্যান্য স্টকের বহুপ্রকার লেডিজ ও জেন্টস কোট, কাশ্মীরী শাল, আলোয়ান, কাশ্মীরী কোট, শার্ট, পাঞ্জাবী, সার্জ ও টেরিউলের স্যুট প্রভৃতির বিপুল স্টক

প্রতি টাকায় চারি আনা বাদে

বিক্রয় করিতেছি এবং আরও বহু মাল মূল্য বিশেষ কমাইয়া Nett মূল্যে SALE-এ বিক্রয় করিতেছি

- মফঃস্বলের Sub-Standard রেডিমেড পোষাক—টেরিলিন, টেরিকটন ও কটন শার্ট, বুশশার্ট মিলের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা শতকরা ৩০, ৪০, টাকা কমে চৌরঙ্গী ও বড়বাজার দোকানে বিক্রয় হইতেছে।

এস, **হরলালকা** এণ্ড কোং – ধর্মতলা
আর, ডি, **হরলালকা** এণ্ড কোং – বড়বাজার
হরলালকা ব্রাদার্স – চৌরঙ্গী

॥ গঙ্গাবক্ষে স্টীমার ভ্রমণ ॥

বড়দিন, ২৫শে ডিসেম্বর ও
ইংরেজী নববর্ষ, ১লা জানুয়ারী

টিকিট—প্রাপ্তবয়স্ক ১৫ টাকা
বালক-বালিকা (১০ বৎসরের নীচে) ১০ টাকা
(মধ্যাহ্ন আহার সহ)

বিশদ বিবরণ ও টিকিটের জন্য খোঁজ করুন

টুরিস্ট ব্যুরো
৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসী স্কোয়ার) ঈস্ট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮২৭১,
গ্রাম : TRAVELTIPS
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারত সরকার

ডিপার্টমেণ্ট অফ সাপ্লাই
ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিসপোজালস
(রেজিস্ট্রেশন ব্রাঞ্চ)
নয়াদিল্লী

নয়াদিল্লীস্থ ডি. জি. এস. অ্যাণ্ড ডি.'তে রেজিস্ট্রেশনের কর্মপদ্ধতি

রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য :

অনুমোদিত যোগানদার হিসাবে ফার্মসমূহের রেজিস্ট্রেশনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে এবং ডাক ও তারসহ ভারত সরকারের বিভিন্ন ইণ্ডেণ্টিং ডিপার্টমেণ্ট হইতে যখন যেমন ডিম্যাণ্ড পাওয়া যাইবে, সেইমত সরবরাহের নির্ভরযোগ্য সূত্রের অবস্থান নিরূপণ করা। ইহা রাজ্য সরকার এবং সম্প্রসারণশীল সরকারী ক্ষেত্রের সংস্থাসমূহের পক্ষে ক্রয়ের দায়িত্বও গ্রহণ করে। এই ক্রয়ে খাদ্যদ্রব্য ও গবাদি পশু ব্যতিরেকে বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত রকমের দ্রব্যই পড়ে। ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি'এর মারফত বার্ষিক ক্রয়ের পরিমাণ কয়েক শত কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

রেজিস্ট্রেশনের ফলে সুবিধা :

ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি'তে রেজিস্টার্ড ফার্মসমূহ নিম্নলিখিত সুবিধাদি ভোগ করে :—

(১) যে সকল প্রয়োজনের কথা বিজ্ঞাপিত হয় না, তাহা রেজিস্টার্ড ফার্মসমূহের নিকট হইতে মিটানো হয়।
(২) বিজ্ঞাপিত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নোটিসের কপি রেজিস্টার্ড ফার্মসমূহের নিকট পাঠানো হয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্রিম তথ্যাদি দেওয়া হয়।
(৩) রেট কনট্রাক্ট ও রানিং কনট্রাক্ট স্বভাবতঃ রেজিস্টার্ড ফার্মের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়।
(৪) অপারেশনঘটিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রেজিস্টার্ড ফার্মসমূহ দ্বারা সরবরাহের জন্য সাধারণতঃ রিজার্ভ রাখা হয়।
(৫) এক্সপ্রেস ও আর্জেণ্ট ডিম্যাণ্ডের সাধারণতঃ ৮০% রেজিস্টার্ড ফার্মসমূহ দ্বারা সরবরাহের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়। এমন কি অর্ডিনারি ডিম্যাণ্ডেরও অধিকাংশই রেজিস্টার্ড যোগানদারদের নিকট হইতে মিটানো হয়।
(৬) রাজ্য সরকার এবং সরকারী ক্ষেত্রের সংস্থাসমূহ নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি'তে রেজিস্টার্ড ফার্মসমূহের নিকট হইতে জামিন জমার আবশ্যকতা মকুব করিতে পারেন।
(৭) ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি'তে রেজিস্ট্রেশন থাকিলে তাহা ফার্মের ব্যবসায়িক মর্যাদা, শুধু সরকারী বিভাগের ক্ষেত্রেই নয় বিদেশী ফার্ম ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও, উন্নীত করে।

দরখাস্ত ফরম :

ভারতের ও বিদেশের সমস্ত ফার্মই রেজিস্ট্রেশনের যোগ্য। নয়াদিল্লিস্থ ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি'এর নিকট নির্ধারিত দরখাস্ত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ফার্মসমূহ ওয়াশিংটনস্থ ইণ্ডিয়া সাপ্লাই মিশন হইতে ৫ ডলার মূল্যে এই ফরম কিনিতে পারেন। অন্যান্য দেশের বিদেশী ফার্মসমূহকে নয়াদিল্লিস্থ ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি কর্তৃক বিনামূল্যে ফরম সরবরাহ করা হয়। ভারতীয় ফার্মসমূহ কাউণ্টারে ১, টাকা আদায় দিয়া কিংবা মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইয়া নয়াদিল্লিস্থ ডি জি এস অ্যাণ্ড ডি'এর নিকট অথবা বম্বে/কলিকাতা/মাদ্রাজ/কানপুরস্থিত ডিরেক্টর অফ সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিসপোজালস'এর নিকট দরখাস্ত ফরম কিনিতে পারেন। রেজিস্ট্রেশনের জন্য "২০—সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিসপোজালস" রেভিনিউ খাতে ১০, টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালানসহ নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে। রেজিস্ট্রেশন রিনিউয়ালের জন্য দরখাস্ত ফরম অনুরোধক্রমে কোনরূপ প্রাথমিক চার্জ ব্যতিরেকেই ইস্যু করা হইবে। তবে, রেজিস্ট্রেশন রিনিউয়ালের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে উপরে বর্ণিত মত ১০, টাকার ট্রেজারি চালান থাকা চাই। স্মল স্কেল/কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি ইউনিটের প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশন এবং রিনিউয়ালের জন্য, ইউনিটগুলি প্রকৃত স্মল স্কেল/কটেজ ইণ্ডাস্ট্রি ইউনিট হিসাবে রেজিস্টার্ড এই মর্মে রাজ্যের ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ বা এন এস আই সি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সার্টিফিকেট পেশ করিলে বিনামূল্যে দরখাস্ত ফরম ইস্যু করা হয়। এইসব ইউনিটকে ১০, টাকার আবশ্যক চালানও পেশ করিতে হয় না।

রেজিস্ট্রেশনের শ্রেণী :

(১) ম্যানুফ্যাকচারার।
(২) রেজিস্টার্ড ম্যানুফ্যাকচারারের সোল সেলিং এজেন্ট/সোল ডিস্ট্রিবিউটর।
(৩) (ক) আমদানী-করা দ্রব্যাদি
  (খ) টিম্বার, হাইড ও স্কিন এবং বরবাদ তুলা প্রভৃতি দেশীয় দ্রব্যের স্টকিস্ট।
(৪) (ক) বিদেশী ফার্ম, যাহারা ম্যানুফ্যাকচারার

— এবং —

(খ) রেজিস্টার্ড বিদেশী ফার্মের ভারতে অনুমোদিত এজেন্ট।

ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ডিসপোজালস'এ অনুমোদিত যোগানদার হিসাবে রেজিস্টার্ড হওয়া লাভজনক।

ডি এ ভি পি—৭১/৩৫৫

আমেরিকার ব্যবহারে শ্রীস্বর্ণ সিং-এর বিস্ময়

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—ভারত-পাক উপমহাদেশের পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে যেভাবে অস্ত্র সরবরাহ স্থগিত রেখেছেন তাতে বহির্বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সদস্যেরা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, মন্ত্রীর এতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগাগোড়া পাকিস্তানের সংগে বন্ধুভাবাপন্ন।

শ্রীপিলু মোদীর দৃষ্টিআকর্ষণী একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত সরকারকে জানিয়েছেন—

(১) ১৯৭১ সনের ১ ডিসেম্বর থেকে ভবিষ্যতে ভারতের জন্য অস্ত্র সরবরাহের লাইসেনস দেওয়া স্থগিত রেখেছেন।
(২) নতুন কোন লাইসেনস আর দেওয়া হবে না। বর্তমান লাইসেনসগুলির মেয়াদও বাড়ান হবে না।
(৩) কতকগুলি লাইসেনস বাতিল করা হবে। তার মূল্য ২০ লক্ষ ডলার

ঠিক কী ধরনের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা হয়েছে, মন্ত্রী মহোদয় তা জানাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে যেখান থেকেই হোক সরকার এ-সব অস্ত্র যোগাড় করবেনই।

শ্রীপিলু মোদী ও শ্রী পি কে দেও (স্বতন্ত্র) বলেন যে, আমেরিকার এই কাজ অমিত্রোচিত ও ভারত-বিরোধী। কড়া ভাষায় আমেরিকাকে বলা উচিত, "আমরা তোমাদের সাহায্যের পরোয়া থোড়াই করি।"

শ্রীসিং তাঁদের 'নবলব্ধ সাহসিকতার' জন্য স্বতন্ত্র সদস্যদের অভিনন্দন জানান।

ভারত সরকার সেন-র‍্যালে নেবার কথা ভাবছেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—ভারত সরকার আসানসোলের সেন-র‍্যালে কোমপানির পরিচালনভার গ্রহণের প্রস্তাব বিবেচনা করছেন

ইতিমধ্যে দুই কোটি টাকা ঋণ চেয়ে কোমপানি যে দরখাস্ত করেছে, ভারত সরকার তা বিবেচনা করছেন।

আজ সকালে এখানে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কীয় সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির সভায় একথা প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ।

সেন-র‍্যালে কারখানা গত ১০ মাস ধরে বন্ধ আছে।

শিল্প এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাকালে শ্রীপন্থ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত ৬৮টি বন্ধ কারখানা আবার খুলেছে।

তিনি আরও বলেন, হলদিয়ায় একটি সার কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং সার কারখানার জন্যে বোরড অব ডিরেক্টরসও গঠিত হয়েছে।

হিন্দুস্থান মোটরস সম্বন্ধে শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রীর বিবৃতি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—সরকার কেন অ্যামবাসাডর মোটরগাড়ি উৎপাদনকারী হিন্দুস্থান মোটরসকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চান শিল্পোন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হকচৌধুরী লোকসভায় একটি বিবৃতিতে আজ তার কারণ বিশ্লেষণ করেন।

শ্রীচৌধুরী বলেন কোম্পানীর নিজেদের বিবৃতিতে জানা যায় কোম্পানীর মোটরগাড়ি উৎপাদন শাখার সম্পত্তির মূল্য ২৮ কোটি টাকা। বর্তমান হারে উৎপাদন বজায় রাখতে হলে কোম্পানীর পক্ষে আরও ১০ কোটি টাকা লগ্নী করা প্রয়োজন।

এই জন্য সরকার ঐ কোম্পানীর রাষ্ট্রীকরণের দায়িত্ব নিচ্ছেন না।

বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া পথ নেই

রাজ্যসভায় স্বর্ণ সিং

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার স্বর্ণ সিং আজ রাজ্যসভায় বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে "পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছু" গ্রহণযোগ্য হবে বলে সরকার মনে করেন না। এ সত্ত্বেও বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য পাক জঙ্গী শাসকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থাকে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গী শাসকরা আপসের পরিবর্তে সংঘর্ষের পথই বেছে নেন।

বেসরকারী এক প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন যে, সামরিক শাসকবর্গ আন্তর্জাতিক সংস্থার যুক্তিসংগত কোন পরামর্শে কান না দেওয়ায় মুক্তিবাহিনী তাদের কাজকর্মের তীব্রতা বাড়িয়ে তোলে। মুক্তিবাহিনী এই অভিযানে সাফল্য লাভ করবে বলে সরকারের বিশ্বাস।

পর্বত অভিযাত্রীর সংবর্ধনা

লিপটন ফ্যাক্টরি ওয়ারকমেনস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সোমবার যোগিনশৃঙ্গ বিজয়ী শ্রীঅসিতকুমার মৈত্রকে মানপত্র ও রৌপ্যপদক দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। 'দূতাগারের' উদ্যোগে শ্রীঅমূল্য সেনের নেতৃত্বে গত অকটোবরে এরা ওই শৃঙ্গটি জয় করেন। শ্রীমৈত্র লিপটনের কর্মী।

ফিলিপস্-এর আরেকটি অসাধারণ রেডিও

•২১০,

ফিলিপস্ প্রিন্স ডি লাক্স॥
সবচেয়ে শক্তিশালী ২-ব্যাণ্ড ট্রানজিস্টর
*এক্সাইজ সমেত। অন্যান্য ট্যাক্স অতিরিক্ত

PHRC-9 BEN

অনুমোদিত ফিলিপস্ রেডিও ডীলার

রেডিও ইলেকট্রনিক্স সার্ভিস
৩২১/১, জি টি রোড (নর্থ), সালকিয়া, হাওড়া

প্লাটিনাম জুবিলী বর্ষ

শীত এসে গেল। কোথায় গরম কাপড় কিনবেন ভাবছেন? ভাববার কোন প্রয়োজন নেই।

কটস্ উল, টেরিউল, ফ্যান্সী উলেন স্যুটিং, টুইড, ফ্লানেল, ব্লাঙ্কেট্স, টেরিন, টেরিকটন গরম জামাকাপড়ের বিপুল আয়োজন।

বিভিন্ন দামে বিভিন্ন মিলের কাপড় কিনতে হ'লে আজই আসুন।

মহম্মদ আলী গোলাম আলী এণ্ড কোং
১৪নং বেণ্টিংক স্ট্রীট, কলিকাতা—১
(মিশন রো এবং বেণ্টিংক স্ট্রীটের সংযোগস্থল)
ফোন : ●২৩-১০৪৯

ia

(৬১১৬এ)

ছাত্রদের ভ্রমণের সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গের কোনো শিক্ষায়তন যদি ছাত্রদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের কোনো দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা করেন, তবে সরকার থেকে যাতায়াতের (সড়ক/রেল) খরচ বাবদ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত ভর্তুকি (Subsidy) দেওয়া হবে। এই সুবিধা পাওয়া যাবে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ পর্যন্ত। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষায়তনগুলিই এই সুবিধা পাবেন।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :—
পর্যটন অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২, ব্রেবোর্ন রোড, কলিকাতা-১
স্বরাষ্ট্র (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যে মনি-অরডারে কমিশন লাগবে না

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—ডাক ও তার বিভাগের ডিরেকটর জেনারেল এই মর্মে একটি সারকুলার জারি করেছেন যে, বাংলাদেশ সহায়তা সমিতির কাছে মনি-অরডার পাঠাতে কমিশন বাবদ কিছু লাগবে না। এই আদেশ সারা দেশের সব ডাকঘরে এখন থেকেই বলবৎ বলে গণ্য করতে হবে। —পি টি আই

শিক্ষা শিবির : সিঁথি স্টুডেনটস লাইব্রেরি পরিচালিত বার্ষিক শিক্ষা শিবির এবছর ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত ওয়ালটেয়ারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। যোগাযোগের ঠিকানা—শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায়, শিবির সম্পাদক, ৪৭।এ বি টি রোড, কলিকাতা-৫০।

৪'৮০

- সুঠাম গঠণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তৈরী

ELASTIC STRAP

অর্থাৎ পশ্চার সাপোর্ট

ছোট • মাঝারি • বড়

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া হইতে নয়াদিল্লি পর্যন্ত 'স্মলস'-এ গুডস ট্র্যাফিকের ওয়াগন-বোঝাই চালানের বুকিং-এর জন্য এই রেলওয়ে ফ্রেট ফরোয়ার্ডার হিসাবে কাজ করিতে আগ্রহী একক ব্যক্তি বা ফার্মসমূহের নিকট হইতে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

দরখাস্তকারীদিগকে অবশ্যই তাঁহাদের দরখাস্তের সহিত নিম্নোক্তগুলি সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে :

(ক) তাঁহারা যে গুদাম ও পরিবহণ সুবিধার অধিকারী;
(খ) এই স্কীম অধীনে বিবিধ দায়-দায়িত্ব পালনের মতো তাঁহাদিগের যে উত্তম আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা আছে।

কলিকাতার ফেয়ারলী প্লেসস্থিত এই রেলওয়ের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট প্রত্যেকটির জন্য ৫ টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দেওয়ার রসিদ দাখিল করিয়া ১৬-১২-৭১ তারিখ পর্যন্ত কাজের দিন কলিকাতার ৩, কয়লাঘাট স্ট্রীটস্থিত নিম্নবর্ণিতের অফিসে (ডেভেলপমেণ্ট ব্রাঞ্চ) ফ্রেট ফরোয়ার্ডার হিসাবে কাজের জন্য দরখাস্ত ফরম ও শর্তাদি পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ২০-১২-৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত এবং সেই দিন বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

সংসদ সদস্যদের প্রস্তাবিত কলকাতা সফর বাতিল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষনের জন্য ১২ জন সংসদ সদস্যের যে প্রতিনিধি দলটির আগামীকাল কলকাতা যাবার কথা ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের সফর বাতিল করা হল বলে শ্রীজ্যোতির্ময় বসু (সি পি এম) আজ সাংবাদিকদের জানান।

বাঙ্গুর হাসপাতালে যুব ছাত্র বিক্ষোভ

মাণ্ডিরাম বাঙ্গুর হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগীয় দুর্নীতি, কর্মীদের অকর্মণ্যতা, অপচয় ও আরও কয়েকটি অভিযোগের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকালে ৯৬ ও ৯৭ ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদের কর্মীরা হাসপাতালের সামনে এক সভা করেন। বক্তারা অভিযোগ করেন, হাসপাতালের তিনটি অ্যামবুলেনসের মধ্যে দুটি সব সময়ই অচল থাকে। হাসপাতালের ডি-এমও অভিযোগগুলির প্রতিকারের জন্য সাতদিন সময় চেয়েছেন।

ছোট্ট অথচ মজবুত টর্চ—তারই নাম 'এভারেডী' ৪৫৯১। ব্রীফকেস, হাতব্যাগ, চাই কি প্যান্টের পকেটে নিয়ে চলুন—আপনার যখুনি চাই আলো দেবার জন্যে একেবারে তৈরী।

'এভারেডী' ৪৫৯১ অ্যানোডাইজড্ অ্যালুমিনিয়ামের টর্চ। দুটি 'এভারেডী' ৯৩৫ ব্যাটারি লাগে। পছন্দমত সুন্দর সুন্দর রঙে পাবেন।

UNION CARBIDE

UC 6708A

সার্ফ আবার এনেছে সুবর্ণসুযোগ! ২টি 'স্পেশ্যাল' সার্ফ ইকনমি প্যাকেট কিনলেই পাবেন বিশেষ উপযোগী শপিং বাস্কেট, নামমাত্র দামে—৩·৭৫ টাকায়।

এ সুযোগ কেবল কলকাতার জন্যে

শিগগির! যতক্ষণ স্টক আছে!

লিন্টাস-SU. 136-285 BG

সার্ফ-হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন,

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮

দিনের বাণী

এক অব্যক্ত হতে জন্মের দুয়ার দিয়ে আমরা এ-জগতে এসেছি, আবার মৃত্যুর দুয়ার দিয়ে আরেক অব্যক্তের মাঝে চলে যাব—দুয়ারের ওপারে কি আছে কিছুই জানি না। —শ্রীঅরবিন্দ

আন্তর্জাতিক চক্রান্ত

ব্যবধান চব্বিশ ঘণ্টার, শ্রীমতী গান্ধী পর পর দুইদিন ভারত-আত্মার বাণী-মূর্তিটি ব্যক্ত করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিনের ভাষা কঠোরতর। লক্ষ্য একই—পাক-বান্ধব সমিতি, তথা আন্তর্জাতিক চক্রী-চক্র। জাতীয় স্বার্থে আমাদের যাহা উচিত তাহাই করিব—ঠিক এইভাবে সবার উপরে জাতীয় স্বার্থ, এই সত্যটি ইতিপূর্বে বোধ হয় উচ্চারিত হয় নাই। হাজার হাজার মাইল দূর হইতে যখন "নেটিভদের" উপর হুকুমজারি করা চলিত, সেইদিন আর নাই: প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন—সেই সঙ্গে এই কথাও যে, আমাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমতা আমরা বিসর্জন দিতে পারি না। যেমন সুখকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, প্রয়োজন হইলে, তেমনভাবেই সখ্যকেও বিসর্জন দিব।

ভাষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রিটেন, অন্যতম লক্ষ্য অবশ্যই নাটের গুরু আমেরিকা। শ্রীমতী গান্ধী হয়তো বুঝিয়া থাকিবেন, তাঁহার সাম্প্রতিক সফরে যেটুকু সদিচ্ছা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা সহসা কর্পূরের মতো উবিয়া গিয়াছে। দুই দেশের সরকারী মনোভাব কোনওদিনই ভারতের প্রতি অনুকূল ছিল না, কিন্তু এদেশের পক্ষে ছিল ওই দুই দেশের "প্রেস", অর্থাৎ সংবাদপত্র। কেননা বিদেশী সাংবাদিকেরা অনেকেই জঙ্গীশাহীর আক্রোশের শিকার হইয়াছেন, গণউৎসাদনের বিশ্বস্ততম সংস্করণের অনেকেই প্রত্যক্ষ সাক্ষী। মর্মন্তুদ বিবরণে আর ছবিতে বিদেশী পত্রপত্রিকার পাতাগুলি একদিন ছাইয়া গিয়াছে। জনমতে প্রভাব বিস্তারের জন্য সেগুলিই ছিল প্রধান সম্বল। বলিতে কি, পাক প্রেমিক রাষ্ট্রশাসকদেরও ওই জনমতই কতকটা রাশ টানিয়া রাখিয়াছে।

সেই বিদেশী "প্রেস" হঠাৎ যেন ডিগবাজি খাইয়া গেল। কেন, কারণ রহস্যাবৃত। এই দশকের সবচেয়ে নৃশংস হিংসার প্রকাশ, রাজনৈতিক ও মানবিক সব মৌল নীতির উদ্ধত দলন, আগ্রাসনের আস্ফালন—সব প্রমাণ ও নমুনা কি পলকে মিথ্যা হইয়া গেল? এ এক প্রহেলিকা। সরকারী সানাইয়ের সুরে বিদেশী পত্রিকাগুলিও পোঁ ধরিয়াছে, তার মানে আসল পরীক্ষা ও সংকটের সময় কায়েমী স্বার্থের আন্তর্জাতিক খ্রীস্টিদের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সব শিয়ালেরই এক "রা", আর রক্ত ঘন জলের চেয়ে।

স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের এই যে রক্ত-সম্পর্ক, এও এক তাজ্জব ব্যাপার। অসবর্ণ মিলন কিম্ভূত এক বর্ণসঙ্কর আচরণ প্রসব করিতেছে। প্রধানমন্ত্রী ঠিকই বলিয়াছেন—চিরকাল যাহারা দুনিয়া জুড়িয়া পরের ভিটায় ঘুঘু চরাইয়া বেড়াইল, তাহারাই আজ উটের মতো গ্রীবা তুলিয়া "ভারত অন্য দেশের ব্যাপারে নাক গলাইতেছে" বলিয়া শোরগোল তুলিয়াছে। সুয়েজে ব্রিটেনের ভূমিকা তবে ছিল কী, কিংবা কিউবায় সেইদিন আমেরিকার? এবং আজও ভিয়েতনামে মার্কিন শক্তি কোন্ পবিত্র সনদের জোরে হাজির আছে? পাক সৈন্যরা যখন ভারত সীমান্তে আসিয়া থানা গাড়িল তখন কেহ টুঁ শব্দটি করে নাই, আর ভারত যেই আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা লইয়াছে অমনই ছি-ছি-কার, আর ধিক্কার। ডবল স্ট্যানডার্ডের শঠতা ইহার চেয়ে দূরে যাইতে পারে না। বালুরঘাটে গোলা আর আগরতলায় বোমা বর্ষণের পরেও আন্তর্জাতিক মুরুব্বিরা নীরব কেন? ইহার মধ্যেও বুঝি তাঁহারা ভারতের "আগ্রাসী" মনোভাবের নমুনা দেখেন?

যাহাকে দেখিতে নারি তাহার চলন বাঁকা—ইহাই আসল কথা। সাম্রাজ্যবাদীরা কোনওদিন ভুলিতে পারে নাই কোন্ অবস্থায় তাহাদের একদিন ভারত ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল। আজ পিণ্ডির শাসক ও শোষকদের উপর যখন বাংলাদেশ ছাড়ার নোটিশ জারি হইয়াছে, তখন তাহাদের সেই স্মৃতি উথলিয়া উঠিয়াছে। সেদিন তাহারা পার্টিং কিক্ হিসাবে একদা এক অখণ্ড দেশকে দিয়া যায় পাকিস্তান। সেই প্রসবের ধাত্রীরা আজ অপজাত সেই সৃষ্টিটির শ্মশানবন্ধু হইতে চটু করিয়া রাজি হইতে চাহে না।

কিন্তু হইতেই হইবে, ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটা অমোঘ রীতিতে ঘুরিয়া চলিয়াছে। ১৯৬৫ সনে উইলসন সাহেব ভারতকে আগ্রাসক বলেন, আজও ইংলণ্ডে সেই সাবেকী সুরেরই প্রতিধ্বনি। রক্ষণশীল "ডেলী টেলিগ্রাফ" এদেশকে গালি পাড়িয়াছে, তাহার সঙ্গে সুর মিলাইয়াছে তথাকথিত উদারনৈতিক "গার্ডিয়ান।" এই পত্রিকাটি বলিতেছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নাকি সুর বদলাইয়াছেন। বদলাইয়াছে কে, সেটা জিজ্ঞাসা না করিলেও চলে, আগামীকালের জন্য তাহা জমা রহিল। অথচ এই পত্রিকাগুলিই কিন্তু কিছুদিন আগেও ভারতীয় সংযমকে প্রশস্তি-বাক্যে ভরিয়া দিয়াছিল।

মূল বিষয়টির কেহ ধারকাছ দিয়াও যাইতেছে না। মূল কথাটা মার্চমাসে ইয়াহিয়াশাহীর দ্বারা সর্বৈব গণতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর বলাৎকার। অথচ এই দেশগুলিই নাকি কেহ ফ্রি ওয়ার্ল্ড-এর মাতব্বর, কেহ বা দুনিয়াকে সংসদীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়াছে বলিয়া বড় বড়াই করে। ইহার পর তাহাদের মুখ তো মুখ, নগ্নতা ঢাকিবার জন্য ডুমুর-পত্রটিও অবশিষ্ট রহিল না। ভারতের উপরেও যে তিন তিনবার পাক আক্রমণ হইয়া গিয়াছে, একথা ইহারা অনায়াসে ভুলিয়া যায়, এত বিদেশী প্রতিনিধি এতবার সরেজমিনে সব পর্যবেক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তবু ইহারা রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক বাহিনী মোতায়েন করার আব্দার জানায়।

প্রত্যেকেই যদি তর্জনী তুলিয়া আজ শাসাইয়া থাকে, তবে প্রধানমন্ত্রী যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া উপযুক্ত জবাব দিয়াছেন। অতীত তিক্ত অভিজ্ঞতা বলে, বিশ্বাস নাই কাহাকেও—রাষ্ট্রপুঞ্জকেও না। এই বাস্তব জ্ঞান আমাদের আগামী দিনে পথ দেখাইবে। মার্কিন কাগজ "নিউইয়র্ক টাইমস" ভারতকে বলিয়াছে বিপথগামী, মার্কিন শাসকগোষ্ঠীর "নিঃশব্দ কূটনীতির" তারিফ করিয়াছে। এই নিঃশব্দতা নিতান্ত নিরীহ নহে—ইহা অত্যন্ত ধূর্ত, কপট ও শঠ। শ্রীমতী গান্ধী তাঁহার ভাষণে অনেক কথাই খোলসা করিয়া বলিয়াছেন, শুধু বলেন নাই যে, গত নির্বাচনের পর এই দেশে যে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ফিরিয়া আসিয়াছে, বিজয়িনী ইন্দিরাজী যাহার শীর্ষে, তাহাকে ইহারা কেহ সুনজরে দেখিতেছে না। কেননা ভারতের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব তাহার ভবিষ্যৎ শক্তির ভরসাও বটে। শক্তিমান ভারতকে ইহারা বরদাস্ত করিতে চায় না। মাত্রা ছাড়া পাকপ্রেমের মূলে রহস্যের ইহাও একটা, এবং ভারতের স্থায়িত্ব নষ্ট করার জন্য সেইহেতুই এই দশকব্যাপী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত।

দায়িত্বজ্ঞানহীনতার চূড়ান্ত

গত সোমবার কলিকাতা শহরে ট্যাক্সি ছিল না। শুক্রবারেও না। এক সপ্তাহে দুইদিন নগরী ট্যাক্সিহীন। বৃহস্পতিবার শহরের দুইটি রুটে সরকারী বাস চলে নাই। কারণ এই নয় যে লড়াইয়ের কাজে বাস-ট্যাক্সির তলব পড়িয়াছিল। তবে হঠাৎ অনুপস্থিতির হেতু এক ধরনের লড়াইয়ের জন্যই বটে! সে-লড়াই চলিয়াছে ট্যাক্সি-চালক বনাম যাত্রী, অথবা চালক বনাম পুলিসের মধ্যে। এমন নয় যে বিরোধে প্রত্যেক ট্যাক্সি-চালক প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। দুই দিনই ঘটনার সূত্রপাত একটি বিশেষ ট্যাক্সিকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু পরক্ষণেই সহযোদ্ধা হিসাবে সব ট্যাক্সিচালকের আবির্ভাব—তাঁহারা গাড়ি চালাইবেন না। ৫ এবং ৬ নম্বর রুটে একদিন বাস বন্ধ থাকিবার কারণটি আরও চমৎকার, একজন কনডাক্টারকে পুলিস কোনও কারণে গ্রেফতার করিয়াছে, সুতরাং অন্যরা গাড়ি চালাইবেন না। যেন, বাস কনডাক্টর বা ট্যাক্সিচালক হইলে তাঁহাদের পক্ষে কোনও অপরাধ সম্ভব নয়, তাঁহাদের সাত খুন মাফ! গ্রেফতারের পর বিচার আছে, আছে আইন-আদালত আপীল, কিন্তু তাহার জন্য সবুরে রাজী নহেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা নিজেরাই বিচার করিয়া রায় দিয়া দিলেন—পাবলিক দণ্ড ভোগ করুক। ট্যাক্সিচালকদেরও একই রায়। তাঁহাদের সংঘ সমিতি আছে, সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগও আছে, কিন্তু তাঁহাদের মানমর্যাদাবোধ এতই প্রবল যে মাঝপথে দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ জনসাধারণকে দণ্ড না দিলেই নয়! বলা নিষ্প্রয়োজন, যথারীতি দুর্ভোগ পোহাইতে হইয়াছে যাত্রিসাধারণেরই।

খাস কলিকাতার বুকে এসব হঠকারিতা চলিয়াছে এমন একটা সময়ে দেশ যখন চরম সংকটে। ঘটা করিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় নাই বটে, কিন্তু অবস্থাটা যে সত্যই জরুরী সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। যাঁহারা চোখ বুঁজিয়া থাকিতে ভালবাসেন, কিংবা যাঁহারা মতলববাজ তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। পশ্চিম বাংলার অবস্থা আরও গুরুতর। এই সীমান্ত রাজ্যে শুধু যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আস্তানা তাহাই নহে, সীমান্তে রীতিমত লড়াই চলিতেছে। বয়ড়া, হিলি, বালুরঘাট, তাহার পর প্রতিবেশী আগরতলার ঘটনাবলী বলিতেছে দেশ এই মুহূর্তে কোথায়। এখন মান অভিমান করিয়া শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করা শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নহে, মার্জনার অযোগ্য অপরাধ। বাস বা ট্যাক্সির মালিক বা চালক যিনিই হউন, তাঁহার জানা থাকা উচিত এসব গাড়ি তাঁহাদের বাবুয়ানার জন্য নহে, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য। এই দায়িত্ব পালন এসব গাড়ির পক্ষে প্রাথমিক শর্ত। সেই শর্ত ছলে ছুতায় ইতিপূর্বে অনেকবার ভাঙা হইয়াছে,—কিন্তু এবার জানাইয়া দেওয়া প্রয়োজন,—আর নয়। কিছু মানুষের ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর উপর এই গুরুত্বপূর্ণ শহরের যাত্রিজীবন এভাবে ছাড়িয়া দেওয়া চলে না যাঁহার যে-বক্তব্যই থাকুক,—আগে গাড়ি চালাইতে হইবে, তারপর সে মামলা পেশ করার সুযোগ মিলিবে। এই ব্যবস্থায় যাঁহারা রাজী নহেন, তাঁহাদের উপর আর যাহাই হোক, পরিবহণ ব্যবস্থাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। সেটা এই বিশেষ মুহূর্তে এক ধরনের বিলাসিতা,—জাতীয় অপরাধ।

তাজ্জব ব্যাপার এই, সাধারণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেলেও, এই নগরের চালচলনে এখনও যদৃচ্ছ ভাব। দুয়ারে শত্রু, ভিতরে নানা সমস্যা, তাহারই মধ্যে যেন "গো অ্যাজ ইউ লাইক" প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছে। রাস্তায় বাস নাই, ট্যাক্সি নাই, দোকানে বেবি-ফুড নাই, হাসপাতালে প্রাণবায়ু অক্সিজেনের অভাব। কেননা, সে বায়ু যেখানে প্রস্তুত হয় সেখানে কর্মীরা হঠাৎ "ধীরে চল" নীতি ধরিয়াছেন। সমগ্র জাতি চলিতেছে দ্রুত তালে, জওয়ানেরা, স্বেচ্ছাসেবকেরা, সুতরাং ইঁহারা চলিবেন ধীরে। দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এমন নমুনা বোধ হয় এদেশেই সম্ভব! আমরা এমন কথা বলি না কাহারও কোনও দাবি নাই, কোনও বক্তব্য নাই, আমাদের কথা শুধু এই—যাঁহারা নিজেদের এদেশের মানুষ বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের কাছে আজ সকলের আগে—দেশের দাবি। বিশেষত পরিবহণ কর্মী এবং হাসপাতাল বা হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মনে রাখা চাই—জাতির অস্তিত্ব রক্ষার এই সংগ্রামে তাঁহাদের ভূমিকা অতিশয় গুরুতর। যুদ্ধকালে বা জরুরী অবস্থায় স্বাধীন দেশের নাগরিকরা কর্তব্য পালনের যে সব দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন তাহার বিবরণ এখানে অবান্তর। আমরা জানি, বর্তমান সংকটে দেশ ঐক্যবদ্ধ এবং জনসাধারণ কর্তব্য পালনে কুণ্ঠিত নহেন। যাঁহাদের সে চেতনা নাই, কিংবা নানা কারণে যাঁহারা বিভ্রান্ত, উদ্বেগ তাঁহাদের লইয়াই। তাঁহারা জানিয়া রাখুন—এসব দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্রিয়াকলাপও এক ধরনের অন্তর্ঘাত।

মা বলিয়া ডাক

শ্রীরাজাগোপালাচারী তাঁহার সাম্প্রতিক একটি মন্তব্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহা হইল একটি ভর্ৎসনা, যাহা কুখ্যাত পৌরাণিক দানবদিগের সম্পর্কে উচ্চারিত হইত। ওরে মূঢ়, তুই তাঁহাকে 'স্ত্রীলোকটি' বলিয়া সম্বোধন না করিয়া মা বলিয়া ডাকিলে ভাল করিতিস। সংবাদপত্রের পাঠকেরা জানেন, বর্তমান বিশ্বের নিকৃষ্টতম নরাধম ব্যক্তিটি কাহাকে 'স্ত্রীলোকটি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে। বক্তৃতায় ও বিবৃতিতে এই ইয়াহিয়া একাধিকবার ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধীকে 'স্ত্রীলোকটি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। শ্রীরাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন, ন্যূনতম সভ্যতা ও শিষ্টতা থাকিলে কাহারও পক্ষে শ্রীইন্দিরা গান্ধীকে এই ভাষায় সম্বোধন করা সম্ভব হইত না। পৌরাণিক কাহিনীতে ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহাতে দেখা যায় যে, নারী নারীত্ব ও মাতৃত্বকে অবমানিত করিয়া দানবীয় হৃৎপিণ্ডের উল্লাস নাচানাচি করিতেছে। দৈববাণী ধ্বনিত হইতেছে : ওরে দানব, চণ্ড মূঢ়তার এই আস্ফালন পরিহার কর, একবার মা বলিয়া ডাক, যদি পরিত্রাণ পাইতে চাস। দানব কিন্তু সেই দৈববাণীকে গ্রাহ্য করে নাই। এবং পরিণাম যাহা হইবার ছিল, তাহাই হইয়াছিল।

পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যাহা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় সত্য, তাহা নিশ্চয় ইহাই যে, নারীজাতি সম্পর্কে যে-ব্যক্তির মনে প্রাণে ও ভাষাতে স্বাভাবিক সভ্যতাসম্মত শ্রদ্ধা নাই, সে ব্যক্তি বস্তুত একটি অপমানব তথা দানব। বর্তমান বিশ্বে এই ইয়াহিয়া হইল তাহারই একটি মূর্তিমন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ। যাহার বিকট ইচ্ছা ও উল্লাসের নির্দেশে বাংলা দেশের জীবনের উপর সশস্ত্র অত্যাচার প্রমত্ত হইয়া হাজার-হাজার নারীর প্রাণ সংহার করিয়াছে এবং হাজার-হাজার নারীর সম্ভ্রম ধর্ষিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কোন নারীকেই মা বলিয়া ভাবিতে পারে না। বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মদ্যপ বলিয়া বিবেচিত এই ইয়াহিয়ার কাছে নারীজাতি তথা মাতৃজাতির অবমাননাও একটি নেশা। সুতরাং, এহেন ব্যক্তি যে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ নারীকে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীইন্দিরা গান্ধীকে 'স্ত্রীলোকটি' বলিয়া অপমান-সূচক ভাষায় সম্বোধন করিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

যাহাই হোক, ঘটনার গতি-প্রকৃতি কিন্তু ইহাই বুঝাইয়া দিতেছে যে, দানবের জঘন্য উল্লাসের হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য পরিণামের খড়্গও ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আপাতত শুধু এই দুঃখকর অস্বস্তি বোধ করিতে হইতেছে যে, যে-ব্যক্তির উদ্ধত হেলমেটের উপরে শ্রীইন্দিরা গান্ধীর পদধূলির একটি কণা ঝরিয়া পড়িলে লোকে তাহাকে সম্মানিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে, সেই ব্যক্তিই শ্রীইন্দিরা গান্ধীকে 'স্ত্রীলোকটি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে।

যুদ্ধের মুখোমুখি কার শক্তি কত

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধাশঙ্কা এখন আর অনুচ্চারিত নয়। তুলনামূলক হিসাবে দেখা যায়, ১৯৬৫ সালের সেপটেম্বর যুদ্ধের পর ভারতের সামরিক শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতের সমর বিভাগের কারিগরী দক্ষতা পাকিস্তানের চাইতে এখন অনেক বেশী। ভারত-ভূমি থেকে শূন্যে নিক্ষেপকারী এবং শূন্য থেকে শূন্যে নিক্ষেপকারী মিসাইল তৈরীর ক্ষেত্রে সোভিয়েট সাহায্য গ্রহণ করেছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে এবারের যুদ্ধে ট্যাঙ্ক এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে ভারতের ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী মিসাইল পাকিস্তানী সাঁজোয়া বাহিনীর জন্য শুধু পাল্টা জবাব নয়, ভীতিপ্রদ জবাব হবে। উত্তর সীমান্তে ভারতের যে ১০ ডিভিসন সৈন্য রয়েছে, তাছাড়াই তার রয়েছে আরো ১৫ ডিভিসন সৈন্য। এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানের রয়েছে সর্বমোট ১১ ডিভিসন সৈন্য। এই ১১ ডিভিসনের মধ্যে চার ডিভিসন বাংলাদেশের যুদ্ধে ব্যস্ত অথবা ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত। সী হক বিমান ভারতের একমাত্র বিমান পরিবহণকারী বিমান। এই বিমানে ১৭শ' অফিসার ও সৈন্যের উপযোগী স্থান রয়েছে। ১০টি সী হক বিমান এই যানটিতে চড়িয়ে স্থানান্তর করা সম্ভব। পাকিস্তানের এই ধরনের পরিবহন বিমান একটিও নেই। বিমান শক্তির ক্ষেত্রে ভারতের রয়েছে ৩০ স্কোয়াড্রন বিমান। পাকিস্তানের ১৭ থেকে ১৮ স্কোয়াড্রন। নৌশক্তিতে ভারত এখন অগ্রগামী। তার সাবমেরিন বহর রয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের ৪টি সাবমেরিনের মধ্যে একটি সম্প্রতি সংগ্রহ করা হয়েছে বা হচ্ছে। দু'দেশের সামরিক শক্তির তুলনামূলক হিসাবটি লনডনের ইনসটিটিউট অফ্ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের সূত্র থেকে সংগৃহীত। হিসাবাদি কিছু পুরাতনও। তবে তাতে মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যায় উভয়পক্ষের।

আধা সামরিক বাহিনী

বাহিনী	শক্তি	দায়িত্বভুক্ত এলাকা
পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস*	১০,৫০০	ভারত ও বর্মা সংলগ্ন সীমান্ত
পশ্চিম পাকিস্তান রেনজারস	সংখ্যা জানা যায়নি।	শিয়ালকোট থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভারত সংলগ্ন সীমান্ত
ফ্রন্টিয়ার কোর		পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরে যুদ্ধ-বিরতি রেখা এবং আফগানিস্তান ও ইরান সংলগ্ন সীমান্ত
পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর রেনজারস	৯০০	মুজাফফরাবাদ ও ভিম্বার মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি রেখা।
রাজাকার আনসার মুজাহিদ	সংখ্যা জানা যায়নি	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান - অধিকৃত কাশ্মীরে দ্বিতীয় রক্ষাব্যূহ হিসাবে এদের গঠন করা হয়েছে

* পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাংলা দেশের পক্ষে যোগদান করেছে

মোট : ২,০০,০০০

পাকিস্তান বিমান বাহিনীর বর্তমান সমাবেশ (বিমানের ধরন ও স্কোয়াড্রন)

সেকটর	বিমান-	এফ-৮৬ এম কে-৬	মিগ-১৯	এফ ১০৪এ	মিরেজ	বি-৫৭	আর টি ৩৩	আর বি ৫৭-এফ	এম আর	সি-১৩০	সংযোগ রক্ষাকারী	এ ও পি	আই এল ২৮
পা	মৌরিপুর	৪	—										
কি	পেশোয়ার	৩	১	১	১	—	১	—	—	—	—	—	—
স্তা	চাকলালা	—	—	—	—	২	—	—	১	—	—	—	১
ন	ধামিয়াল	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—
পূর্ব				—	—	—	—	—	—	১	১	—	—
পাকিস্তান	ঢাকা	১	১	—	—	—	—	—	—	—	—	৩	—
মোট :		৯	৫										
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ঘাঁটি	স্যাবার			১	১	২	১	১	১	১	১	৩	১
পশ্চিম	সারগোদা	১	৩										

মোট : ২৪ স্কোয়াড্রন জঙ্গীবিমান ২৭০

ভারত
জনসংখ্যা
৫৫০,০০০,০০০
মোট সাঁজোয়া বাহিনী
৯,৩০,০০০
আনুমানিক প্রতিরক্ষা ব্যয়
(১৯৭০-৭১)
১১০·১১ কোটী টাকা

পাকিস্তান
জনসংখ্যা (বাংলাদেশ সহ)
১২৮,৪০০,৫০০
মোট সাঁজোয়া বাহিনী
৩,২৪,৫০০
আনুমানিক প্রতিরক্ষা ব্যয়
(ভারতীয় মুদ্রায়) ৫৩·১৫ কোটী টাকা
সাম্প্রতিক বাজেট থেকে

সৈন্যবাহিনী

সংগঠন	শক্তি
সেকশন	১০
প্লাটুন	৪০
কোমপানি	১২৫
ব্যাটেলিয়ন	৪৭৫
ব্রিগেড	২,৯০০
ডিভিসন	১৪,০২৫

সৈন্যবাহিনী

ভারত
সামগ্রিক শক্তি
৮,০০,০০০

সাঁজোয়া ডিভিসন	১
স্বতন্ত্র সাঁজোয়া ব্রিগেড	১
পদাতিক ডিভিসন	১৩
পার্বত্য ডিভিসন	১০
পদাতিক ব্রিগেড	৬
ছত্রী ব্রিগেড	২

পাকিস্তান
সামগ্রিক শক্তি
৩,০০,০০০
(আজাদ কাশ্মীরের ২৫,০০০ সৈন্য সহ)

সাঁজোয়া ডিভিসন	২
স্বতন্ত্র সাঁজোয়া ব্রিগেড	১
পদাতিক ডিভিসন	১১

ভারত
সাঁজোয়া
সেঞ্চুরিয়ান ৫/৭
এম—৪ এ ৩ শেরম্যান টি ৫৪
টি—৫৫ বিজয়ন্ত মিডিয়াম ট্যাঙ্ক
পি টি—৭৬ এ এম এক্স ১৩,
এম ৩ এল/স্টুয়ার্ট লাইট ট্যাঙ্ক

গোলন্দাজ
৩,০০০টি
বৃটিশ ২৫ পাউনডারস
১০০ এম এম এবং ১৩০ এম এম
সোভিয়েট গান
বিমান বিধ্বংসী গোলন্দাজ
ইউনিট—২০
সাঁজোয়া

পাকিস্তান
সাঁজোয়া
এম—৪ শেরম্যান এম—৪৭ প্যাটন
এম—৪৮ প্যাটন টি ৫৪/৫৫
চীনা টি ৫৪ ট্যাঙ্ক
এম—২৪ চাফি এবং এম ৪১ বুলডগ
লাইট ট্যাঙ্ক
এম—১১৩ এ পি সি
গোলন্দাজ
৯০০টি
২৫—পাউনডারস, ১০৫ এম এম
এবং ১৫৫ এম এম হাউইটজার
কোবরা ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী মিসাইল

আকাশরক্ষী ব্রিগেড	১
এইচ—১৩ হেলিকপটার	২০
হালকা হেলিকপটার	৪০

পঁয়ষট্টির বাইশ দিনের লড়াই

বিশেষ প্রতিনিধি

১৯৬৫ সনের ৫ আগসট পাকিস্তান একবার ভারতে অনুপ্রবেশকারী প্রবেশ করিয়ে দিয়ে 'আক্রমণ' শুরু করেছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই অনুপ্রবেশকারী প্রেরণকে 'আক্রমণ' বলেই অভিহিত করেছিলেন।

শতসহস্র আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী হানাদার অসামরিক পোষাকে জম্মু ও কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করে। এদের পরনে ছিল সবুজ রঙের সালোয়ার—কামিজ।

এই হানাদাররা পশ্চিম পাকিস্তানের মারীতে সামরিক শিক্ষা লাভ করেছিল। এই বাহিনীকে বলা হত 'জিব্রালটার ফোরস'। নিয়মিত পাক সামরিক বাহিনী বিভিন্ন অংশে এই জিব্রালটার ফোরস-এর সঙ্গে যোগ দিত।

হানাদারদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারত ২৪ আগসট যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে এবং ২৮ আগসট গুরুত্বপূর্ণ ৮৬০০ ফুট উঁচু হাজি পীর গিরিপথটি দখল করে নেয় যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার এটি ছিল ৫ মাইল দক্ষিণে। এই গিরিপথটি দখল করতে ভারতীয় জওয়ানরা তিন-দিন অদম্য সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন।

হাজি পীর গিরিপথটি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানী জঙ্গী চক্র বুঝতে পারল ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কিরূপ শক্তিধর।

কাজেই ইজ্জত রক্ষার জন্য পাক সমরনায়কেরা ১ সেপটেম্বর আন্তর্জাতিক সীমারেখা লঙ্ঘন করে ছাম্ব-এর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। ভারতীয় বিমানবহর ছাম্ব রক্ষার এগিয়ে এল। এখানে প্রচণ্ড লড়াই চলল।

রণাঙ্গনের ঘটল বিস্তৃতি। পাক বাহিনী মারকিন এফ ৮৬ স্যাবার জেট জঙ্গী বিমান নিয়ে ভারতীয় বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। কিন্তু ভারতীয় পাহারাদার জঙ্গী বিমানগুলি তাদের আন্তর্জাতিক সীমান্তের ওপার পর্যন্ত হটিয়ে দেয়।

২ সেপটেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী বলেন যে, ছাম্ব এলাকায় পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয় এলাকার ৫।৬ মাইল ভিতরে প্রবেশ করেছে।

৩ সেপটেম্বর আখনুর-ছাম্ব এলাকায় এক বিমান লড়াইয়ে পাক বিমানবহরের ২টি মারকিন এফ ৮৬ স্যাবার জেট বিমানকে ভূপাতিত করা হয়।

৫ সেপটেম্বর অমৃতসরে পাক বিমান হানা দেয়।

৬ সেপটেম্বর ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক লাহোর পরিবেষ্টিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী এইদিন ঘোষণা করেন : "এখন পূর্ণ যুদ্ধ চলছে এবং ভারত এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে।"

আর এই ৬ সেপটেম্বরই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেনট আয়ুব খাঁ ভারতীয় স্ট্যানডারড সময় বেলা একটার সময় জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বেতার ভাষণে বলেন : আমরা এক যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। পাক সেনারা ভারত সীমান্তের দিকে এগিয়ে গিয়েছে।

পাক প্রেসিডেনট এজন্য সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

৭ সেপটেম্বর রাওয়ালপিনডির নিকট চাকলালার পাকিস্তানের বৃহত্তম বিমান ঘাটি বোমায় বিধ্বস্ত হয়।

এদিকে পাকিস্তান হাওয়াই হামলাবাজি পূর্বখণ্ডেও নিয়ে আসে। ৭ সেপটেম্বর সকালে কলকাতার ৭৫ মাইল দূরবর্তী কলাইকুণ্ডার ভারতীয় বিমান ঘাটিতে হানা দেবার এক ব্যর্থ চেষ্টা করে। পাকিস্তান দু দুবার হানা দেবার চেষ্টা করেছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের নানা খণ্ডে ভারতীয় জওয়ানরা এগুতে থাকেন। ৮ সেপটেম্বর ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচবন ঘোষণা করেন, পাকিস্তান না ঘাটালে পূর্ববঙ্গে হাত দেব না।

১০ সেপটেম্বর রাত্রে ভারতীয় বাহিনী বারকি ও ইছোগিল খালের ওপর আক্রমণ চালায়। বারকি ভারতীয় সেনারা দখল করে নেয়। ইছোগিল খাল যত্রতত্র ভারতীয় সৈন্যরা অতিক্রম করে। শিয়ালকোট খণ্ডে লড়াই চলেছিল ১৫ দিন ও সাড়ে চার ঘণ্টা। এবং সামরিক দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হয়েছিল ১১ সেপটেম্বর ফিলোরাতে। এখানে ১০০টি পাকিস্তানী ট্যাঙ্কের সমাধি রচিত হয়।

খেমকারনের আসলউত্তর-এ পাকিস্তানী সমরলিপ্সু ভারতীয় জওয়ানদের হাতে পর্যুদস্ত হয়।

পঁয়ষট্টির, বাইশ দিন সংঘর্ষের সময় ১৪ সেপটেম্বর পাকিস্তানী স্যাবার জেট বারাকপুর ও আগরতলায় হানা দেয়। বারাকপুরে শত্রুদের একটি জেট বিমান ধ্বংস করা হয়েছিল।

১৫ সেপটেম্বর আয়ুব মারকিন প্রেসিডেনট জনসনের কাছে আরজি পাঠান—বাঁচাও।

১৭ সেপটেম্বরও পূর্ব খণ্ডে পাকিস্তানী স্যাবার জেট কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং হাসিমারার উপর হানা দেয়। ভারতীয় জঙ্গী বিমান অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাদের তাড়িয়ে দেয়।

বাইশ দিনের লড়াইয়ের সময় ২১ সেপটেম্বর রাত্রে ইছোগিল খালের ধারে ডোগরাই-এ এক প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল। ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর ভারতীয় সেনারা ডোগরাই দখল করে নেয়। এখানে পাকিস্তানের এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিশ্চিহ্ন করা হয়।

২০ সেপটেম্বর রাত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারত-পাক যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দেওয়া হয়। ২২ সেপটেম্বর অঘোষিত যুদ্ধে বিরতি ঘোষিত হল। ১৯৬৫ সনের ২৩ সেপটেম্বর ভারতীয় স্ট্যানডারড সময় রাত্রি ৩-৩০ মিনিটে যুদ্ধ-বিরতি বলবৎ হল।

হিসেবে দেখা যায়, পাকিস্তান ৭৪০ বর্গমাইল ভূখণ্ড হারিয়েছিল আর হারিয়েছিল ৪৭৫টি ট্যাঙ্ক। নিহত পাক সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৯৮৮ (২২ জন অফিসার সহ)। ৭৩৪ জন পাক সৈন্যকে (১২ জন অফিসার সহ) বন্দী করা হয়েছিল।

তারপর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে রুশ প্রধান-মন্ত্রী শ্রীকোসিগিনের আমন্ত্রণে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে তাসখন্দে এক বৈঠকের ব্যবস্থা হয়।

১৯৬৬, ৪ জানুয়ারি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেনট আয়ুব খাঁ তাসখন্দে উপস্থিত হলেন। এঁদের স্বাগত জানালেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন। চলল দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে মীমাংসা বৈঠক।

তাসখন্দ বৈঠক ব্যর্থ হতে হতেও শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হল।

১০ জানুয়ারি ঐতিহাসিক তাসখন্দ ঘোষণা স্বাক্ষরিত হল। দলিলে সই করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আর পাকিস্তানের প্রেসিডেনট জেনারেল আয়ুব খাঁ। ঘোষণায় বলা হল, বিরোধ মীমাংসায় বলপ্রয়োগ বর্জন করা হবে। উভয়পক্ষই সৈন্য অপসারণ করবেন। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হবে ইত্যাদি। আবার শীর্ষ সম্মেলনও বসবে। কাশ্মীর যেমন ছিল তেমনি রইল।

তাসখন্দ ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পরই ১১ জানুয়ারি ভোরে (ভারতীয় সময় সোয়া চারটা) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাসখন্দে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী পরলোকগমন করেন। সারা ভারত হলো শোকে নিমজ্জিত।

বিরোধীরা পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন চান। সরকার নারাজ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—সংসদের পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটিতে আজ কয়েকজন বিরোধী সদস্য আগামী বছরের প্রথম দিকে ওই রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি —কমবেশি—জানান (ব্যতিক্রম শ্রীসমর গুহ ও শ্রীপ্রণব মুখারজি)। কিন্তু সরকার এবিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস দেননি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ—দুজনেই বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা অন্য সব রাজ্যের থেকে আলাদা। জাতীয় নিরাপত্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের সঙ্গে বিষয়টি জড়িত।

শুধু মারকসবাদীরা চান, সারা দেশের সঙ্গে একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন হোক। সি পি আই এবং ফরোয়ারড ব্লক সমেত অন্য দলগুলি অনির্দিষ্টকাল রাষ্ট্রপতির শাসন চান না। তাঁরা চান, সাধারণ নির্বাচনের পরে মারচ-এপরিলে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হোক।

প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হবার প্রধান কারণ, সেখানে বিপুল সংখ্যায় উদ্বাস্তুর আগমন। অনেক উদ্বাস্তু শিবিরের বাইরেও বাস করছেন। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংশোধিত ভোটার তালিকা তৈরী করা অসম্ভব।

তিনি বলেন যে, মেঘালয়ের কথা আলাদা। সেখানে প্রথমত সব শরণার্থী শিবিরে আছেন। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় লোকেদের থেকে তাঁদের আলাদা করে চিনে নিতে অসুবিধা নেই।

শ্রীইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (সি পি আই) বলেন যে, মারচ-এপরিলে নির্বাচন হতে পারে। শ্রীসুহৃদ মল্লিক চৌধুরী বলেন যে, অনির্দিষ্টকাল নির্বাচন মুলতুবি ঠিক নয়। শ্রীজ্যোতির্ময় বসু বলেন যে, ফেবরুয়ারিতেই নির্বাচন চাই। শ্রীহীরেন মুখারজি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন মুলতুবি রাখার কারণ থাকলে সারাদেশেই নির্বাচন মুলতুবি না-রাখার কোন কারণ নেই।

শ্রীসমর গুহ বলেন যে, ইয়াহিয়ার জোয়াল থেকে বাংলাদেশ যতদিন না মুক্ত হচ্ছে ততদিন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আয়োজন করা দেশপ্রেমিকোচিত হবে না। শ্রীপ্রণবকুমার মুখারজি বলেন যে, এখন নির্বাচনের কথা বলার সময় নয়।

পাক পাইলটের পিছনে পিস্তল হাতে

প্যারিস, ৩ ডিসেম্বর—২৪ জন যাত্রীসহ এক পাক বিমান আজ প্যারিস-ওরলি বিমান বন্দরে নিশ্চল হয়ে পড়ে। এটির 'দখল' নিয়ে নেয় বাংলা-দেশের সমর্থকরা।

এঁরা বিমান বন্দরের কনট্রোল টাওয়ারে একটি বার্তা পাঠিয়ে হুমকি দেন যে, পূর্ববাসীদের সাহায্যের জন্য ২০ টন ভেষজ পদার্থ তাঁদের হাতে তুলে না দিলে বিমানটিকে নষ্ট করে ফেলা হবে এবং যাত্রীদেরও বাঁচিয়ে রাখা হবে না।

বিমানটি বোয়িং ৭২০। যথারীতি করাচি যাচ্ছিল লনডন থেকে। সামান্য থেমে ওরলি থেকে উড়ে যাওয়ার কথা। রানওয়ে দিয়ে ৩০০ মিটার এগিয়েও ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিমানটি থেমে পড়ে।

বিমান ও কনট্রোল টাওয়ারের মধ্যে রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মেকানিকরা বিমানের কাছে যেতে সক্ষম হন। তাঁরা দেখেন, পাইলটের পিছনে দাঁড়িয়ে পিসতল হাতে একজন লোক।

পরে বিমান-কর্তৃপক্ষ বিমানের কাছে কাউকে যেতে দেননি এবং বার হওয়ার কাছের লাউনজগুলিও বন্ধ করে দেন।

তখনই নাটকীয় বার্তাটি পাওয়া গেল। তার থেকে জানা গেল, পুলিশ যদি এ ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করে তা হলে বিমানটিকে উড়িয়ে দেওয়া হবে।

—এ এফ পি

বিমান দস্যুদের গ্রেফতার

এ পি-র খবরে প্রকাশ, সাদা পোশাকের গোয়েন্দারা শুক্রবার রাত্রে পাক জেট বিমানে গিয়ে ২ জন বিমান দস্যুকে গ্রেফতার করেন। ঐ ২ জন বিমান দস্যু বিমানটিকে উড়িয়ে দেবে বলে হুমকি দিয়েছিল।

কলকাতায় অসামরিক প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোরটার

দেশের বর্তমান জরুরি অবস্থায় কলকাতা এবং রাজ্যের সর্বত্র অসামরিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা অবিলম্বে পুরোপুরি প্রস্তুত রাখা হচ্ছে। আজ, শনিবার অসামরিক অফিসারদের বৈঠকের পর নাগরিকদের কর্তব্য সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

ইতিমধ্যে কলকাতার ৯০ হাজারের বেশি রাস্তার আলোর মুখোশ পরাবার কাজ পুরাদমে চলেছে। প্রয়োজন হলে সম্পূর্ণ অপ্রদীপ করা হবে। বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ, অগ্নি নির্বাপণ, আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা, গৃহহীনদের আশ্রয়দান ইত্যাদি অসামরিক প্রতিরক্ষার নানা দিক সম্পর্কে এ পর্যন্ত সাতাশহাজারেরও বেশি লোককে এ রাজ্যে শিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রয়োজনের সময় এমারজেনসি হাসপাতালরূপে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি বড় বড় ভবন কলকাতায় স্থির করে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া হাসপাতালগুলিতে কিছু শয্যা অসামরিক প্রতিরক্ষার ব্যাপারে নির্দিষ্ট আছে। জরুরি হাসপাতালগুলির জন্য চিকিৎসক, নারস ইত্যাদির নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে।

নতুন দমকল কেন্দ্র

অসামরিক প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য ৩১টি দমকল কেন্দ্র ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ১৩৪টি প্রাথমিক শুশ্রূষা-কেন্দ্র ও ১০টি ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্র চালু হচ্ছে। বিভিন্ন মহিলা সংস্থা শুশ্রূষা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষার অন্যান্য কাজে স্বেচ্ছাসেবিকাদের ট্রেনিং দিচ্ছেন, বার শতের মত মহিলা এই শিক্ষণ সমাপ্ত করেছেন। আগুন নির্বাপণের জন্য যথেষ্ট জলের ব্যবস্থাও অসামরিক প্রতিরক্ষা-কর্তৃপক্ষ করছেন।

পঃ বঙ্গে নতুন লেভির সমালোচনা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের জন্য সরকার পশ্চিম বাংলায় নতুন লেভি ধার্যের যে প্রস্তাব করেছেন, কাল এখানে সংসদীয় পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে তার সমালোচনা করা হয়।

এই লেভি ধার্য হলে সিনেমা, থিয়েটার ও লটারির টিকিটের দাম ১০ পয়সা করে বেশি লাগবে। বিক্রয় কর ও বাসের ভাড়াও বাড়বে। তবে শহরের ভিতরে যেসব বাস চলাচল করে, তার টিকিটের ওপর আপাতত এই লেভি ধার্য হবে না।

বেসরকারী মোটর ও ট্রাকটরের জন্য পথ কর বেশি লাগবে। স্ট্যাম্প ডিউটিও বাড়বে।

শুধুমাত্র সিনেমা ও থিয়েটারের টিকিটের ওপর সারচারজের ফলে সারা বছরে আয় হবে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বলে আশা করা যায়। বিক্রয়-কর বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় হবে ৮০ লক্ষ টাকা। অন্যান্য লেভি থেকে আয় তেমন হবে না।

বৈঠকে সভানেত্রীত্ব করেন প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

মুরশিদাবাদের প্রাথমিক পরীক্ষা

বহরমপুর, ২ ডিসেম্বর—মুরশিদাবাদ জেলা স্কুল ইনসপেকটর এক ঘোষণায় জানিয়েছেন, ঐ জেলার সমস্ত প্রাইমারি ফাইনাল পরীক্ষা ডিসেম্বরের ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে। —পি টি আই

দেশের প্রতিটি মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে

কলকাতার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শুক্রবার বিকাল চারটা বিয়াল্লিশ মিনিটে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডের জনসভায় বক্তৃতা করতে ওঠেন। ততক্ষণে আগরতলায় পাক বিমান বাহিনীর দ্বিতীয় দফায় থাবা মারার খবর কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে। বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর লড়াই সমর্থন করে তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। জানি যুদ্ধের মানে নিদারুণ কষ্ট, বিশেষ করে গরীব মানুষের কষ্ট। কিন্তু কেউ যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়, তবে আমরা প্রস্তুত আছি। স্বাধীনতার জন্য আমাদের লড়তে হবে। এতে দেশের নিরাপত্তার সংগে সংগে আমাদের লোকতন্ত্রের আদর্শরক্ষার প্রশ্নও জড়িত। জাতির স্বার্থ কোথায় তা আমরা বুঝি। এই স্বার্থরক্ষার জন্য যা করা উচিত, তা থেকে কেউ আমাদের প্রতিহত করতে পারবে না। ভারত যে কী তা বিশ্বকে এখনও জানতে হবে। তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি মানুষকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

তিনি আবারও বলেন, পাকিস্তানী বাহিনী সরিয়ে নিলে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সেখানে পাকবাহিনীর উপস্থিতিই সংকটের সৃষ্টি করে চলেছে। ভারত উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছে, এমন কয়েকটি বৃহৎ শক্তি বাংলাদেশের এই সহজ সমাধানটি বুঝতে চাইছেন না। উপরন্তু তারা দুই দেশের সীমান্ত বরাবর রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষক বসাতে চাইছেন। কিন্তু নিছক পর্যবেক্ষক বসিয়ে কী করে বাংলাদেশে শান্তি ফিরবে এবং শরণার্থীরা সেখানে ফিরে যাবেন, তা বোঝা মুশকিল। পাকবাহিনী ত সেখানে নির্বিচারে ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, গণহত্যা চালাচ্ছে এবং নারীদের উপর অত্যাচার করছে। এই অত্যাচার রুখতেই হবে। তিনি বলেন, ভারতে আসা শরণার্থীদের সাহায্যে যে কয়টি দেশ এগিয়ে এসেছে, তারাও দেশত্যাগের কারণ যাচাই করে দেখে নি। বাংলাদেশ থেকে ভারতে শরণার্থী আসার স্রোত বন্ধের জন্য একটি দেশও চেষ্টা করে নি। এ সম্পর্কে তাঁর প্রশ্ন, রোগ নির্ণয় না করে তার নিরাময় কি সম্ভব?

হিন্দীতে চুয়াল্ল মিনিট বক্তৃতা করে পাঁচটা ছত্রিশ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী 'জয়-হিন্দ' ও 'ভারত মাতা কী জয়' ধ্বনি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করেন। এর মধ্যে এখানে পাঠানকোট, অমৃতসর ও শ্রীনগরে পাক বিমান বাহিনীর আক্রমণের খবর এসে গিয়েছে। তিনি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনড থেকে রাজভবনে পৌঁছে এই খবর শুনে তাড়াতাড়ি দিল্লি রওনা হয়ে যান। অত্যন্ত শান্ত গলায় তাঁকে বক্তৃতা করতে দেখা যায়। অত্যন্ত শান্তভাবেই তিনি রাজধানী রওনা হয়ে যান। তাঁর মুখে উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে না উঠলেও তুলনায় গম্ভীর দেখায়।

জনসভায় শ্রীহেমন্ত মুখারজির পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের "বাঁধ ভেঙে দাও" গানটি গাওয়া হয়। তিনি গানটির প্রশংসা করে বলেন, বর্তমান অবস্থায় এর একটি লাইন "জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক" বিশেষ অর্থ বহন করছে। কেননা, ভারত এখন নতুন জীবনের জন্য লড়াই করছে। পাঁচ বছর আগে দেশ যা ছিল, এখন আর সে তা নেই। যেসব দেশ সামান্য কারণে ভারতের সমালোচনা করে তাদের জানা উচিত আমরা কী এবং আমাদের

৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য

উত্তর প্রদেশ কী দোষ করল!

স্টাফ রিপোর্টার

এত উদ্বেগের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর রসিকতাবোধটি হারান নি।

শুক্রবার সভার শুরুতে শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় বলেন, আমরা সবাই আগে ভারতীয় তারপর "বাঙ্গালী, বিহারী, গুজরাটি, মারাঠী, পাঞ্জাবি, ওড়িয়া দক্ষিণী......"

এরপর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তিনি বললেন, সিদ্ধার্থবাবুর সংগে আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু তিনি সবার কথাই বললেন আমার উত্তর প্রদেশের নামটাই বাদ দিলেন। কেন আমরা কী দোষ করলাম।

তাঁর এই কথায় সমস্ত সভায় হাসির তরংগ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আবেদন

প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণের পর পশ্চিমবংগ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বলেন, পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। আগরতলা এবং বালুরঘাটে তারা গোলা ফেলেছে। বোমা ফেলেছে। বোমা ফেলেছে শ্রীনগর, পাঠানকোট ও অমৃতসরে। এই অবস্থায় তিনি জনসাধারণের কাছে এবং সকল পারটির কাছে আবেদন জানান তাঁরা যেন দেশের দুঃসময়ে সরকারের পেছনে এসে দাঁড়ান।

পাকিস্তানের আক্রমণের ফলে প্রধানমন্ত্রীকে সমগ্র দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা সকলে একত্র হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবেন বলে শ্রীসত্তার আশা করেন।

শ্রীসত্তার অসামাজিক ব্যক্তিদের এবং গুজব রটনাকারীদের সাবধান করে দিয়ে বলেন যদি তারা পাক চ্যালেনজ মোকাবিলা করতে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করে জনসাধারণ তাদের ক্ষমতা করবে না। এই সংগে তিনি মজুতদার ও অতি মুনাফাখোরদেরও সাবধান করে দেন।

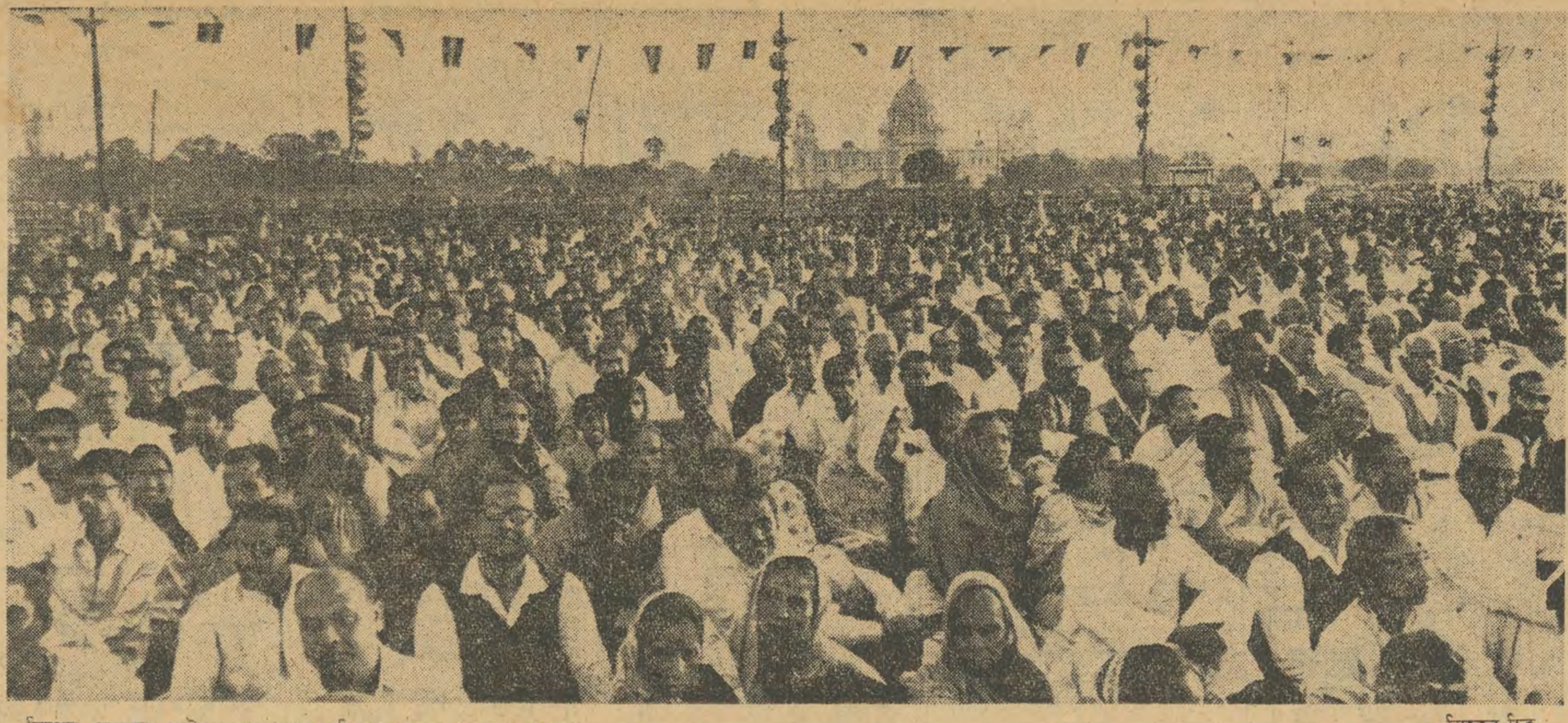

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউনডে শুক্রবারের বিশাল সমাবেশের একাংশ।

—নিজস্ব-চিত্র

চারদিকে বন্দে মাতরম

স্টাফ রিপোর্টার

শুক্রবার কলকাতা বেলা এগারোটাতেই রাস্তায় নেমে পড়েছিল। বেলা দুটোর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখর। তেরংগা ঝান্ডা নিয়ে ছাত্রের সংগে গৃহস্থ, চাষী, মাঝবয়সী শ্রমিক চলেছেন ব্রিগেড ময়দানের দিকে। গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষ কোলের খোকাটিকে কাঁধে চড়িয়ে সেই মিছিলে পা মিলিয়েছেন। জনসমুদ্র মাঠ উপচে ওদিকে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, এদিকে চৌরংগী ছুঁয়েছে। সভার শেষেও সব মিছিল ময়দানে পৌঁছুতে পারেনি।

প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে এলেন বিকাল চারটা সাতাশে। পরণে খদ্দরের ছাপা শাড়ি। মুখে হাসি। বিশাল সমাবেশ উল্লাসে ফেটে পড়ে। ইন্দিরাজী চুয়ান্নয় পা দিয়েছেন বলে কুলোয় ৫৪টি দীপ জেলে, কপালে তিলক পরিয়ে মেয়েরা ভারতীয় রীতিতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন। এতক্ষণ নটরাজের শিল্পীরা গানের সুরে ময়দান মাতিয়ে রেখেছিলেন। হেমন্ত মুখারজিও এবার এসে গলা মেলালেন। সমবেতকণ্ঠে 'বাঁধ ভেঙে দাও' গানের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হল।

পৌনে পাঁচটায় প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা শুরু করেছেন। গেটেও চিৎকার থেমে গেল। সবাই অসীম আগ্রহে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তৃতা শুনতে চান। কিন্তু মাইক খারাপ। দূরে থেকে কিছু শোনা যায় না। শ্রীমতী গান্ধীকেও দু-একবার থেমে যেতে হয়।

জনতা অসীম ধৈর্য এবং সংযমের পরিচয় দেন।

ঘুরতে ঘুরতে মাঠের এক প্রান্তে এসে পড়ি। সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কমলাদেবী তাঁর দু বছরের বাচ্চার চোখে দূরবীণ ধরে বললেন—"দেখ্ দেখ্"।

আমতার কৃষকের পাশে বসে আছেন সেনট জেভিয়ারসের ছাত্র। স্যুট-বুট সজ্জিত গুজরাটির পাশে চাদর গায়ে যাদবপুরের দোকানী। অন্যান্যবার তিনি বক্তৃতা শেষ করেন তিনবার 'জয়-হিন্দ' ধ্বনি দিয়ে। এবার তার সংগে যোগ করলেন 'ভারতমাতা কী জয়'।

দিল্লি-বোমবাইয়ে বিমান চলাচল বাতিল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যায় দিললি বিমানবন্দরের সমস্ত অসামরিক এবং আন্তর্জাতিক বিমান উঠানামা বাতিল করে দেওয়া হয়। আগামীকাল অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে।

বোমবাই বন্দরে জাহাজ চলাচল বন্ধ

বোমবাই, ৩ ডিসেম্বর—আজ গভীর রাতে জানা গেল, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বোমবাই বন্দরে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। —পি টি আই

এয়ার ইনডিয়ার একটি বিমান টোকিও থেকে দিললি আসছিল। সেটি নির্ধারিত বিমানবন্দরে নামতে না পেরে বোমবাই চলে যায়।

বোমবাই, ৩ ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যায় ইনডিয়ান এয়ার লাইনস বোমবাই থেকে নির্ধারিত সমস্ত বিমান চলাচল বাতিল করে দেয়। যে তিনটি বিমান দিললির পথে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল মাঝপথ থেকে তাদেরও ফিরিয়ে আনা হয়।

দমদম বিমান বন্দর থেকে ডাক বিমান ছাড়েনি

বিমান বন্দর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা

শুক্রবার রাত্রে দমদম বিমান বন্দর থেকে কোন ডাক বিমান ছাড়েনি, সন্ধ্যায় দিল্লি ও বোমবাই থেকেও কোন বিমান কলকাতা আসেনি। আগরতলায় কোন বিমান এদিনও যায়নি শনিবার বিমান চলবে কিনা তার সঠিক জবাব কেউ দিতে পারেন নি তবে রাত ৯টার সময় আই এ সি'র একজন মুখপাত্র আমাদের জানান যে সমস্ত বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায়ই বদল হতে পারে। তাঁরা দিল্লির নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন।

প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুক্রবার সাড়ে পাঁচটা, সন্ধ্যার এপার-ওপার—তখনই সম্পূর্ণাংগ পাক আগ্রাসন শুরু হলো। অমৃতসরে, পাঠানকোটে, শ্রীনগরে, অবন্তীপুরে, উত্তর রেইলিতে, আমবালায় আর আগ্রায়।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রধানমন্ত্রী বললেন। এবার এই দেশে সব কিছু যুদ্ধ ভিত্তিক।

জাতির উদ্দেশে তিনি বললেন, আমি আপনাদের প্রতি আমার বক্তব্য নিবেদন করছি, ঠিক সেই সময়ে যখন দেশের সংকট, সংকট জনগণের।

মন্ত্রিসভায় জরুরী বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী শুক্রবার রাতে কলকাতা থেকে ফিরেই মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের সংগে আলোচনায় বসেন।

তিন বাহিনীর সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষগণও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

সংসদ পরশু হয়ে মুলতুবী থাকতে পারে

পরে শ্রীমতী গান্ধী সংসদে বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের সংগেও এক বৈঠকে মিলিত হন। সংসদের অধিবেশন শনিবার ও রবিবার হয়ে অনির্দিষ্টকালের মুলতুবী রাখা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব বৈঠকে বিবেচিত হয়। সংসদের অধিবেশন না হলেও বিরোধী নেতৃবৃন্দকে প্রাত্যহিক ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হবে।

শরণার্থীদের জন্য চাল

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার কলকাতায় দুটি অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য মোট আটচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন চাল দান করা হয়। এর মধ্যে ভারতীয় রেড ক্রশ দেন তেতাল্লিশ হাজার এবং অসট্রেলিয়ার সরকার পাঁচ হাজার টন।

বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সোসাইটি ভারতীয় রেডক্রশকে এই চাল উপহার দেন।

পরীক্ষা বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষাসমূহের কনট্রোলার জানান যে, ১৯৭১-এর স্থগিত ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপলোমা পরীক্ষা ২২ ডিসেম্বর শুরু হবে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে পরীক্ষা হবে।

সংগীতে বি এ পারট 'টু' প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা হবে ১৯ এবং ১০ ডিসেম্বর। পরীক্ষা হবে বেঙ্গল মিউজিক কলেজ সেনটারে।

পাকিস্তান লড়াই ছড়াল

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

ও বালুরঘাট এলাকায়, যথাবিহিত ব্যবস্থা নিয়েছে।

ভারতীয় বিমান বহরের ওপরে নির্দেশ ছিল এই যে, পাকিস্তান যদি হামলা করে তবে তার জবাব দেবে। কিন্তু স্থল বাহিনীকে মদৎ দিতে এগিয়ে আসবে না। আজ ব্যবস্থা ঘুরে গিয়েছে। সম্ভবত পাক বিমান বহরের মোকাবিলার জন্য ভারতীয় বিমান বাহিনীকেও যথোপযুক্ত আদেশ দেওয়া হবে।

এই ক'দিন দিল্লির সরকারী মুখপাত্র শুধু 'লোকালাইজড অ্যাকশন' বা স্থানীয় সংঘর্ষের কথাই বলছিলেন। শুক্রবার তাঁরা আর এই কথাটি ব্যবহার করেন নি। এবার বলেছেন, যা দরকার সেই সমস্তই পালটা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সময় তখন সন্ধ্যা ছয়টা। আমরা প্রায়ান্ধকার কনফারেনস কক্ষে বসে আছি। সরকারী মুখপাত্র বললেন, এই যে এক্ষুণি বিমান হানার সংকেত ধ্বনি শোনা গেল, এটা হয়তো সারারাত চলবে। এবারে হুঁসিয়ারি, তিনি বললেন, শুধু মহড়া নয়। এটা খাঁটি চিজ। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিম খণ্ডে আমাদের তিনটি বিমান বন্দরে হাওয়াই হামলা চলছে। এবং মাঝে মাঝে কথা থামিয়ে তিনি বলছিলেন, এখনও চলছে। বাইরে অসামরিক জনগণ তখনও বিন্দু বিসর্গও জানে না যে ব্যাপারটা কি।

দশ দিনের মধ্যেই যুদ্ধ—জেনারাল ইয়াহিয়া খান তাঁর কথা যে রেখেছেন, তাতে আর সন্দেহ কী? বহু ব্যবহৃত শব্দ 'এসক্যালেশ'কে এই উপমহাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

ইউ এন আই জানাচ্ছেন, শ্রীনগরের বাইশ কিলোমিটার দূরে একটি সামরিক ঘাঁটির ওপরে পাক হাওয়াই জাহাজ হানা দেয়। তারপর তারা পুনছ রাজাউঁড়ি খণ্ডের দিকে উড়ে চলে যায়। মোট বারোটি বিমান ছিল, ছ'টি যায় এদিকে, বাকি ছ'টি উরির দিকে উড়ে যায়।

সরকারী মুখপাত্র বলেন, এই আক্রমণ 'ব্রেটানট'। তরজমায় ব্রেটানটের বাংলা কি করবো? নগ্ন না সরাসরি? দুটোই।

অপরপ্রান্তে পূর্ব খণ্ডে আমরা জানি যে, আমাদের ফৌজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ার হুকুম পেয়েছে, ঢুকে পড়েছে।

অমৃতসর থেকে খবর এসেছে, পাকিস্তানের দুটি মিরাজ বিমান ভারত সীমানায় ঢুকে পড়েছিল পৌনে ছ'টার সময়। আমাদের গোলান্দাজ বাহিনী সংগে সংগে আক্রমণ করায় তারা পালিয়ে যায়।

রাজস্থান সীমান্তেও পাকিস্তান এক ডিভিশন সৈন্য এনে বসিয়েছে।

শ্রীনগর—পাক আক্রমণের সংগে সংগেই আমাদের সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্রীনগর বিমান বন্দরটি সীল করে দেন। এই বিমান বন্দরের আশ পাশে শুক্রবার চারটি বোমা পড়ে।

শ্রীনগরের ১২ কিঃ মিঃ দূরে পামপুরে একটি পাক গোলা এসে পড়েছে বলে জানা যায়। ওইসব এলাকা সম্পূর্ণ অপ্রদীপ অবস্থায় রয়েছে।

জয়পুর—সরকারী সূত্রে বলা হয়েছে, শুক্রবার রাত্রে বারমারে উত্তরলাই বিমান বন্দরে পাক বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। মোট বোমা ফেলা হয় তিনটি। তবে ওতে কোন ক্ষতি হয়নি। আমাদের বিমান বিধ্বংসী কামানগুলি এক সাথে গর্জে উঠলে পাক বিমানগুলি পালিয়ে যায়।

—পি টি আই, ইউ এন আই

জম্মু থেকে ইউ এন আই-এর খবরঃ এদিন সন্ধ্যায় পাক ফৌজ ছামব সেকটরে মানারে সীমান্ত এলাকায় গোলাবর্ষণ শুরু করে। ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে ওই খবর পাওয়া যায়।

পশ্চিম সীমান্তে পাক বিমান হানার আরও বিবরণ

নয়াদিল্লি থেকে রাজনৈতিক সংবাদদাতা আরও জানানঃ রাত দশটা বরাবর এক সরকারী ইস্তাহারে এদিন পশ্চিম সীমান্তে পাক বিমান হানার আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয় ইস্তাহারে বলা হয়ঃ এদিন বিকালে পাক বিমানবহর হঠাৎ আমাদের অগ্রবর্তী বিমানঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালায়। বিকাল ৫-৪৭ মিনিটের সময় ছয়টি পাক বিমান শ্রীনগর বিমানক্ষেত্র আক্রমণ করে। সন্ধ্যা ৬:৮ মিনিটে চারটি বিমান কাশ্মীর উপত্যকায় অবন্তীপুর আক্রমণ করে। আমাদের বিমানবিধ্বংসী কামানও গর্জে ওঠে। বিকাল ৫-৪৫ মিনিটে চারটি পাক বিমান অমৃতসরে হানা দেয়। আর চারটি পাক বিমান বিকাল ৫-৪০এ অমৃতসর আক্রমণ করে।

অমৃতসর ও ফিরোজপুর সেকটরে সীমান্ত ঘাঁটির ওপর প্রবল পাক বোমা বর্ষণ আরম্ভ হয় সন্ধ্যা ৬-৩০এ; এই রাত্রেও তা অব্যাহত রয়েছে।

বিনা প্ররোচনায় এই নগ্ন ও হঠাৎ আক্রমণ দশ দিনের মধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের যুদ্ধের হুমকিই পূর্ণ করল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, খান আবদুল কোয়ায়ুম খানও বিবৃতি দিয়ে গুরুদাসপুর আক্রমণের কথা বলেছিলেন।

ওই ইস্তাহারে আরও বলা হয়ঃ স্পষ্টতই এই বিশ্বাসঘাতকতা, এই আক্রমণ চাপা দেওয়ার জন্য এদিন সন্ধ্যা ৬-১৫ মিনিটের সময় পাক বেতার থেকে ঘোষণা করা হয়, ভারতীয় বাহিনী পশ্চিম খণ্ডে আক্রমণ শুরু করেছে। নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ সংস্থা প্রায় ওই একইসময়ে একই ঘোষণা প্রচার করে।

এই ঘোষণা পুরো মিথ্যা। আমাদের সেনাবাহিনী আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা নিয়েছে। পশ্চিম সীমান্তে এযাবৎ ভারতীয় ফৌজ কোন রকম আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও নেয়নি।

ইস্তাহার এই বলে শেষ করা হয়, ভারত যে কোন বিপদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। জনগণ শান্ত রয়েছেন। প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল এবং জানেন এই গুরুতর সংকটের সময় কী করণীয়।

যোধপুরে বোমাবর্ষণ

পাক বিমান রাত্রি ১১-৪৫ মিনিটের সময়ে যোধপুর বিমানবন্দরে হানা দেয় এবং ২টি বোমা ফেলে। বিমানবন্দরের কোন ক্ষতি হয় নি।

আগ্রা ও আমবালায় বোমাবর্ষণ

শুক্রবার পাক বিমান আগ্রা ও আমবালার উপর বোমাবর্ষণ করে। রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে আগ্রার উপর আক্রমণ হয়। হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায়নি। শত্রু বিমানগুলি দেখা যাবার সংগে সংগে বিমানবিধ্বংসী কামানগুলি গর্জে ওঠে।

খেমকরনের উপর গোলাবর্ষণ

চণ্ডীগড়ে সরকারী সূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে খেমকরনের উপর গোলাবর্ষণ করতে শুরু করে।

পুঞ্চ এলাকায় পাক সেনাবাহিনীর যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম

নয়াদিল্লিতে জনৈক সরকারী মুখপাত্র জানান, পাক সেনাবাহিনী শুক্রবার বিপুল সংখ্যায় পুঞ্চ এলাকায় যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে। জনৈক রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষক শ্রীনগরে হেড কোয়ারটারে ঘটনাটি জানান।

পাঠানকোটে বোমাবর্ষণে একজন নিহত

পাঠানকোট, ৩ ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যায় পাঠানকোট বিমানবন্দরের প্রায় দেড় কিলোমিটার উত্তরে ধীরা গ্রামে পাকিস্তানী বোমাবর্ষণের ফলে একজন অসামরিক নাগরিক নিহত হয়।

—ইউ এন আই

পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে

—বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার

মুজিবনগর, ৩ ডিসেম্বর—বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীখন্দকার মুস্তাক আমেদ এখানে আজ গভীর রাতে সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করেছে।

তিনি পাকিস্তানের এই 'নির্লজ্জ' ও 'নগ্ন' আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেন।

এই প্রসংগে তিনি বলেন, ভারত প্রচুর ধৈর্য এবং সংযমের পরিচয় দিয়েছে এবং পাক প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্তির জন্য ভারত চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে।

ভারতকে মার্কিন অস্ত্রদানের লাইসেনস বাতিল

ওয়াশিংটন, ৩ ডিসেম্বর—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের জন্য অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর অবশিষ্ট সমস্ত লাইসেনস বাতিল করে দিয়েছেন বলে পররাষ্ট্র দফতর আজ জানান। —রয়টার

রাশিয়ার উদ্বেগ

মসকো, ৩ ডিসেম্বর—পাঠানকোট, অমৃতসর ও শ্রীনগরে পাকিস্তানী বিমান আক্রমণের সংবাদে এখানে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। এখানে ভারতীয় দূতাবাস থেকে সোভিয়েট সরকারকে এই আক্রমণের প্রথম সরকারী বিবরণ জানানো হয়। ভারতীয় দূতাবাস থেকে সোভিয়েট সরকারকে ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সমানে ওয়াকিবহাল রাখা হয়েছে।

কোপেনহেগেনের খবর: সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন আজ ভারত-পাক পরিস্থিতির সর্বশেষ ঘটনাবলীর খবর পাওয়ার পর ডেনিস প্রধানমন্ত্রীর সংগে তাঁর আরও আলোচনা বাতিল করে দিয়েছেন। ওয়াকিবহাল মহল এ খবর জানিয়েছেন।

—পি টি আই ও রয়টার

আজ এখানকার রুশ মহল থেকে বলা হয়, ভারত-পাকিস্তানের ঘটনাবলীর জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন হয়ত তাঁর ডেনমারক সফর সংক্ষিপ্ত করতে পারেন।

শ্রীকোসিগিনের রবিবার নরওয়ে যাওয়ার কথা আছে। তিনি হয়ত তাও বাতিল করবেন।

—পি টি আই, রয়টার ও এ এফ পি

পাক কবুল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—তিনটি ভারতীয় বিমানঘাঁটির ওপর পাকিস্তানী বিমানের বোমাবর্ষণের খবর পাকিস্তান আজ কবুল করেছে।

পাকিস্তান বেতারে বাংলায় খবর প্রচারের সময় পাকিস্তান ওই স্বীকারোক্তি করে। আজ রাতে এখানে ওই খবর শোনা যায়।

বেতারে যে তিনটি বিমানঘাঁটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি হল—পাঠানকোট, অমৃতসর ও অবন্তিপুর।

এর আগে পাকিস্তান বেতারে অভিযোগ করা হয় যে, ভারত পশ্চিম সীমান্ত বরাবর পাকিস্তানী ঘাঁটির ওপর আক্রমণ চালায়।

পাকিস্তান বেতারের লাহোর কেন্দ্র থেকে সামরিক সংগীত বাজানো হচ্ছে এবং তারই মাঝে মাঝে তোলা হচ্ছে ভারতের বিরুদ্ধে 'জেহাদের' ধ্বনি।

আজ রাত্রে পাকিস্তান বেতারে বলা হয়েছে, ভারত-পাকিস্তান পরিস্থিতির সর্বশেষ ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে করাচি ও লাহোরে নিষ্প্রদীপের আদেশ দেওয়া হয়েছে। —ইউ এন আই ও পি টি আই

তির্যক

পরের মিটিং-এ প্রধানমন্ত্রীকে অন্তত যাতে দেখতে পাই সেজন্য এখন থেকেই...

কম দামে উৎকৃষ্ট রঙ

বাইসন

সহজে ধোয়া যায় এমন চমৎকার দেওয়ালে লাগাবার রঙ যাতে আপনি পাবেন :

- ● মনপসন্দ হরেক রকম রঙের বাহার
- ● ভেলভেটের মত মসৃণ ফিনিশ
- ● প্লাসটিক পেন্টের মতই সহজে শুকবার গুণ
- ● রঙ করার পরের গন্ধের হাত থেকে রেহাই

SEKAI/BP/330

আপনার সাধ্যের মধ্যে একটি নিখুঁত রং

<<< ব্রিটিশ পেন্টস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড >>>

হেড অফিস : ৩২ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৬

hmt
ঘড়ির কারখানা
বাঙ্গালোর-৩১

ঘোষনা করিতেছেন

কলিকাতায় তাহাদের একমাত্র সারভিসিং এজেন্ট
এম্পায়ার ওয়াচ্ কোং
৫/১৫, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-২০৭৯ এবং ২২-৮৬৩৭

বিজ্ঞান সম্মত ও সঠিক ভাবে ঘড়ি সারাইবার জন্য ক্রেতাগনকে কেবল মাত্র উপরোক্ত এজেন্টের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুনরায় এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে
এইচ.এম.টি. ঘড়ির খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হইয়াছে
'সমবায়িকা' (বিভাগীয় বিপনী)
(কলিকাতা হোলসেল কনজিউমার্স কোঅপরেটিভ সোঃ লিঃ)
১৩, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ও
১৩৯সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

এইচ,এম,টি, ৩১নং চৌরঙ্গী রোডস্থিত শো-রুমে বিক্রয় বন্ধ হইল।

maa-hmt-167 BEN

অন্যান্য চিত্রগৃহে

বরাহনগর, বি টি রোড
অনন্যা ৫৬-২০৩৮ প্রত্যহ—১, ৪, ৭টা
ছদ্মবেশী (২য় সপ্তাহ)

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৮১১ ২, ৪৮, ৭॥
ছদ্মবেশী

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৬ ১২, ৩।, ৬॥
আঁখে (রঙীন)

শ্যামশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ২, ৫, ৮
শিকার

জয়া ১৭-৩১৩৬ বাগবাজার ১ ৪ ৭
জয় বাংলা দেশ (হিন্দী)

রূপম ফোন: ৩৪-২৩৯৭ ২ ৫ ৮টা
সীতার বনবাস

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭
ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট

নবীনা টালিগঞ্জ ৪৬-৪০৯১ প্রত্যহ : ১২, ৩, ৬
জয় বাংলা দেশ

অতীন্দ্র ব্যারাকপুর—৩৬০ ১ ৪ ৭
জীবন জিজ্ঞাসা

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২॥ ৩॥, ৬॥
ছদ্মবেশী

অলকা ফোন ৬৭-২০২৭ ২টার ও ৬টার
BEN-HUR (রঙীন)

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ প্রত্যহ ২, ৫, ৮
BLOW HOT BLOW COLD
(১ সপ্তাহের জন্য)

নারায়ণী [illegible] ৫৬-৩৩৩৬ ১ ৪, ৭
জয় বাংলা দেশ

[illegible] বহুপ্রশংসিত চিত্র
আন মিলো সজনা
(ইস্টম্যান কলর)
শ্রেঃ রাজেশ খান্না • আশা পারেখ
নাজ : লিবার্টি : ইলোরা
২॥, ৫৮, ৯ ২, ৫।, ৮॥ ২, ৫, ৮
রাজেন্দ্রকুমার • বাবিতা অভিনীত
রোমাঞ্চকর প্রণয়চিত্র
আনজানা
সঙ্গীত : লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল
জনতা প্রত্যহ ৩, ৬, ৯

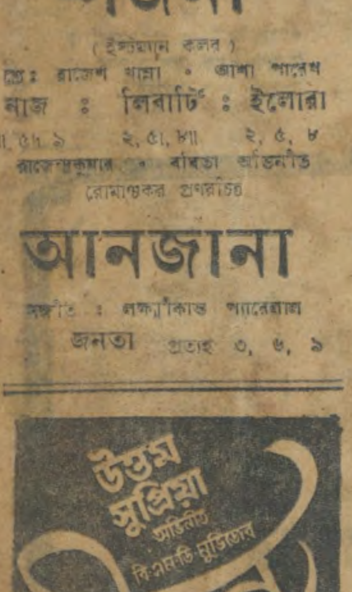

উত্তরা-পূরবী-উজ্জলা
২॥ ৫॥, ৮॥ :: ২-৩০ ৫-৪৫ ৮-৪৫
লীলা (২য়) • অতীন্দ্র (২য়) • অন্নপূর্ণা (২য়) • বারুইপুরে শো হাউস (২য়) • রবীন্দ্র (২য়) • মোহন সিনেমা (২য়) • গীতাঞ্জলি (২য়) • বাটা সিনেমা ছায়াগীতি (উলুবেড়িয়া) • রূপশ্রী (তমলুক) • স্বপ্না (আসানসোল)

২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
মিনার বিজলী ছবিঘর
নবরূপম (৫ম) • দেব (৩য়) ও অন্যত্র

বিশ্বরূপা ফোন ৫৫-৩২৬২
আজ ও কাল ২॥ ও ৬টায়, বৃহঃ ৬টায়

॥ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ॥
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা—রাসবিহারী সরকার
আলো—তাপস সেন / সঙ্গীত—ভি বালসারা
শ্রেষ্ঠাংশে : বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, তরুণকুমার, অজয় গাঙ্গুলী, রবী দত্ত, প্রমোদ গাঙ্গুলী, পতুল, মিস্ কে, নির্মল ঘোষ ও দিলীপ রায় এবং জয়শ্রী সেন

ফোন : ৫৫-১১৩৯
স্টার থিয়েটার
দেবনারায়ণ গুপ্তর
শ্রীমা
বৃহঃ ও শনি ৬টায় রবি ২॥ ও ৬টায়

রঙ্গনা [illegible] সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
কাল ২॥টে ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতিবার ৬টায় মঞ্জরী আমের মঞ্জরী
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গনা। ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় পি এল টি'র
টিনের তলোয়ার
রচনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে
উৎপল দত্ত
—হলে টিকিট—

মুক্তঅঙ্গন শৌভনিক
৪৬-৫২৭৭
আজ সন্ধ্যা ৬-৩০টায়
শৌভনিক-এর/বাদল সরকার-এর
এবং ইন্দ্রজিৎ
কাল—পাতা ঝরে যায়/এরা কারা

রঙ্গনায় —আজ— সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ
চেনা অচেনা'র
* রঙ-বেরঙ।
* অথ শিব-পার্বতী কথা।
* ঝরা ফুলের মালা।
—হলে টিকিট—
২৩শে জানুয়ারী, '৭২ — মুক্ত অঙ্গনে (সি ৫৪০১)

কাল ও ১৯শে ডিসেম্বর
সকাল সাড়ে দশটায়
মুক্ত-অঙ্গনে/আঙ্গিক গোষ্ঠী'র
এই মন সেই মন
নাটক/রবীন্দ্র ভট্টাচার্য
নির্দেশনা/তুষার মজুমদার (সি ৫৪২৭)

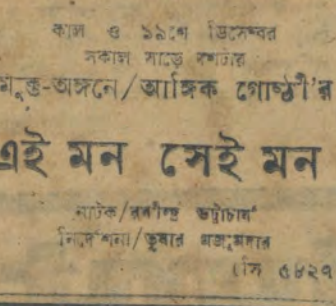

রিগ্যাল — প্রিয়া — মিত্রা
১১, ২॥, ৫৮, ৯ ২, ৫।, ৮॥ ২, ৫।, ৮।
এবং শহরতলীর অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে

সমালোচক ও দর্শকদের
প্রশংসাধন্য ২য় সপ্তাহ!

রাধা : পূর্ণ : প্রাচী
(২॥, ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮)
আলোছায়া : পদ্মশ্রী : মৃণালিনী
(১॥, ৪॥, ৭॥) (২, ৪৮, ৭॥) (১, ৪, ৭)
অশোকা (১২॥, ৩॥, ৬॥) ॥ পার্বতী (২ ৪৮, ৭॥) ॥ মায়াপুরী ॥ মায়া ॥ অনন্যা ॥ প্রফুল্ল ॥ গৌরী ॥ রূপালী (চুঁচুড়া) ॥ মানসী (শ্রীরামপুর) ॥ নৈহাটী সিনেমা ॥ অনুরাধা (দুর্গাপুর)

সোয়েটার
গত বছরের কিছু সোয়েটার কম দামে বিক্রয় হইতেছে।
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড ও [illegible] লেন কলিকাতা-১। ফোন : ৩৩-৮২৪৯)

আজ নক্ষত্রের
ক্যাপ্টেন হুররা
থিয়েটার সেন্টারে/৬-৩০
প্রয়োগপ্রধান/শ্যামল ঘোষ

বর্তমানকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক
—আজ— ৬॥টায় **প্রবাহ**
রবি ৩ ও ৬॥ * বৃহঃ ৬॥
মিনার্ভা থিয়েটার ৫৫-৪৪৮৯

—আমরা সবাই-র
৬ই ডিসেম্বর—সন্ধ্যা ৬টায়
রঙ্গনায় – সংক্রান্তি
শান্তনু, জ্ঞানেশ, মালা শ্রীমানী, অমরনাথ, বীরু মুখোঃ, [illegible] চক্র, অশোক, দেবী ও অজিত বন্দ্যোঃ, প্রেমাংশু, গীতা দে (স্টার)
১০, ৭, ৫, ৩, ২, (রঙ্গনা কোর্ট) (সি ৫৯১১/১)

- প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন : মধ্যপ্রদেশ সরকার (স্থায়ীভাবে), দিল্লী, চণ্ডীগড়, গুজরাট ও মহীশূরে
- অগ্রবর্তী ঘাঁটির জওয়ানদের অনুরোধে তাদেরও বিনামূল্যে দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

ছবিটি এখন
এই শহরেই চলছে

লাইটহাউস : লোটাস : প্রভাত
৩, ৬, ৯ ২॥, ৫॥, ৮॥ ৩, ৬, ৯
শ্রী — ইন্দিরা — নবীনা
১১৮, ২॥, ৫॥, ৮॥ ৩, ৬, ৯ ১২, ৩, ৬
গণেশ বিভা - পূর্বাশা - পদ্মশ্রী
জয়া — শিবাজী
(শুধু নাইট শো) নারায়ণী - সন্ধ্যা - দীপক
বিমান - শ্রীকৃষ্ণ - ইন্দ্রধনু - শঙ্কর (হাবড়া)
বর্ধমান সিনেমা — চিত্রালয় (দুর্গাপুর)
বঙ্গে (খড়্গপুর) — অশোকা (ত্রিবেণী)
মোহন (বহরমপুর) রূপমায়া (জলপাইগুড়ি)
লক্ষ্মীশ্রী (মালদা) — মেঘদূত (গৌহাটী)
ভবানী (কোচবিহার) — পার্ল (পাটনা)
তৎসহ কাল সকাল ১০॥টায় লাইটহাউসে

দোহাই
আপনাদের
বাঁধানো দাঁত নিয়ে
এ ছবি
দেখতে
আসবেন না
ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্ট্যান্ট
জয়দীপ পিকচার্স নিবেদিত
পরিচালনা পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী সঙ্গীত শ্যামল মিত্র
কাহিনী-গীত প্রণব রায় প্রযোজনা বাদলরাজ সিনহা
একটানা হাসির শেষ সপ্তাহ!
বসুশ্রী : বীণা : সন্তোষ
(৩, ৫৮, ৮॥) (১২॥, ৩।, ৬) (১, ৪, ৭)
বিনোদিনী (বাগুইআটি) রূপকথা (হাবড়া) আনন্দময় (মেমারী) — শ্রীমা (বনগাঁ) চিত্রা (আসানসোল) - বিচিত্রা (বোলপুর) চিত্রবাণী (বাগনান) মদন টকীজ (কালনা)

চমকবহুল ৩য় সপ্তাহ!
ধর্মেন্দ্র • লীনা চন্দ্রভারকর • বিনোদ খান্না
রাখওয়ালা
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা এ. সুব্বা রাও • সঙ্গীত কল্যাণজী আনন্দজী
ওরিয়েন্ট • জেম • পূর্ণশ্রী
(১২, ৩।, ৬॥) (২॥ ৫॥, ৮॥) (২, ৫, ৮।)
কালিকা [illegible] (২, ৫॥, ৮॥)
২॥, ৫॥, ৮॥ চিত্রপুরী ॥ পি-সন ॥ কল্পনা
অনাথ : সুরশ্রী ॥ রূপশ্রী ॥ মিলন
নিউ সিনেমা (আসান) দেশবন্ধু (ঝরিয়া)
অনুরাধা (গৌহাটী)

বিড়লা প্লানেটেরিয়াম
আজ : নতুন সূচী
(১) মহাকাশের ঘটনা ও রটনা (২) চিত্রিত গ্রহতারকা (৩) '৭২ সালের গ্রহরাজি। হিন্দী : বেলা ১২-৩০টা, বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা। বাংলা : বেলা ১-৩০টা ও বিকাল ৫-১৫টা। ইংরাজী : বেলা ২-৪৫টা ও রাত্রি ৮টা।

গৌরবোজ্জল ২য় সপ্তাহ!
মহাসতী তুলসী বৃন্দার অমর কাহিনী
তুলসী বিবাহ
ইস্টম্যানকলার
প্রদীপ • চন্দ্রকান্ত • সি. রামচন্দ্র
নিউ সিনেমা • মুনলাইট
(২, ৫।, ৮॥) (২॥, ৫৮, ৯)
গণেশ • খান্না
(৩, ৬, ৯) (১॥, ৪॥ ৭॥)
রূপালি পার্কশো প্যারামাউন্ট
(২॥, ৫॥, ৮॥) (৩ ৬, ৯) (২॥, ৫॥, ৮॥)
দীপ্তি - ন্যাশনাল - [illegible]
নবভারত - অশোক - রিজেন্ট - স্বপ্না
রজনী - শ্রীলক্ষ্মী - নটরাজ - নীল
লীলা - কৃষ্ণ - [illegible]
(বৈদ্যবাটী) (বজবজ) (জামশেদপুর)

শ্রী রঙমহল
৪ই ডিসেম্বর ৬টায়
বঙ্গনাট্যশালার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে
সাজাহান
শ্রেঃ কমল মিত্র, সরযূ দেবী, সীতা দেবী, অজিত চট্টোঃ, ঠাকুরদাস, অমরনাথ, রত্না মমতা, বন্দ্যো, হারাধন বন্দ্যো ও পঞ্চু সেন
হলে টিকিট: ৫৫-১৬৬৯

মিনার্ভা ৩, ৬, ৯
কারিগরী দিক হইতে উৎকৃষ্ট, সযত্ন সংগঠিত, আত্মকাশমগ্ন দৃশ্যবহুল বিরাট চিত্র! পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত যুদ্ধ! কলম্বিয়া পিকচার্সের নিবেদন
ওয়াটারলু (ইউ) রঙীন
শ্রেঃ রড স্টাইগার - ক্রিস্টোফার প্লামার

[illegible] ও অর্থপূর্ণ সংগীতসমৃদ্ধ সুপরিচালিত ঘটনাবহুল চিত্র 'মেরা গাঁও মেরা দেশ'-এর জনপ্রিয়তাকে বিশেষভাবে বর্ধিত করেছে। —অমৃতবাজার পত্রিকা

কাহিনীতে ঘটনার ফাঁকটা — নায়ক ধর্মেন্দ্র ও ডাকাত-দুর্বৃত্ত বিনোদ খান্না দক্ষতাই নিজের নিজের ভূমিকায় জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। —স্টেটসম্যান

আজই দেখুন, চিরকাল মনে থাকবে
মেরা গাঁও মেরা দেশ
প্যারাডাইস ৩, ৬, ৯
শ্রীরামপুর টকীজ — হীরা
১-৩০, ৪-৩০, ৭-৩০ (বহরমপুর)
অরুণ — রূপক (পাটনা)
(রাণীগঞ্জ) ২-৪৫, ৬, ৯
রিগ্যাল (জামসেদপুর) শেখর (খড়্গপুর)
২, ৫-৩০, ৮-৪৫ ২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০
কিরণ — নবকেতন — গৌরব
(বিহারশরীফ) (ভাগলপুর) (কটক)

৩য় গৌরবদীপ্ত সপ্তাহ
অভিনন্দিত চিত্রের জয়যাত্রা
ধর্মেন্দ্র • তনুজা • সমিত • গুড্ডি • উৎপল দত্ত
গুড্ডী
ইস্টম্যানকলার
পরিচালনা হৃষীকেশ মুখার্জী সঙ্গীত বসন্ত দেশাই
হিন্দ : কৃষ্ণা : দর্পণা
৩, ৫৮, ৮॥ ২॥, ৫॥, ৮॥ ২॥, ৫॥, ৮।
মেনকা : এলফিনস্টোন (পাটনা)
কোনারক (রাউরকেলা)
২॥, ৫॥, ৮॥ আরতি (বর্ধমান)
প্রভাত — মিলনী — মহুয়া
(কটক) (খড়্গপুর) (মেদিনীপুর)
মেনকায় প্রত্যহ দ্বিপ্রাহরিক প্রদর্শনী
... "FIVE MAN ARMY" ...

মেরে বাবু মিয়োনে ক্ষেত্রা
তেরে নামসে মুনলে খেলেঙ্গে
দারুণ জনপ্রিয় গান কৌতুক ভরপুর
সংসার
নবীন নিশ্চল, অনুপমা, নিরুপা রায়
রক্সী ৩ ৬, ৯
জামসেদপুর (জামসেদপুর) — পিকচার প্যালেস (ভাগলপুর) - আম্রপালী (বেতিয়া) মজফ্‌ফরপুর (বেরয়ো) — অলকা (জয়নগর) অপ্সরা (রৌরকেল্লা) অশোকা (সম্বলপুর) হিন্দ (কটক)

অভিনন্দনের নূতন ডালি নিয়ে
রাজেশ খান্না - শর্মিলা অভিনীত
শক্তি ফিল্মস
আরাধনা
রূপবাণী —প্রত্যহ— ৩, ৬, ৮৮টায়

২য় সঃ প্রতিটি দর্শকের অভিনন্দন ধন্য
এ যুগের সর্বাধিক অভিনন্দিত চিত্র শর্মিলা ঠাকুর ও রাজেশ খান্না নিবেদিত
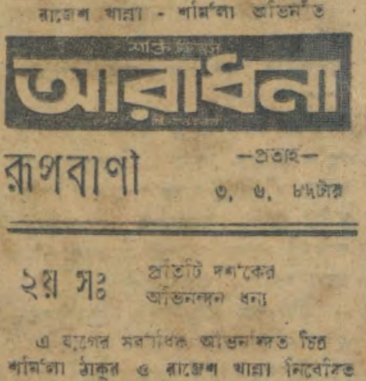

সোসাইটি প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টায়
ন্যাশনাল - প্রামাণিক - ভারতী উদয়ন (খিদিরপুর) (রাজাবাট) (চাকদা) (কাঁথি) শ্রীকৃষ্ণ (পুরী) : দ্রৌপদী (ভদ্রক)
- বিঃ দ্রঃ ছবিটি সোসাইটিতে দেখুন এবং আপনার টিকিটের প্রাপ্ত অংশ সহ যে কোন ভাষায় আপনার মতামত পাঠান : পারসনাথ পিকচার্স ১৭৯/১৬ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ ১৩ ঠিকানায়। ১৬শ বর্ষাধিক বয়সের একজন তরুণ ও তরুণীকে এই প্রযোজকের পরবর্তী 'তাপ' চিত্রে রাজেশ খান্না ও শর্মিলার সঙ্গে অভিনয়ের জন্য মনোনীত করা হবে।

কম্বল
সোয়েটার, উলেন কোট, ট্রাউজার অফিস ও হাউস স্টাফদের জন্য পাওয়া যায়।
হরলালকা স্টোর্স
(ব্রাবোর্ন রোড ও [illegible] লেন কলিকাতা-১। ফোন : ৩৩-৮২৪৯)

আইন-আদালত

ত্রাণকার্যের নামে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ

বসিরহাটে বিভিন্ন শিবিরে বাংলাদেশের শরণার্থীদের ত্রাণকার্যের নামে সরকারকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণার চক্রান্তের অভিযোগে মারওয়াড়ী রিলিফ সোসাইটির পূর্ব পাকিস্তান শরণার্থী সেবাকার্য সংস্থার আহ্বায়ক গৌরীশঙ্কর জালান এবং ম্যানেজার বিমল সারিয়া ও রামলাল বিরাসারিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এস এন দাসের আদালতে আসামীদের হাজির করা হয়েছিল।

কলকাতায় খুচরা পয়সার অভাব সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ৩ ডিসেম্বর—কলকাতার খুচরো পয়সার সাম্প্রতিক অভাবের কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন এ কথা জানান।

শ্রীচবন বলেন, দেশের অন্যত্র এই অভাব ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু কলকাতায়, মনে হয়, সম্প্রতি অবস্থা খারাপ হয়েছে। মাস দুই আগেও বরং কলকাতার অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল।

তিনি জানান, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কলকাতার ট্রাম কোম্পানি এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাকে সপ্তাহে যথাক্রমে ৩৫ হাজার ও ১৮ হাজার টাকার খুচরো পয়সা সরবরাহ করতেন। বেসরকারী বাসকেও অবস্থা অনুযায়ী বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হত।

শ্রীচবন জানান, কলকাতার এই ঘাটতির কারণও অন্যান্য স্থানেরই মত। ধাতু হিসেবে ব্যবহার। কারণ, তাতেই এক মুদ্রা বেশি পাওয়া যায়। গত ২২ অক্টোবর থেকে কাটু মুদ্রা (অপরাধ) অর্ডিনান্স অনুযায়ী মুদ্রা গলানো বা গলানোর জমানো অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

মন্ত্রী হলে ভারতকে শিক্ষা দিতে পারি

শ্রীভুট্টো

নয়াদিল্লী, ৩ ডিসেম্বর—পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীজুলফিকর আলী ভুট্টো আজ পুরো ক্ষমতা দাবির শর্তে অসামরিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় বাঙ্গালী প্রধানমন্ত্রীর অধীনে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণে রাজী আছেন।

পাকিস্তান বেতারে জানা যায়, শ্রীভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তিনি ইয়াহিয়া খানকে শর্তের কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

শ্রীভুট্টো আরও বলেন, যদি শর্ত গ্রহণ করা হয় তাহলে কালই মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে এবং আগ্রাসী ভারতকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। —ইউ এন আই
[illegible]

সম্পত্তি অধিকার বিল নিয়ে কমিটি

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লী, ৩ ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গের জন্য সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটি সম্পত্তি অধিকার (সংশোধন) বিল নতুন করে পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ১১ জনের একটি কমিটি করতে বলেছেন

৬৭ হাজার [illegible] সংক্রান্ত বিরোধে রাজস্ব অফিসারেরাই সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র অধিকারী, বিলের এই ধারা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ইউনিটের দর

বোম্বাই, ৩ ডিসেম্বর—আগামীকাল ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃ ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ১০ টাকা ৭৫ পয়সা এবং ১০ টাকা ৩৫ পয়সা বহাল থাকবে। —পি টি আই

যাযাবর (নর্থ) প্রযোজিত
চটকহীন বাস্তব নাটক
জাগরণ —আজ— সন্ধ্যা ৬॥টায়
প্রতি বৃহঃ ও শনি ৬॥টায়
রবি ও ছুটির দিন ৩টা ও ৬॥টায়
বয়েজ ওন লাইব্রেরী হল
(বিশ্বরূপা ও রঙ্গনার মাঝে)
(সি ২৪৮১)

গ্রেস
প্রত্যহ ১২টা, ৩টা ও ৬টা
কেবল এক সপ্তাহের জন্য
ইম্পিরিয়াল ভেনাস (এ)
জিনা লোলোব্রিজিডা – স্টিফেন বয়েড

এখন চলছে
নবকেতনের
জুয়েল থীফ
দেব আনন্দ • বিজয় আনন্দ • এস.ডি.বর্মন
ভারতী ও ছায়া
(৩, ৬, ৯) (২, ৫॥, ৮॥)

ছাপাখানা কর্মীদের প্রতীক ধর্মঘট

প্রেস কর্মচারীদের যুক্ত সংগ্রাম কমিটির ডাকে বৃহস্পতিবার কলকাতার ছাপাখানা কর্মচারীরা এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করেন। এক দল প্রেস কর্মচারী মাস্টার প্রিন্টারস অ্যাসোসিয়েশন-এর সামনে তাঁদের অভাব অভিযোগ প্রতিকারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান।

ইউ টি ইউ সির (লেনিন সরণির) শ্রীকার্তিক ঘোষ এক বিবৃতিতে কর্মীদের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত দাবি দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সোনা ও রূপা

৩ ডিসেম্বর—আজ কলকাতার বাজারে বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্ট্যান ১০ গ্রাম)	২০০৲
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৯০৲
রূপার বাট (১ কেজি)	৫১৪৲
ঐ খুচরা (১ কেজি)	৫১৮৲

শোক-সংবাদ

শ্রীসুকুমার সিংহ গত ২৩ নভেম্বর সকালে তাঁর জোড়াসাঁকোর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গিয়েছেন। অল্প বয়সেই শ্রীসিংহ স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন এবং অগ্রজ বিপ্লবী স্বর্গত সুধীরকুমার সিংহের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন।

হিমাচল প্রদেশ স্টেট লটারিজ

২২ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলার ফলাফল

নং ১-১৫/৭১ ফিনাঃ (লেখা) তারিখ সিমলা-২, ২৩ নভেম্বর '৭১

২২ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে সিমলা-২ অবস্থিত হিমাচল ভবনে অনুষ্ঠিত হিমাচল প্রদেশ স্টেট লটারিজের ২য় খেলার ফলাফল নিম্নে উল্লেখিত হইল :—

একটি প্রথম পুরস্কার ২,০০,০০০৲ টাকা F 182272

দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ২৫,০০০৲ টাকা
1. G 100992
2. H 112593

তিনটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫,০০০৲ টাকা
1. G 271424
2. H 266822
3. F 260863

পঞ্চাশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০৲ টাকা

F Series		G Series		H Series	
183597	139713	233732	223553	263207	104243
117547	100644	158245	244637	254829	117944
108127	212322	170656	170124	124607	137304
406270	264133	184124	137331	221240	121400
123636	144837	313626	130151	104210	234597
210531	494339	316350	253826	113220	
187376	176907	156293	121597	127900	
409130	180533	147410	201534		
		177110	211861		
		212064	307427		
		152238	302690		

একশতটি সান্ত্বনা পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা

F Series		G Series		H. SERIES	
124220	217542	167219	409227	153745	194442
209611	186370	246964	179835	237264	186817
246120	146049	303289	157927	166168	140988
414213	161066	211624	166467	241585	241207
140494	194384	220286	237826	236165	136613
163124	142387	211676	113290	250912	157237
215237	257658	314934	196828	206884	138121
211694	249251	164483	176560	153153	302699
116109	202745	143140	181614	100590	230237
414625	134497	122823	133961	414780	111223
108640	109238	184377	207631	246240	217513
204625	213131	188682	166603	104585	161327
402870	307160	150187	121632	266923	186237
127504	244320	206178	166244	131637	205687
107684	306511	191737	266148	243525	
250264	113612	227505	224307	315009	
		307160	272994	121823	
		236287	117835	202123	

সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল
(১ নভেম্বর '৭১ হইতে ১২ নভেম্বর '৭১ পর্যন্ত)
১২টি প্রথম পুরস্কার প্রত্যেকটি ২৫০০৲ টাকা

F Series	G Series	H Series	
144235	223977	111931	180445
107547	253600	267415	117576
226927	107479	103524	102923

২৪টি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০০৲ টাকা

F Series		G Series		H Series	
131886	163561	123024	233462	147613	246114
176870	226534	167611	166280	237897	105933
148549	127193	152832	124213	164272	151896
220933	230280			107618	248876
157819	258228				

৬০টি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০৲ টাকা

F Series			G Series		H Series	
131356	247897	235538	107334	157290	147399	157223
162537	126592	194691	127811	247607	236270	263315
103251	105565	243230	113927	244177	166668	267531
180468	106038	173270	223684	180984	173567	154302
166818	251922	173163	180987	134931	173426	157143
157243	171588	261194	149365	173548	107912	134972
137197	237143	244845	166695	117185	117670	134697
236923	244112	227054	113186	234807	116951	267016
194663	107197			133597		260242

বিঃ দ্রঃ সংবাদপত্রগুলোকে পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের নির্ভুল সংখ্যা মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। সংবাদপত্রে ফলাফল মুদ্রণে কোনরূপ প্রমাদ বা ভুল হইলে তজ্জন্য হিমাচল প্রদেশ স্টেট লটারিজ দায়ী হইবেন না।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী টিকিটধারীগণকে ডিরেক্টর হিমাচল প্রদেশ স্টেট লটারিজ, সিমলা-২ এর নিকট স্বয়ং গিয়া তাঁহাদের টিকিট পেশ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যান্য পুরস্কার বিজয়ীগণকে পুরস্কারের পরিমাণের জন্য স্ট্যাম্পড অগ্রিম রসিদ সমেত তাঁহাদের টিকিটের উল্টোদিকে তাঁহাদের নামস্বাক্ষর করিয়া এবং তাঁহাদের পুরা-ঠিকানা লিখিয়া পুরস্কারবিজয়ী টিকিট রেজেস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাইতে অনুরোধ করা হইতেছে। সমস্ত পুরস্কারবিজয়ী টিকিট ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে পেশ করিতে হইবে। জাল বা ছেঁড়া, কাটা বা বদলানো তোলা টিকিট কোন পুরস্কারের জন্য বৈধ টিকিট বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

নিম্নোক্ত এজেন্টগণ তাঁহাদের বিক্রয়ের দরুণ ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন :—

১। মেসার্স হিমাচল লটারি এজেন্সি, দিল্লি; প্রোপ্রাইটর শ্রীহরবংশলাল নারুলা, ৪৯৭৬, নয়াবস্তা, পুল বাঙ্গাশ, দিল্লি-৬ ২৫০০৲ টাকা।
সহায়তা করিয়াছেন :—
(১) শ্রীসত্যদেব ভারতী শপ নং ১০০, মোহন সিং প্লেস, কনট প্লেস নয়াদিল্লি।
(২) শ্রী কে এল গর্গ, শপ নং ২৬, মোহন সিং প্লেস, কনট প্লেস নয়াদিল্লি।
(৩) মেসার্স প্যাটেল এজেন্সি, ৫, চন্দর বিহার গেস্ট হাউস, এম জি রোড, আমেদাবাদ-১।
(৪) মেসার্স টিপটপ লটারি, মানিক চক, আমেদাবাদ।
(৫) মেসার্স নূতন বুক ডিপো, ভগৎ সিং মার্কেট, নয়াদিল্লি।
(৬) মেসার্স ভিরা এজেন্সি, ১৬৯-জি, এম জি রোড, আমেদাবাদ।
(৭) শ্রীবাসদেব রজনী সেভেন্টিনথ ক্রস কিলারি রোড, বাঙ্গালোর।
(৮) শ্রী পি ভি থাকার ২০/৪, এভারার স্ট্রীট, কোয়েম্বাটোর-১।
(৯) মেসার্স এ জি এন্টারপ্রাইজার্স স্টল নং ১৭, এম মার্কেট ভাস্কো-ডি-গামা, গোয়া।
(১০) মেসার্স মারোয়া লটারি এজেন্সি, বি-১১৮ তিলক নগর, নয়াদিল্লি।
২। শ্রীইকবাল চাঁদ খান্না, ৩, খরশিদ মার্কেট, সদর বাজার নয়াদিল্লি : ১,৫০০৲ টাকা।
৩। মেসার্স ভি কুমার, ১২, অমরনাথ মুক্তাবন এস্টেট এ ব্লক, কনট প্লেস নয়াদিল্লি : ১০০০৲ টাকা
শাখা :—
(১) মেসার্স ভি কুমার, ডিরেক্টর কমিউনিকেশন বিল্ডিংস, এল ও এম সি বুথ, কনট প্লেস, নয়াদিল্লি।
(২) মেসার্স ভি কুমার আই এন এ মার্কেট, নয়াদিল্লি।
(৩) মেসার্স ভি কুমার কুতব রোড, সদর বাজার, নয়াদিল্লি।
অন্যান্য সান্ত্বনা পুরস্কার :—
মিসেস এস পাল, ১৩/১, এস জি রোড, কলিকাতা : ২৫০৲ টাকা।

২২-১-১৯৭২ তারিখে অনুষ্ঠেয় তৃতীয় খেলার ঘোষণা

(এ, বি এবং সি—এই তিন সিরিজে টিকিট পাওয়া যাইবে)

প্রথম পুরস্কার—১,৫০,০০০৲ টাকা (সকল সিরিজ মিলাইয়া)
দ্বিতীয় পুরস্কার— ৪৫,০০০৲ টাকা (তিন সিরিজের প্রতিটিতে ১৫,০০০৲ টাকা)
তৃতীয় পুরস্কার— ১৫,০০০৲ টাকা (তিন সিরিজের প্রতিটিতে ৫,০০০৲ টাকা)
এবং অন্যান্য শত শত নগদ পুরস্কার

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ হইতে ৫ জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখ পর্যন্ত সাপ্তাহিক খেলা
(সকল সিরিজ মিলাইয়া পুরস্কার)

প্রথম পুরস্কার (১টি)—২,৫০০৲ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার (২টি)— ৫০০৲ টাকা প্রতিটি
তৃতীয় পুরস্কার (৫টি)— ১০০৲ টাকা প্রতিটি

তৃতীয় খেলার টিকিট বিক্রয় ১৯৭১ সালের ১ ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি লটারিজ, হিমাচল ভবন সেকেন্দ্রা রোড নয়াদিল্লী (ফোন নং ৪৭১৬৩) ডিরেক্টরের অফিস, হিমাচল প্রদেশ স্টেট লটারিজ, সিমলা-২ এবং হিমাচল প্রদেশের সকল ট্রেজারী অফিসারের অফিসে টিকিট পাওয়া যাইবে।

ডেপুটি সেক্রেটারি (ফিনান্স)-
কাম-ডিরেক্টর, এইচ পি
স্টেট লটারিজ,
সিমলা-২

আয়োডেক্স®
পেশীর ব্যথায় ও পেশীর পরিশ্রমে মালিশ করুন
নিশ্চিত আরাম পাবেন

■ বেদনার প্রকৃত উপশম হয়
■ ফোলা ও প্রদাহ কমায়
■ দেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষসমূহ সারিয়ে তোলে

বেদনার কবল থেকে
প্রকৃত আরাম পেতে হ'লে
আয়োডেক্স

আয়োডেক্স
মোচকানোর যন্ত্রণায় ● ফোলা ● প্রদাহে
● পেশীর ব্যথায় ও পেশীর পরিশ্রমে ● পিঠের ব্যথায়
● গাঁটের ব্যথায়

® রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক
SKF স্মিথ ক্লাইন এণ্ড ফ্রেঞ্চ-এর তৈরী
ASP-SKF-1A-BEN

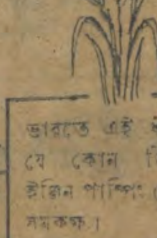

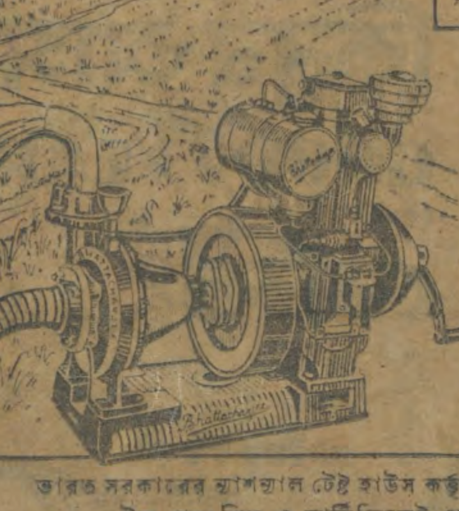

পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত
Bhattacharjee
নলকূপ ও অন্যান্য সেচকার্যের জন্য স্বল্প খরচে, স্বল্প মূল্যে ভট্টাচার্য্য ডিজেল পাম্পিং সেট ৫ ঘোড়া ৭·৫ সে. মি. ×৬·২৫ সে. মি. পাম্পট্রলী, সাকসন, ডেলিভারী, পাইপ ও ফিটিং সহ।

ভারতে এই ধরণের যে কোন ডিজেল ইঞ্জিন পাম্পিং সেটের সমকক্ষ।

—বৈশিষ্ট্য—
মাইকো ফুয়েল ইনজেকসন
হেপোলাইট ইণ্ডিয়া লাইনার
পিষ্টন, ট্রাক্সো ভালভ, জি. জি. গিয়ার ইউনিট,
ষ্টীল পার্টস্
উৎকৃষ্ট মেটাল বিয়ারিংস ও
উন্নত কারীগরী

ভারত সরকারের ন্যাশন্যাল টেষ্ট হাউস কর্ত্তৃক পরীক্ষিত,
উচ্চ প্রসংশিত ও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত
এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
১৮, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১, ফোন : ২২-৫২৭৫, ২২-৭৩৭২
বিঃ দ্রঃ-ডিলারদিগের জন্য যোগাযোগ করুন

বিঃ দ্রঃ—ব্যাংক ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি লোনের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

মিস্ ক্যালকাটা
১৯৭০ ১৯৭১কে
?
আজ রাতে নির্ব্বাচন হবে।
স্পনসরস্: এপোলো জিপার কোং
(প্রাঃ) লিমিটেড
পি.সি.চন্দ্র এণ্ড সন্স
জুয়েলার্স
১২৭, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলি-১২

এয়ার লাইনস নেহরু হকি ফাইনালে

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের গোলরক্ষক আর কে পন্ত টাই-ব্রেকারে দুটি পেনাল্টি স্ট্রোক বাঁচিয়ে আজ ওয়েস্টার্ন রেলকে অচল করে এয়ার লাইনসকে নেহরু হকির ফাইনালে উঠতে সাহায্য করল। শনিবার ফাইনাল খেলা হবে এয়ার লাইনস ও ব্রিটেনের মধ্যে। ১৪ মিনিট অতিরিক্ত সময় খেলান সত্ত্বেও ফয়সালা হয়নি। তারপর টাই-ব্রেকারে ওয়েস্টার্ন রেল ২—৪ গোলে পরাজিত হয়। ১৯৬৮ সালে এয়ার লাইনস এবং অল ইন্ডিয়া পুলিশ নেহরু হকিতে যুগ্ম জয়ী হয়েছিল।

দুই দলের প্রথম দিনের খেলাটি (২—২), অমীমাংসিত শেষ হয়েছিল। আজকের খেলাটিতে প্রথম দিনের মত তীব্র প্রতিযোগিতা হয়নি। শুধু পেনাল্টি স্ট্রোকের সময় উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। টাই-ব্রেকারের জন্য 'টস' জয়ী হয়ে রেল অধিনায়ক বলবীর সিং এয়ার লাইনসকে 'পেনাল্টি স্ট্রোক' নিয়ে শুরু করতে দেন। এয়ার লাইনসের রাইট-ইন অশোককুমারের নিচু স্ট্রোক রেল গোলরক্ষক সতীন্দর পাল প্যাড দিয়ে আটকান। অতঃপর রেল হাফ ব্যাক অ্যান্টিকের চমৎকার শট ঝাঁপিয়ে হাত দিয়ে বার করে দেন গোলরক্ষক পন্ত।

দু-পক্ষ তাদের প্রথম সুযোগ নষ্ট করার পর এয়ার লাইনসের কৃষ্ণমূর্তি তাঁর গড়ানে শট দ্বারা প্রথম গোল করে (১—০)। এরপর রেলের পালা। পুরণ সিংয়ের প্রয়াস পন্ত এবারও হাত দিয়ে আটকে দেন, তারপর এয়ার লাইনসের গোবিন্দ চমৎকার স্কুপে গোল করে (২—০)। রেলের অশোক পেনাল্টি স্ট্রোক করতে এসে বল পোস্টে মেরে তৃতীয় ব্যর্থতা রেলকে এনে দেয়। এয়ার লাইনসের মোনাপ্পা যখন স্ট্রোক নিতে এল সারা মাঠ তখন উত্তেজনায় কম্পমান। মোনাপ্পা অকম্পিত হাতে গোল করে এয়ার লাইনসের জয় নিশ্চিত করে দেন (৩—০)। ফয়সালা নির্ধারিত হয়ে গেলেও পরবর্তী স্ট্রোকগুলি নিছকই নিয়মরক্ষার ব্যাপার হয়। রেলের শিব দত্ত ও করিম গোল করে। এয়ার লাইনসের চতুর্থ গোল অধিনায়ক ইনাম-উর-রহমানের।

—পি টি আই, ইউ এন আই

সিকুয়েরা হতাশ করেছে

বিশেষ প্রতিনিধি

বারনপুর, ৩ ডিসেম্বর—আজ বারনপুর স্টেডিয়ামে ১৫ হাজার দর্শকের সামনে ইসকোর ডিরেকটার শ্রীরমেশ মুখারজি আন্তঃ ইসপাত অ্যাথলেটিকস ও সাইক্লিং প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রচুর আতসবাজি ফাটিয়ে ও ব্যান্ড বাজিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়। অ্যাথলেটিকস বিবরণগুলি সকলকে হতাশ করেছে। সকলের দৃষ্টি ছিল এডওয়ারড সিকুয়েরার দিকে। সে ১৫০০ মিটার ও পাঁচ হাজার মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে বটে কিন্তু সময় নিয়েছে অনেক বেশি। ১৫০০ মিটার ৪ মিঃ ৬ সেকেন্ড কিন্তু দিল্লির সিলেকসন ট্রায়ালে ৩ মিঃ ৫৩·৭ সেকেন্ড করেছিল। ১৯৬৫ সালে ৫০০০ মিটার দৌড়েছিল ১৪ মিঃ ৫৪·৮ সেকেন্ডে আর আজ দৌড়েছে ১৫ মিঃ ২৬·২ সেকেন্ডে। প্রতিযোগিতার শেষে তার কোচ বেরজসকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন, "এখন সিকুয়েরার বিশ্রাম নিচ্ছে। এপ্রিল থেকে অনুশীলন শুরু করবে। টিসকোতে চাকরি করে বলেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে।" আজ পাঁচটি অ্যাথলেটিকসের বিষয়ের ফাইনাল হয়। একটিতে ইসপাত রেকরড করেছে। সটপাটে এইচ এস সান্ধু ১৪·৭১ মিটার দূরে ছুঁড়েছে। সাইকেলের একটি ফাইনাল হয়েছে। তিনদিন প্রতিযোগিতা চলবে।

সি এ বি-র নতুন মুশকিল

বাংলাদেশের সাহায্যার্থে ইংল্যান্ডে 'রাবার' জয়ী ভারতীয় দল বনাম অবশিষ্ট ভারতীয় দলের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলা ইডেনে ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সি এ বি এই খেলাকে পিছিয়ে ৩০, ৩১ ডিসেম্বর, ১ ও ২ জানুয়ারি করার জন্য ক্রিকেট কনট্রোল বোরডের কাছে অনুরোধ জানায়। সি এ বি মনে করে, ওই দিনগুলিতে বেশির ভাগ অফিস ছুটি থাকায় বেশি দর্শক মাঠে আসবে। ক্রিকেট কনট্রোল বোরড সি এ বি-র প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। শুক্রবার সি এ বি সম্পাদক শ্রীশম্ভু পান জানান, "আমরা এখন নতুন মুশকিলে পড়েছি। কারণ, ওই দিনগুলিতেই বাংলা দলকে রনজি ট্রফি খেলতে যেতে হবে বিহারের বিরুদ্ধে। বিহার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে আমরা অনুরোধ জানিয়ে আজ চিঠি দিয়েছি, যাতে রনজি ট্রফি খেলা এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হয়।"

সাটারডে ক্লাব টেনিস

শনিবারের খেলা

৫টা ১৫ মিঃ—এস বরমা ও মিসেস মারচেন্ট : এস গোপালকৃষ্ণ ও মিসেস রাধাকৃষ্ণ।

৬টা ১৫ মিঃ—বিজয় অমৃতরাজ : জি মিত্র।

৭টা ১৫ মিঃ—ডাবলস ফাইনাল।

শনিবারে—

প্রথম ডিভিশন লীগ ক্রিকেট—মোহনবাগান : টাউন; কালীঘাট : বালিগঞ্জ ইউনাইটেড; ডালহৌসি : ইস্টবেংগল। **দ্বিতীয় ডিভিশন**—ক্যালকাটা জিমখানা : আড়িয়াদহ।

রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ — বিজয়ী সংঘ : হাওড়া ইউনিয়ন; টালিগঞ্জ সুভাষ : নৈহাটি এ সি। **কলকাতা ভলিবল লীগ**—গারডেন রীচ : হিন্দুস্থান; উদয়ন : সপ্তর্ষি।

অ্যাথলেটিকস—বেলা ১২টায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বেহালা অ্যাথলেটিকস স্পোরটস।

শুক্রবারে

রাজ্য ভলিবল—বড়বাজার যুবক সংঘ (৩—১) নৈহাটি এ সি-কে এবং বিজয়ী সংঘ (৩—০) চেতলা পারককে পরাজিত করে। বৃহস্পতিবার ছাত্র সমিতি (৩—১) টালিগঞ্জ সুভাষ সংঘকে, হাওড়া ইউনিয়ন (৩—১) চেতলা পারককে, নৈহাটি এস সি (৩—০) এরিয়ানকে হারিয়েছিল।

শুক্রবার হকি খেলোয়াড়দের দলপরিবর্তনে অঞ্জন দাশ কাসটমস থেকে এনটালি এ সিতে, প্রসন্ন সরকার কাসটমস থেকে এবং শঙ্কর মিত্র গ্রীয়ার থেকে ইস্টবেংগলে সই করেছেন।

খেলাধূলা-কণা

সাত বছর আগে লিমার ফুটবল মাঠে তিন শতাধিক লোকের মৃত্যুর জন্য একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের ত্রিশ মাস কারাদণ্ড হয়েছে!

সাম্প্রতিককালে খেলার মাঠে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেনি। ১৯৬৪ সালে ২৪-মে আরজেনটিনা ও পেরুর প্রি-অলিম্পিক ফুটবল খেলা চলাকালে বিবদমান দর্শকদের মধ্যে ওই পুলিশ অফিসারের নির্দেশে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়। ফলে, ৩২৩ জন সন্ত্রস্ত দর্শক ভীড়ের চাপে মারা যান।

ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। কলিকাতার প্রদর্শনী ক্রিকেট ম্যাচ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখ বিকাল ৫·৩০টার ইডেন গার্ডেনসে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সকল সদস্যকে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে।

(৬২৫১)

স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারী মেয়েদের
জিভের মত কেন?
কারন একবার শুরু
হলে আর
থামতেই চায় না
CARPOWER
178, 12-30 BG

বি-বি-সি-এফ.
লটারি
৪র্থ খেলা :
১৮-১২-৭১
প্রতি টিকিট :
১. টাকা
১ম পুরস্কার : ৩,০০,০০০. টাকা সেই সঙ্গে
নিজস্ব এক খণ্ড জমি অথবা নগদ ১০,০০০. টাকা ([illegible])
● এ-ছাড়া ২০৯টি নগদ পুরস্কার ●

মাইনিং অ্যান্ড এলায়েড মেশিনারি কর্পোরেশন লিঃ
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
দুর্গাপুর—১০
অ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে পূর্ববর্তী বিজ্ঞাপন সূত্রে দুর্গাপুর, আসানসোল ও কলিকাতার শিল্পাঞ্চলের ক্ষুদ্রায়তন ইউনিটগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতেছে যে, এম এ এম সি-তে তালিকাভুক্তির জন্য দরখাস্তের ফরম ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের পর ইস্যু করা হইবে না। তালিকাভুক্তির জন্য যথাযথভাবে পূরণ করা দরখাস্ত ফরম গ্রহণের শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭১; উহার পর আর কোন দরখাস্ত গৃহীত হইবে না।

স্বাঃ ডাব্লিউ পি নিয়োগী
ম্যানেজার/অ্যানসিলারি ইন্ডাস্ট্রিজ

AA/15/F/9/gkp/ naa/MAMC/71

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 49

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1972 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable up to 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon, and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by five years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 x 10 cms indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964, and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 3rd January, 1972 (17th January, 1972 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

Posts at S. No. 26 permanent. Posts at S. Nos. 13, 17, 25 and 30 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 12, 18, 19, 23, 28 and 31 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 22 and 27 temporary but likely to continue indefinitely. Posts at S. Nos. 15, 21, 24 and 32 temporary but likely to continue. Posts at S. Nos. 11 and 29 temporary but likely to continue on year to year basis. Post at S. No. 14 temporary.

One post at S. No. 12 and post at S. No. 13 reserved for Scheduled Castes candidates failing which reserved for Scheduled Tribes candidates. One post each at S. Nos. 12 and 26 reserved for Scheduled Tribes candidates failing which reserved for Scheduled Castes candidates. One post each at S. Nos. 5, 6, 7 and 8 and two posts at S. No. 9 reserved for Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces on or after 1-11-1962 during the Emergency and are later released/invalided owing to disability attributable to Military Service/due to be released. These posts are to be treated as unreserved if suitable candidates belonging to the reserved categories are not available.

Post at S. No. 11 reserved for Scheduled Castes candidates failing which reserved for Scheduled Tribes candidates. Out of the nine posts at S. No. 29, two posts are reserved for Scheduled Castes candidates and five posts for Scheduled Tribes candidates. These posts are not to be treated as unreserved if suitable candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities are not available.

Posts at S. Nos. 22, 27 and 32 reserved for Scheduled Castes candidates who alone need apply.

1. **One Associate Professor of Medicine (Cardiology), Ministry of Health & Family Planning (Department of Health). Post likely to be included in the Specialists' Grade of the Central Health Service, Class I.** Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. plus Rs. 200 p.m. as special pay. Age limit 45 years. Qualifications essential (i) A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956. (ii) Post-graduate degree in Medicine e.g. M.D., M.R.C.P., Ph.D. (Medical), M.Sc. (Medical), M.Sc. (Medicine) (Nagpur) or equivalent. (iii) At least five years' experience as Reader/Assistant Professor in Cardiology in a medical college/teaching institution after the requisite post-graduate qualifications.

2. **One Associate Professor of Surgery (Cardiac Surgery), Ministry of Health & Family Planning (Department of Health). Post likely to be included in the Specialists' Grade of the Central Health Service, Class I.** Pay same as in item 1 above. Age limit 45 years. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 1 above. (ii) Post-graduate degree in Surgery e.g. M.S., F.R.C.S., F.A.C.S. or equivalent. (iii) At least five years' experience as Reader/Assistant Professor in Cardiac Surgery in a medical college/teaching institution after the requisite post-graduate qualifications.

3. **One Associate Professor of Medicine (Neurology), Ministry of Health & Family Planning (Department of Health). Post likely to be included in the Specialists' Grade of the Central Health Service, Class I.** Pay same as in item 1 above. Age limit 45 years. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 1 above. (ii) Post-graduate degree in Medicine e.g. M.D., M.R.C.P., Ph.D. (Medical), M.Sc. (Medical), M.Sc. (Medicine) (Nagpur), or equivalent. (iii) At least five years' experience as Reader/Assistant Professor in Neurology in a medical college/teaching institution after the requisite post-graduate qualifications.

4. **Two Lecturers in Preventive & Social Medicine, Ministry of Health & Family Planning (Department of Health). Specialists' Grade of the Central Health Service, Class I.** Pay Rs. 600—40—1000—EB—50—1300 plus non-practising allowance @ 50% of pay subject to a maximum of Rs. 600 p.m. Age limit 45 years. Qualifications essential (i) Same as (i) in item 1 above. (ii) Post-graduate degree qualifications in Preventive & Social Medicine/Public Health e.g. M.D. (Preventive & Social Medicine), M.D. with Public Health, D.Sc. (Public Health), Dr.P.H. or equivalent. (iii) At least three years' experience as Registrar/Tutor/Demonstrator in the concerned speciality in a medical college/teaching institution.

5. **Two Senior Scientific Officers, Grade II, Directorate of Technical Development & Production (Air), Ministry of Defence.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age limit preferably below 30 years. Qualifications essential: *For both the posts:* Second class degree in Aeronautical Engineering/Mechanical Engineering of a recognised university or equivalent. *For the 1st post:* About two years' experience in inspection/manufacture/repair/maintenance/overhaul/testing of aero-engines. *For the 2nd post:* About two years' experience in inspection/manufacture/repair/maintenance/overhaul/testing of aircraft or engine accessories.

6. **Two Senior Scientific Officers, Grade II, Directorate of Technical Development & Production (Air), Ministry of Defence.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age limit preferably below 30 years. Qualifications essential: (i) Second class degree in Electrical Engineering/Instruments Technology of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' experience in the field of electrical machines and other electrical equipment.

7. **Two Junior Scientific Officers, Directorate of Technical Development & Production (Air), Ministry of Defence.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age limit preferably below 30 years. Qualifications essential: Second class degree in Electrical Engineering/Instrument Technology of a recognised university or equivalent.

8. **Three Junior Scientific Officers, Directorate of Technical Development & Production (Air), Ministry of Defence.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age limit preferably below 30 years. Qualifications essential: Second class degree in Telecommunication Engineering or Second class Master's degree in Physics with Electronics as special subject of a recognised university or equivalent.

9. **Three Junior Scientific Officers/Assistant Inspecting Officers, Directorate of Technical Development & Production (Air), Ministry of Defence.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age limit preferably below 30 years. Qualifications essential: Second class degree in Aeronautical/Mechanical Engineering of a recognised university or equivalent.

10. **One Assistant Research Officer (Engineering), Central Water & Power Research Station.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age limit 30 years. Qualifications essential: Degree in Telecommunication Engineering of a recognised university or equivalent.

11. **One Research Assistant (Electrical Engineering), Central Hindi Directorate, Ministry of Education & Social Welfare.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age limit 40 years. Qualifications essential (i) Degree in Electrical Engineering of a recognised university or equivalent with sound knowledge of Hindi and English. (ii) Experience of terminological, lexicographical and literary journalistic work involving use of Hindi.

12. **Two Architectural Assistants, Public Works Department, Government of Goa, Daman & Diu.** Pay Rs. 325—15—475—20—575. Age limit 30 years. Qualifications essential: Degree in Architecture of a recognised university or equivalent.

13. **One Manager (Quality Control), Delhi Milk Scheme, Ministry of Agriculture.** Pay Rs. 1100—50—1400. Age limit 45 years. Qualifications essential (i) M.Sc. degree in Chemistry/Biochemistry/Bacteriology or post-graduate degree in Dairying or diploma in Dairying along with a degree in Science of a recognised university. (ii) About seven years' experience in chemical and bacteriological analysis of milk and milk products.

14. **One Senior Research Officer (Ordinary Grade), Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, Ministry of Agriculture.** Pay Rs. 700—50—1250. Age limit 40 years. Qualifications essential (i) At least second class M.Sc. degree in Physics or Applied Physics or Physical Chemistry of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' experience in experimental techniques relating to study of physical properties of materials, particularly diffusion or hydrodynamic flow or pore size studies in porous media.

15. **One Lecturer in Agricultural Extension Methods, Extension Education Institute, Nilokheri, Ministry of Agriculture.** Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) Master's degree in Agriculture of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience in agricultural development work including two years' experience of teaching agriculture.

16. **One Senior Scientific Officer (Explosives), Central Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs.** Pay Rs. 400—40—800—50—950. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) M.Sc. degree in Chemistry of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' experience in analytical/organic chemistry or explosives.

17. **One Assistant Professor (Marketing & Cooperation), Central Institute of Fisheries Education, Bombay (Department of Agriculture), Ministry of Agriculture.** Pay Rs. 400—40—800—EB—50—950. Age limit 40 years. Qualifications essential (i) At least second class Master's degree in Zoology or Chemistry or Economics or Commerce of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' experience of fish marketing and cooperation.

18. **One Lecturer in Zoology, G.P. Women's College, Imphal, Government of Manipur.** Pay Rs. 350—30—500—EB—30—680—EB—35—925. Age limit 30 years. Qualifications essential (i) Second class Master's degree in Zoology of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' teaching experience in Zoology.

19. **One Soil Conservation Officer, Andaman & Nicobar Administration.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age limit 30 years. Qualifications essential (i) Master's degree in Soil Science or Agriculture with specialisation in Soil Science of a recognised university or equivalent. (ii) About three years' research/practical experience in soil conservation.

20. **One Junior Scientific Officer, R & D Organisation, Institute of Nuclear Medicine & Allied Sciences, Ministry of Defence.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age limit preferably below 30 years. Qualifications essential: Second class M.Sc. degree in Chemistry with good knowledge of protein chemistry.

21. **Fourteen Botanists, Botanical Survey of India.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) At least second class M.Sc. degree in Botany of a recognised university or equivalent. (ii) Experience of research in Taxonomy, including Cytotaxonomy of any of the following branches of Botany: (a) Algae (b) Fungi (c) Bryophytes/Pterodophytes (d) Angiosperms/Gymnosperms (as evidenced by publications). (iii) Experience of plant collection in the field.

22. **One Marketing Officer (Animal Casings Scheme), Directorate of Marketing & Inspection, Ministry of Agriculture.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age limit 40 years. Qualifications essential (i) A degree in Veterinary Science of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' experience in the field of marketing of livestock and livestock products including cooperative marketing.

23. **One Assistant Lecturer in Physical Chemistry, Government Arts & Science College, Daman, Government of Goa, Daman & Diu.** Pay Rs. 300—25—600. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) At least second class Master's degree in Physical Chemistry of a recognised university/institution or equivalent. (ii) One year's teaching experience preferably through the medium of Hindi or Gujarati.

24. **One Assistant Chemist, Grade I, National Archives of India.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age limit 30 years. Qualifications essential (i) Master's degree in Chemistry or Physics of a recognised university or equivalent. (ii) Research and/or teaching experience in a college or university.

25. **One Administrative Officer (Civilian), Armed Forces Medical Stores Depot, Ministry of Defence.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) Knowledge of Government rules and regulations. (iii) About five years' experience of administrative, account and establishment work in a Government or semi-Government organisation or in a commercial concern of repute, of which three years should be in a supervisory capacity.

26. **Two Personnel Officers, Kolar Gold Mining Undertakings, Ministry of Steel & Mines, Department of Mines.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) About five years' experience of handling establishment matters, of which at least two years must have been in a responsible position. (iii) Knowledge of labour laws and service rules and regulations applicable to employees of Government and semi-Government organisations.

27. **One Stores Officer, Research & Development Organisation, Ministry of Defence.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. Age limit 40 years. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university or equivalent. (ii) Training in indenting, purchase and maintenance of technical stores and in keeping of stores accounts. (iii) About three years' experience in a responsible capacity in a Government department or in a public body or in a private concern of repute.

28. **Four Lecturers, One each in (i) Mathematics (ii) Chemistry (iii) Physics and (iv) Botany, G.P. Women's College, Imphal, Government of Manipur.** Pay Rs. 350—30—500—EB—30—680—35—925. Age limit 30 years. Qualifications essential (i) Second class Master's degree in the subject concerned of a recognised university/institution or equivalent. (ii) About three years' teaching experience in the subject concerned.

29. **Nine Research Assistants (Hindi), Central Hindi Directorate, Ministry of Education & Social Welfare.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age limit 35 years. Qualifications essential (i) Master's degree in Hindi or Master's degree in Sanskrit with Hindi as elective subject at degree stage of a recognised university or equivalent, and sound knowledge of English. (ii) Experience of translation work from English to Hindi and *vice-versa*.

30. **One Cameraman, Films Division, Ministry of Information & Broadcasting.** Pay Rs. 475—25—500—30—680. Age limit 45 years. Qualifications essential: Matriculation of a recognised university or equivalent with about five years' experience in Motion Picture Photography or Degree/Diploma in Cinema (Motion Picture Photography) of a recognised university/institute or equivalent with experience of Motion Picture Photography.

31. **One Psychiatric Social Worker (Senior), Hospital for Mental Diseases, Directorate General of Health Services.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age limit 30 years. Qualifications essential (i) Master of Social Work (MSW) or M.A. in Social Work of a recognised university or equivalent with specialisation in medical & psychiatric social work. (ii) About three years' practical experience in the field.

32. **One Technical Assistant (Advertising), Directorate of Advertising & Visual Publicity (Ministry of Information & Broadcasting).** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age limit 40 years. Qualifications essential (i) Degree of a recognised university. (ii) About three years' experience in an advertising agency or the advertisement department of a newspaper or periodical of repute or comparable experience in a Government or commercial organisation.

CORRIGENDA

1. **One Lecturer in Medicine, Ministry of Health & Family Planning (Department of Health). Specialists' Grade of Central Health Service, Class I.** Reference item 1 of Commission's Advertisement No. 43, published on 23-10-1971. It is notified for general information that the number of posts has since increased from *one* to *two*. The additional post is reserved for ECOs/SSCOs, if such suitable candidate is available; otherwise it will be treated as unreserved. Closing date for receipt of applications extended to 3-1-1972 (17-1-1972 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied in response to Commission's earlier advertisement need not apply again.

2. **One Associate Professor of Psychiatry, Ministry of Health & Family Planning (Department of Health). Specialists' Grade of Central Health Service, Class I.** Reference item 7 of Commission's Advertisement No. 33, published on 14-8-1971. It is notified for general information that the number of posts has since increased to two. The initial posting to the additional post will be at Delhi but the selected candidate will be liable to transfer thereafter according to the requirements of service. The additional post is also unreserved and is likely to be included in the Specialists' Grade of Central Health Service, Class I. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended to 3-1-1972 (17-1-1972 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied in response to Commission's earlier advertisement need not apply again.

3. **One Examiner of Patents & Designs, Patent Office, Calcutta, Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development).** Reference item 12 of Commission's Advertisement No. 41, published on 9-10-1971. It is notified for general information that the number of posts has since been increased from *one* to *two*. The additional post is reserved for Scheduled Tribes candidates failing which for Scheduled Castes candidates; otherwise to be treated as unreserved and is also permanent but appointment to be made on temporary basis. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended to 3-1-1972 (17-1-1972) for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied in response to Commission's earlier Advertisement No. 41 need not apply again.

4. **Two Senior Investigators, Central Statistical Organisation, New Delhi, Department of Statistics, Cabinet Secretariat.** Reference item 5 of Commission's Advertisement No. 37, published on 11-9-1971. It is notified for general information that the number of posts has since been increased from *two* to *fourteen*. Out of the twelve additional posts, two posts are reserved for Scheduled Castes candidates and one post reserved for Scheduled Tribes candidates and they are not to be treated as unreserved if suitable candidates belonging to these communities are not available. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications extended to 3-1-1972 (17-1-1972 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied in response to Commission's earlier Advertisement No. 37 need not apply again.

davp 560 (36) / 71

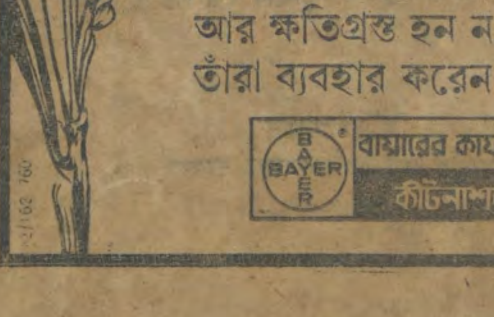

ধান-চাষীভাইরা
রোগ এবং পোকার দ্বারা
আর ক্ষতিগ্রস্ত হন না, কারণ
তাঁরা ব্যবহার করেন
BAYER বায়ারের কার্য্যকারী কীটনাশক

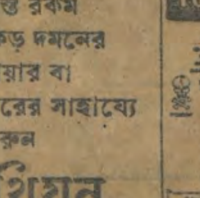

কম খরচে, কার্যকরীভাবে,
ধানের সমস্ত পোকামাকড়
দমনের জন্য, স্প্রে করুন
ফলিডল

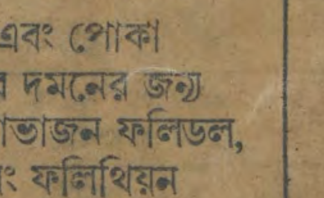

ধানের ঝলসা
রোগ (blast)
ফসলের আর কোন ক্ষতি
করতে পারবে না—
আপনি ব্যবহার করুন
হিনোসান

মাজরা পোকা সমেত,
ধানের সমস্ত রকম
পোকামাকড় দমনের
জন্য—স্প্রেয়ার বা
মিষ্ট ব্লোয়ারের সাহায্যে
ব্যবহার করুন
ফলিথিয়ন

ফলিডল, হিনোসান এবং ফলিথিয়ন
ব্যবহারের সময় সর্ব্বদাই প্রতি
প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া ব্যবহারের
নির্দ্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

ধানের রোগ এবং পোকা
কার্য্যকরীভাবে দমনের জন্য
আপনার আস্থাভাজন ফলিডল,
হিনোসান এবং ফলিথিয়ন
স্প্রে করুন।

ছাত্র ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস

মাদরাজ, ৩ ডিসেম্বর—পাঁচ হাজার ছাত্রকে ছত্রভঙ্গ করতে আজ পুলিশ মাদরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রথমে লাঠি চারজ ও পরে ছয়টি কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটায়। ছাত্ররা আবার সমাবর্তন প্রবর্তন ও সেনেটে ছাত্র প্রতিনিধিত্বের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ জানাচ্ছিল।

লাঠি চারজের ফলে দশ জন ছাত্র আহত হয়। তাদের হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ইটের আঘাতে কুড়ি জন পুলিশও আহত হয়। —ইউ এন আই

ইন্ডিয়া টোব্যাকোর অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ ৭ শতাংশ

ইন্ডিয়া টোব্যাকো কোং লিঃ ১৯৭১-৭২ সালের জন্য ৭ শতাংশ হারে অন্তর্বর্তী লভ্যাংশ দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগের বছর ওই হার ছিল ৬½ শতাংশ।

রাস্তায় যে সব মোটরগাড়ী দেখতে পান
তার প্রায় সবই টি.এম.সি. হেভী ডিউটি
শক অ্যাবজরবার যুক্ত
টি এম সি হেভি ডিউটি শক অ্যাবজরবার্স

কারণ:
এতে চলতি ও মেরামতি খরচ কম হয়
খারাপ রাস্তায় গাড়ী লাফিয়ে উঠে না
ও দুর্ঘটনা কম হয়।
এই শক অ্যাবজরবারগুলি এদেশের
রাস্তার উপযোগী।
এর প্রস্তুতকারক বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন
প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান (টি. এম. সি.)
সকল প্রকার গাড়ীর উপযোগী করেই
তৈরী করা হয়।

প্রস্তুতকারক:
টেকনো মেকানিক কোং বোম্বে
পূর্বাঞ্চলের পরিবেশক :
লক্ষ্মীদাস প্রেমজী ৮, বহবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ফোন : ২২-৭২৪৩ গ্রাম : PANCHLODIA
উড়িষ্যার সাব ডিষ্ট্রিবিউটারস :
সুন্দরদাস ভি হংসরাজ পোঃ কলেজ ষ্ট্রীট, কটক-৩
ফোন : ১৮১১ গ্রাম : MUNDRAI
বারাকস রোড, বহরমপুর (গঞ্জাম) নয়াপাড়া, সম্বলপুর

দৈহিক অসুবিধাগ্রস্তদের উল্লেখযোগ্য নিয়োগকর্তা এবং সর্বাধিক দক্ষ দৈহিক অসুবিধাগ্রস্ত কর্মচারীদিগের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড

ট্রেনিংপ্রাপ্ত দৈহিক অসুবিধাগ্রস্তদের অবস্থার উন্নতিবিধানকল্পে ভারত সরকার ১৯৬৯-৭০ সালে দৈহিক অসুবিধাগ্রস্তদের উল্লেখযোগ্য নিয়োগকর্তাদিগের জন্য এবং সর্বাধিক দক্ষ দৈহিক অসুবিধাগ্রস্ত কর্মীদিগের জন্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড প্রবর্তনের নিমিত্ত একটি স্কীম চালু করেন। প্রতি বৎসর মার্চ মাসের তৃতীয় রবিবারে (যে দিনটি বিশ্ব বিকলাঙ্গ দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হইয়া থাকে) ভারতের রাষ্ট্রপতি ছয়টি এইরূপ অ্যাওয়ার্ড (অন্ধ, বধির ও মূক এবং শিশু-বিকলাঙ্গতাজনিত অসুবিধাগ্রস্তদের নিয়োগকর্তাদের প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া—উল্লেখযোগ্য নিয়োগকর্তাদের জন্য তিনটি এবং অন্ধ, বধির ও মূক এবং শিশু-বিকলাঙ্গতাজনিত অসুবিধাগ্রস্ত পারিশ্রমিকদের প্রত্যেকের জন্য একটি করিয়া—দৈহিক অসুবিধাগ্রস্ত সর্বাধিক দক্ষ কর্মীদিগের জন্য তিনটি) প্রদান করেন। দৈহিক অসুবিধাগ্রস্ত কর্মীদের জন্য প্রত্যেক অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে আছে ৫০০, টাকা নগদ পুরস্কার এবং একটি সাইটেশন এবং নিয়োগকর্তাদের জন্য প্রত্যেক অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে আছে একটি শীল্ড বা ব্রোঞ্জ মেডেল এবং একটি সাইটেশন।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য সম্বলিত, অ্যাওয়ার্ডের জন্য দরখাস্ত, সেক্রেটারী, রিলিফ অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার (সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার) ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর বরাবর এরূপভাবে পাঠাইতে হইবে যাহাতে উহা ১১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখ মধ্যে তাঁহার অফিসে পৌঁছে :

(ক) নিয়োগকর্তাদের জন্য :
প্রতিষ্ঠানে মোট কর্মীর সংখ্যা সেই সংগে অক্ষম কর্মীদের সংখ্যা; প্রয়োজন হইলে অসমর্থদের জন্য মেশিনারীতে সামঞ্জস্যবিধান বা বাসস্থান হিসাবে যে অতিরিক্ত সুবিধাদি দেওয়া হয়; অন্যান্যদের তুলনায় অসমর্থ কর্মীদিগকে প্রদত্ত বেতনের হার সমেত চাকুরীর শর্তাবলী।

(খ) কর্মীদের জন্য :
উৎপাদনের হার, অনুপস্থিতির হার, ঊর্ধ্বতন কর্মী ও সহকর্মীদের সহিত সহযোগিতা, ফিজিক্যাল প্ল্যান্ট ও মেশিনারীতে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য চাহিদা অথবা অতিরিক্ত পারিশ্রমিকের চাহিদা এবং স্বাধীনতা সচেতনতা।

— পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত —

কলকাতার জনসভায় প্রধানমন্ত্রী

৫ম পৃষ্ঠার পর

সম্ভাবনাই বা কতটা? আমাদেরই এ কথা কাজের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আমরা স্বাধীনতার জন্য সব কিছু দিতে পারি। কেউ যদি কোন সাহায্য নাও দেয়, তবুও ভারত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। মাথা খাড়া রেখে, নিজের রক্ত ঝরিয়ে ভারত প্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।

পাক আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত আগরতলা বালুরঘাট প্রভৃতি জায়গার অধিবাসীদের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন ভারত সীমান্তে এসে ঘাঁটি গাড়ল, তখন কয়েকটি বৃহৎ শক্তি টুঁ শব্দটি করল না। রাষ্ট্রপুঞ্জও ছিল নির্বিকার। কিন্তু ভারত যখন নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নিজের দেশে সৈন্য বসাল, তখনই শুরু হল সোরগোল—শান্তি গেল গেল রব। তিনি প্রশ্ন করেন, যে পাকিস্তান তিন তিনবার ভারত আক্রমণ করেছে, সে আর আক্রমণ করবে না, এই গ্যারান্টি কী রাষ্ট্রপুঞ্জ দিতে পারে?

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (নব) এই জনসভার আয়োজন করেন। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তার পৌরোহিত্য করেন। বক্তৃতা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় ও শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী এম পি। শ্রীমতী গান্ধী মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার পর কংগ্রেসের নানা সংগঠনের পক্ষে তাঁকে মাল্যদান করা হয়। সভায় বাংলাদেশ থেকে আগত বহু শরণার্থীও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন, দেশ এখন চরম বিপদের মধ্য দিয়ে চলেছে। এই অবস্থায় দেশের প্রতিটি মানুষকে সব রকমভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠক

বেলা আড়াইটা নাগাদ দমদম থেকে রাজভবনে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস, বেঙ্গল এরিয়ার জি ও সি শ্রীপ্রেমাংশু চৌধুরী, মুখ্য সচিব শ্রীনির্মলচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অফিসারদের সংগে পশ্চিমবংগের সীমান্ত পরিস্থিতি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বিমানঘাঁটিতে, রাজপথে সম্বর্ধনা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শুক্রবার বেলা দেড়টা নাগাদ ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে দমদম বিমান বন্দরে এসে পৌঁছান। বিমান বন্দর থেকে একটি খোলা জিপে শ্রীমতী গান্ধীর রাজভবন যেতে সওয়া ঘণ্টার বেশী সময় লেগে যায়। প্রায় পনের কিলোমিটার এই রাস্তার দু'ধারে ভীড় শুধু ভীড়, ডজন ডজন তোরণ। আর শ্রীমতী গান্ধীর জয়ধ্বনিতে অসংখ্য ফেস্টুন। কংগ্রেস পতাকা দমদম থেকে রাজভবন পর্যন্ত পথে সর্বত্র। প্রধানমন্ত্রীকে দেখে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়েন। এবং 'বন্দে মাতরম' ও 'ইন্দিরা গান্ধী যুগ যুগ জিও' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী গাড়িতে দাঁড়িয়ে করজোড়ে জনতার অভিনন্দন গ্রহণ করেন। জনতার তরফ থেকে তাঁর উদ্দেশে ফুলের মালা ও ফুল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী গাড়ি থামিয়ে অনেক জায়গায় মালা গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী আসার প্রায় দু ঘণ্টা আগে থেকে ডালহাউসীর অফিস পাড়াতেও তাঁকে দেখার জন্য ভিড় হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় নিজেই প্রধানমন্ত্রীর জিপ চালান।

বিমান বন্দরে রাজ্য কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ছাড়া রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা স্বাগত জানান।

শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে

ময়দানের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি রাজভবনে চলে আসেন। সেখানে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কয়েকজন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীর সংগে তাঁর এক বৈঠকের ব্যবস্থা ছিল। রাজ্যপাল শ্রীডায়াস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এবং পশ্চিমবংগের প্রচার-অধিকর্তাও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট থেকে শুরু করে সমগ্র দেশের এই অগ্নিপরীক্ষা—রাজভবনের বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলে। নানা সমস্যা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যেমন তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন, তেমনি অন্যদের মতামতও তিনি সাগ্রহে জানতে চান। ফলে খুবই হার্দ্য একটি পরিবেশ সেখানে গড়ে উঠেছিল।

প্রসংগত প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, যুদ্ধবিগ্রহ নামক ব্যাপারটার মধ্যে কোনও 'গ্ল্যামার' নেই। কিন্তু কোনও জাতির উপরে যদি অন্যায়ভাবে একটা সংকট চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে, সহস্র কষ্ট স্বীকার করেও তার মোকাবিলা তাকে করতেই হবে। তার জন্যে চাই অটুট প্রাণশক্তি। "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমি ইউরোপে ছিলাম। তখন সেই অটুট প্রাণশক্তির পরিচয় আমি পেয়েছি। দুধ তখন শুধু শিশু আর প্রসূতিরাই পেত। মাখনের বরাদ্দ ছিল নামমাত্র। মিলবার মধ্যে মিলত শুধুই ওটমিল। কিন্তু তা নিয়ে কাউকে আমি দুঃখ করতে দেখিনি।"

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের প্রাণশক্তির তিনি প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে প্রশ্ন করেন, এই প্রাণশক্তিকে উৎসাহিত করবার ব্যাপারে এখানকার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা কিছু করতে পারেন কিনা।

আরও একটা লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীর। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভিটেমাটি ছেড়ে এখানে এসে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন, একদিন তাঁরা স্বদেশে ফিরবেন ঠিকই; ইতিমধ্যে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার যে, আমাদের এই দেশ সম্পর্কে যেন একটা সুষ্ঠু ধারণা নিয়ে তাঁরা ফিরতে পারেন।

শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়, শ্রীশম্ভু মিত্র, উত্তমকুমার, শ্রীমৃণাল সেন, শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ, শ্রীসুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীসুনীল গংগোপাধ্যায়, শ্রী পি লাল এবং আরও কেউ-কেউ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ বলেন যে, বাংলা চলচ্চিত্রের সমস্যা কিভাবে কাটতে পারে, সেটা বিবেচনা করে দেখবার জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা 'সেল' গড়ে তোলা দরকার। শ্রীতৃপ্তি মিত্র ও শ্রীসুচিত্রা সেনও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতির ব্যাপারে ভারত কারো মধ্যস্থতা চায় না

—শ্রীস্বর্ণ সিং

নয়াদিল্লী, ৩ ডিসেম্বর—বহির্বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী শ্রীস্বর্ণ সিং আজ রাজ্যসভায় বলেন, চীনের সংগে সম্পর্কের উন্নতির জন্য ভারত সরকার সরাসরিভাবে চীনের সংগে কথা বলতে চান। কোন বিদেশীর মধ্যস্থতার তিনি সরকারী কিংবা বেসরকারী যাই হোক না কেন, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে তাঁর সহায়তা চান না।

শ্রীচন্দ্র মৌলী শ্রীস্বর্ণ সিংকে চীনা কর্মী ডঃ হান সুইন এবং তাঁর ভারতীয় স্বামীর সাম্প্রতিক ভারত সফর এবং তার পরেই তাঁদের চীন সফরের কথা উল্লেখ করেন।

শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, 'তাঁরা নিজেরাই ভারত সফরে এসেছিলেন। চীনের সংগে আলাপ-আলোচনায় আমরা সরকারী কিংবা বেসরকারী কোন ব্যক্তির সহায়তা চাই না। চীনের সংগে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কের উন্নতির জন্য আমরা নিজেরাই আলোচনা করব।

—পি টি আই

তামিল নাড়ু র‍্যাফল স্কীম

৩৮তম খেলার ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হইল

খেলার তারিখ : ৩০ নভেম্বর, ১৯৭১ খেলার স্থান : "কলাইভানর আরঙ্গম"

প্রথম পুরস্কার ২,৫০,০০০, টাকা সিরিজ 90 নম্বর 710995

IM SERIES

একটি দ্বিতীয় পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা 065046

পাঁচটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি দশ হাজার টাকা

034877	268031	506498	544060	773898

দশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার টাকা

024409	043333	160802	219709	283002
331795	456044	540839	715438	720149

পঞ্চাশটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি এক হাজার টাকা

038009	039810	045633	052492	070815
080424	107815	162782	168431	180899
201683	244391	303676	308794	324288
340682	344097	364011	366014	448082
479614	487412	489628	501962	529295
530219	533658	534282	571321	573905
575754	607056	614352	639381	660004
666625	679089	739184	[illegible]	754306
766493	767480	806919	858306	861392
863884	899334	921827	959016	981538

এক হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি একশত টাকা

সকল নম্বর যাদের শুরুতে আছে এবং শেষে আছে :

00 to 99	(1)	0249	(6)	2089
	(2)	0573	(7)	5238
	(3)	1019	(8)	6473
	(4)	1455	(9)	8069
	(5)	1993	(10)	9602

IN SERIES

একটি দ্বিতীয় পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা 740277

পাঁচটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি দশ হাজার টাকা

190781	269508	670349	789154	847651

দশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার টাকা

087720	146003	190201	191218	468351
734763	921219	921610	968198	936841

পঞ্চাশটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি এক হাজার টাকা

068974	069705	071350	077411	093594
103721	112823	148205	155433	157672
164823	185128	190585	199253	229923
258733	283009	293992	304412	309830
344731	450112	478996	506062	506093
529713	550204	657271	675349	675471
701627	708366	737164	746166	752584
760483	780604	792354	802044	813713
835693	839948	880862	883364	903607
915401	916274	922597	957601	971202

এক হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি একশত টাকা

সকল নম্বর যাদের শুরুতে আছে এবং শেষে আছে :

00 to 99	(1)	2043	(6)	5132
	(2)	2735	(7)	7558
	(3)	3410	(8)	8032
	(4)	4193	(9)	8322
	(5)	4733	(10)	9035

IO SERIES

একটি দ্বিতীয় পুরস্কার এক লক্ষ টাকা 458844

পাঁচটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি দশ হাজার টাকা

065551	246839	672582	744019	885706

দশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার টাকা

014796	045594	097284	226469	460191
578084	616285	728513	832038	881972

পঞ্চাশটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি এক হাজার টাকা

007506	016363	039123	041494	045169
072509	098919	105150	132925	134984
219983	235723	243526	258301	271004
285977	286128	312707	324167	356210
415119	415342	423305	431138	471695
484795	515698	525699	542575	581449
681682	723284	800263	808957	812036
820369	824889	825232	831519	851317
857582	862799	901507	908823	936731
955609	964116	966408	981782	994560

এক হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি একশত টাকা

সকল নম্বর যাদের শুরুতে আছে এবং শেষে আছে

00 to 99	(1)	0780	(6)	5895
	(2)	0781	(7)	6382
	(3)	2116	(8)	6811
	(4)	2668	[illegible]	[illegible]
	(5)	2728	(10)	7798

IP SERIES

একটি দ্বিতীয় পুরস্কার এক লক্ষ টাকা 042307

পাঁচটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি দশ হাজার টাকা

022909	712230	742786	745889	950749

দশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার টাকা

256049	505077	541763	621894	623276
701390	755609	842789	917104	980462

পঞ্চাশটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি এক হাজার টাকা

030057	030852	041278	047815	067045
082706	114013	114291	128613	148598
181149	183555	220075	238339	244484
274311	291274	318191	319604	349137
392316	395801	437987	439073	467164
472966	493832	526798	554692	621832
631646	694041	700164	710672	732165
746336	805083	811251	814640	815261
829286	873282	883158	892298	900702
941820	963382	965950	967384	982597

এক হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি একশত টাকা

সকল নম্বর যাদের শুরুতে আছে এবং শেষে আছে :

00 to 99	(1)	0067	(6)	2821
	(2)	0990	(7)	5020
	(3)	0994	(8)	6183
	(4)	1237	(9)	6186
	(5)	1637	(10)	8141

IQ SERIES

একটি দ্বিতীয় পুরস্কার এক লক্ষ টাকা 700198

পাঁচটি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি দশ হাজার টাকা

062672	132421	225583	294460	304034

দশটি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার টাকা

037462	273763	313784	564570	569592
650899	691831	727519	756150	856412

পঞ্চাশটি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি এক হাজার টাকা

032323	038171	051222	051720	057251
067746	074536	076909	092854	093709
129108	143175	150225	190304	203876
242912	253586	254419	276658	289641
302659	315975	351953	377114	379434
405136	441208	550362	632150	633217
663053	676666	703203	721304	744291
744643	754415	763900	783620	800079
833054	842418	845074	848032	865650
892372	918394	935003	948228	964502

এক হাজারটি ষষ্ঠ পুরস্কার প্রত্যেকটি একশত টাকা

সকল নম্বর যাদের শুরুতে আছে এবং শেষে আছে

00 to 99	(1)	0404	(6)	4329
	(2)	0842	(7)	5751
	(3)	2222	(8)	7515
	(4)	3041	(9)	8851
	(5)	3360	(10)	9065

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণ ডিরেক্টর, তামিলনাড়ু র‍্যাফল গভর্নমেন্ট এস্টেট, মাদ্রাজ—২-এর নিকট নির্ধারিত সময় মধ্যে নির্ধারিত ফরমে তাঁহাদের দাবি পেশ করিবেন। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী টিকিটের হোল্ডারগণ তামিলনাড়ুর যে কোন সাব-ট্রেজারীতে নির্ধারিত ফরমে তাঁহাদের দাবি পেশ করিবেন। দাবি পেশ করিবার জন্য দরখাস্ত ফরম প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারদের নিকট পাওয়া যাইবে। দাবি স্বয়ং পেশ করা যাইতে পারে অথবা এই রাজ্যে শাখা আছে এরূপ কোন শিডিউল্ড ব্যাংক অথবা কো-অপারেটিভ ব্যাংক মারফৎ পেশ করা যাইতে পারে। সমস্ত চিঠিপত্র কেবল ডিরেক্টর অব তামিলনাড়ু র‍্যাফেলস, মাদ্রাজ ২ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

দাবি গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৭-১২-১৯৭১

৩৯তম র‍্যাফল খেলা

তামিলনাড়ু র‍্যাফলের ৩৯তম খেলা অনুষ্ঠিত হইবে ৩১-১২-১৯৭১ তারিখে এবং উহাতে নিম্নোক্তমত পুরস্কার দেওয়া হইবে :—

প্রত্যেক সিরিজের জন্য

১। একটি প্রথম পুরস্কার ১ লক্ষ টাকা	১,০০,০০০, টাকা
২। ৫টি দ্বিতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০,০০০, টাকা	৫০,০০০, টাকা
৩। ১০টি তৃতীয় পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫,০০০, টাকা	৫০,০০০, টাকা
৪। ৫০টি চতুর্থ পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০০, টাকা	৫০,০০০, টাকা
৫। ১০০০টি পঞ্চম পুরস্কার প্রত্যেকটি ১০০, টাকা	১,০০,০০০, টাকা
১০৬৬টি	৩,৫০,০০০, টাকা

৪টি সিরিজ IR হইতে IU পর্যন্ত

মোট পুরস্কারের পরিমাণ : ১৪ লক্ষ টাকা
মোট পুরস্কার : ৪২৬৪টি

পরবর্তী খেলার তারিখ : ৩১-১২-১৯৭১

১, টাকা বিনিয়োগ করুন

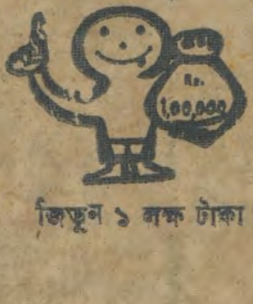

জিতুন ১ লক্ষ টাকা

এখন পর্যন্ত ২৬৪ জন লক্ষপতি হইয়াছেন!
একটি টিকিট কিনিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করুন!
আপনার টাকা একটি মহৎ কাজে ব্যয়িত হইবে
জাতিকে সাহায্য করুন এবং নিজেকে সাহায্য করুন
একটি টিকিটের দাম মাত্র ১, টাকা

ডি, রঙ্গনাথন
ডিরেক্টর অব তামিলনাড়ু র‍্যাফল
মাদ্রাজ-

অপূর্ব স্বাদ... অপূর্ব আমেজ গভীর তৃপ্তিতে ভরা
বাছাই করা নেপালী তামাক থেকে
দক্ষ কারিগরদের দ্বারা তৈরী
মাদার ইণ্ডিয়া বিড়ি
এবং কিষাণ বিড়ি
প্রস্তুতকারক : অশোক বিড়ি ফ্যাক্টরী
হেড অফিস : ২৬৫, সি আই টি স্কীম নং ৬ (এম), কলিকাতা-৫৪ ;
ফোন : ৩৫-২৯১৮ ও ৩৫-৬৭৪৩। অন্যান্য অফিস : গৌহাটি, বঙ্গাইগাঁও, নওগাঁ, অরঙ্গাবাদ, জঙ্গীপুর, ঝালদা, বসিরহাট।
সেলস ডিষ্ট্রিবিউটার্স : শিলং, গোয়ালপাড়া, রঙ্গিয়া, তেজপুর, জোরহাট, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া এবং আরও অন্যান্য স্থানে।
Progressive/ABF 14 BEN

সব সময় কিনুন আসল
GOODYEAR
(গুডইয়ার)
বেল্টিং
গুডইয়ার উইংফুট প্রতীকটা দেখে নেবেন
বেশী মজবুত, টেঁকেও বেশী দিন গুডইয়ার
GOODYEAR
অনুমোদিত ডীলার :
মেশিনওয়ার্ক ইণ্টারন্যাশনাল
২১৮, আচার্য জগদীশ বসু রোড,
কলিকাতা-১৭
ফোন : ৪৪-১৭৪৮

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডিরেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিজ

১৯৫৮ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্যাক্টরিজ রুলস'এর রুল-৭ অধীনে ১৯৭২ সালের জন্য ফ্যাক্টরি লাইসেন্স রিনিউয়াল

ফ্যাক্টরীসমূহের ভোগদখলকারিগণকে ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে স্থানীয় ট্রেজারীতে বা কলিকাতাস্থ রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়ায় ১৯৭২ সালের জন্য লাইসেন্স রিনিউয়ালের নিমিত্ত সঠিক ফী জমা দিতে এতদ্দ্বারা বলা হইতেছে। উপরোক্ত তারিখের মধ্যে রিনিউয়াল ফী জমা দিতে না পারিলে নির্ধারিত মত অতিরিক্ত ফী আদায় দিতে হইবে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ফী আদায় দেওয়া একটি সর্তাধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং এই ডিরেক্টরেট হইতে একক নোটিস বা সাধারণ নোটিসের উপর ইহা নির্ভরশীল নহে।

স্বাঃ এস এন চৌধুরী,
চীফ্ ইন্সপেক্টর অব্ ফ্যাক্টরিজ, পশ্চিমবঙ্গ

ডব্লিউ বি/আই পি আর—৪৬০৪(৪)/৭১

22

পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনাদের তলব

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—পাকিস্তান আজ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত প্রাক্তন সেনাদের বাধ্যতামূলকভাবে এখনই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বলে ভারতের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি জোরদার করেছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ আজ রাতে যে অর্ডিনান্স জারি করেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, যাঁরা এই তলব নোটিশে সাড়া দেবেন না, তাঁদের অভিযুক্ত করা হবে। পাক বেতারে এই ঘোষণা প্রচার করা হয়।

গত সপ্তাহে পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার পর পাক রিজার্ভ বাহিনীর সমস্ত লোককে তলব করা হয়।

আবহাওয়া

শনিবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে আকাশ পরিষ্কার থাকবে। রাতের তাপমাত্রার পরিবর্তন হতে পারে।

শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপ ছিল ২৬.৭ সেঃ (৮০.৬ ফাঃ) সর্বনিম্ন তাপ ১০.০ সেঃ (৫৭.২০ ফাঃ)।

পাক নৌ কর্তৃপক্ষ বাণিজ্য জাহাজগুলিকেও রাত্রে করাচী বন্দরের ৭৫ মাইলের মধ্যে চলাফেরা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশে পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত নিষ্প্রদীপ করার আদেশ জারি করা হয়েছে।

পাক ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স-এর সব বিমান চলাচল বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বলে বেতারে জানানো হয়েছে।

—পি টি আই

গ্লিসারিন-এর স্নিগ্ধতায় লাবণ্যে
অপরূপ ক'রে তুলবে আপনার ত্বক
বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর
গ্লিসারিন সোপ
কসমেটিক ডিভিসন বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর
দিল্লী • মাদ্রাজ • পাটনা • জয়পুর

আবশ্যক

একটি সুপরিচিত বেভারিজ শিল্পের জন্য

সেলস প্রমোশন এক্সিকিউটিভ

৩০ বৎসরের কম বয়স্ক (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাঞ্ছনীয়) লাইট মোটর ভেহিকল/মোটর সাইকেল লাইসেন্স-ধারী গ্র্যাজুয়েট। অনর্গল ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দী বলিতে সক্ষম এবং কলিকাতার বিভিন্ন অংশের সহিত সুপরিচিত হওয়া চাই। দরখাস্তের সহিত ফটোগ্রাফ দিতে হইবে।

সেলসম্যান

প্রার্থী ৩০ বৎসরের কম বয়স্ক, হেভি ভেহিকল লাইসেন্স-ধারী, ট্রাফিক রেগুলেশন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া চাই। বাংলায়, হিন্দীতে (এবং ইংরেজীতে বাঞ্ছনীয়) অনর্গল কথাবার্তা বলিতে সক্ষম এবং কলিকাতার বিভিন্ন অংশের সহিত সুপরিচিত হওয়া চাই। ন্যূনতম যোগ্যতা: স্কুল ফাইন্যাল।

দরখাস্ত করুন—বক্স নং ৬০৫৩, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা-১

(এ)

CMDA

ক্যালকাটা মেট্রোপলিট্যান ডেভেলপমেন্ট অথারিটি

৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস,
কলিকাতা-১৭

আবশ্যক

চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

গ্রেড : ৪৫০—৩০—৬৯০—৩৫—১০০৫—৪৫—১০৫০, টাকা, তদুপরি সি এম ডি এতে প্রদেয় ভাতাসমূহ।
যোগ্যতা : যোগ্যতাসম্পন্ন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হইতে হইবে।
অগ্রাধিকার : সরকারী সংস্থা/বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পূর্ব অভিজ্ঞতা।
কাজের বিবরণ : (১) অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজারী চার্জ,
(২) ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং,
(৩) বাজেটারি কনট্রোল,
(৪) স্টোর্স অ্যাকাউন্টিং।
অবেক্ষা : এক বৎসর।
বয়স : অনধিক ৩৫ বৎসর, তবে অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য।

বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণসহ এবং প্রশংসাপত্রাদির প্রত্যায়িত নকল সম্বলিত দরখাস্ত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ তারিখের মধ্যে সি এম ডি এ'র সেক্রেটারির নিকট পৌঁছা চাই।

সাতটি শহর সমেত রাজধানী দিল্লি অন্ধকার

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—রাজধানী দিল্লিসহ উত্তর ভারতের সাতটি প্রধান শহর আজ বিমান আক্রমণ সংকেত ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সন্ধ্যা ৬টায় প্রথম বিমান আক্রমণ সংকেত বেজে উঠে চণ্ডীগড়ে। তার ঠিক ২০ মিঃ পড়ে নয়াদিল্লিতে। তারপর পর পর বিমান আক্রমণ সংকেত শোনা যায় কানপুর, জয়পুর, আগ্রা, জলন্ধর এবং জম্মুতে। চণ্ডীগড়ে ৭-৪৫ মিঃ বিপদ মুক্তির সংকেত বেজে উঠার ঠিক আধ ঘণ্টা পড়ে আবার বিপদ-সংকেতের বিকট আওয়াজ শোনা যায়। সাইরেনে বেজে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিমানবন্দর থেকে কয়েকটি বিমান উড়ে যায় শত্রু বিমানের দিকে।

অধিক রাতে খবর আসে উত্তর প্রদেশের মোট ২১টি শহরকে আজ সারারাত ধরে অপ্রদীপ করে রাখা হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে যখন বিমান আক্রমণ সংকেত শোনা যায়, তখন পারল্যামেন্ট হাউস প্রাঙ্গণে পাবলিক একাউন্টসের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান চলছিল। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি, শ্রী জি এস পাঠক থেকে শুরু করে বহু মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিমান আক্রমণের সংকেত বেজে উঠার সময় অন্যান্য পথচারীদের মত তাঁদের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল, এটা মহড়া নয় তো?—

মুহূর্তের মধ্যেই খবর এল, 'পাক বিমান আসছে, সতর্কতা অবলম্বন করুন।' সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে গেল। মোমবাতির সাহায্যে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে দেওয়া হল। সদস্যরা আশ্রয় নিলেন সংসদ ভবনের নিরাপদ কক্ষে।

অফিস-ফেরত লোকেরা পাক আক্রমণের সম্ভাবনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। ভয় বা শংকার কোন চিহ্ন ছিল না কনট প্লেস বা আজমল খাঁ রোডের ক্রেতা-বিক্রেতার চোখে-মুখে। আকাশবাণী থেকে শর্ট ওয়েভে পাক বিমান আক্রমণের মুখে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান এল। সব কিছু দেখে মনে হয়, দিল্লি পাক আক্রমণের মোকাবিলায় সম্পূর্ণ তৈরি।

দিল্লির অসামরিক প্রতিরক্ষা দফতর থেকে জানানো হয়েছে, আগামীকালের প্রস্তাবিত অপ্রদীপ মহড়া হবে না।

দিল্লিগামী দুটি বিমান বিমান আক্রমণের সংকেত পেয়ে মাঝপথ থেকে মাদরাজ ও হায়দ্রাবাদে ফিরে যায়।

গৌহাটিতেও

আজ গৌহাটিতে রাত ৭-৩০ মিঃ বিমান আক্রমণের সংকেত বেজে উঠলে ওখানকার জনগণ সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেন।

রাজস্থানে অপ্রদীপ

জয়পুর থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, শুক্রবার বিমান আক্রমণ সংকেত বেজে উঠলে রাজস্থানের সমস্ত বড় বড় শহরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

খবর পেয়েই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মিনিটের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি বেরিয়ে গেল দমদম বিমানঘাটির দিকে। তাঁকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

গাড়িতে ওঠার ঠিক আগে শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায়কে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন। পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুজনে কিছুক্ষণ কথা হল। এরপরই শ্রীমতী গান্ধীর ও তার পিছনে শ্রীরায়ের গাড়ি রাজভবন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তখন ৬-৪০ মিনিট।

শ্রীরায়ের এদিন দিল্লি ফেরার কথা ছিল না। শনিবার তিনি বালুরঘাট যাবেন বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু 'ছোট্ট' ওই 'মেসেজ' সব কিছু পালটে দিল। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন একজন এম এল এ প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, এবার পরিস্থিতি দ্রুত এগিয়ে চলবে। আলোচনার সময় আর নেই।

বেলা দেড়টায় শ্রীমতী গান্ধী বিমান থেকে দমদমে নেমেছিলেন। ঠিক ছয় ঘণ্টা পরে রাত সাড়ে সাতটায় তাঁর বিমান দিল্লি রওয়ানা হয়ে যায়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সফর বাতিল

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম শুক্রবার পাটনায় ছিলেন। সন্ধ্যায় গান্ধী ময়দানে এক জনসভায় ভাষণ সেরে সরকারী গেসট হাউসে ফেরা মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা সচিব তাঁকে পাকিস্তানী বিমান আক্রমণের খবর দিয়ে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান। শনিবার শ্রীরামের বাঙ্গালোর যাবার কথা ছিল। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানী বিমান হানার খবর পেয়ে শ্রীরাম কর্মসূচী বাতিল করে শুক্রবার রাত্রেই বিমানে পাটনা থেকে দিল্লি রওনা হয়ে যান।

ঠাকুরগাঁও মুক্তিফৌজের দখলে এল

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুজিবনগর, ৩ ডিসেম্বর—মুক্তি বাহিনী তীব্র লড়াইয়ের পর গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা শহর ঠাকুরগাঁও ও সেখানকার বিমানঘাটি দখল করে নিয়েছেন। মুক্তিবাহিনী সূত্রে এই খবর দেওয়া হয়েছে। জেলা শহর দিনাজপুরের উপকণ্ঠেও জোর লড়াই চলছে। সেখানকার পাক বাহিনীর পালাবার পথ অবরুদ্ধ আর একটি বাহিনী রংপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিমান ঘাটি লালমনি হাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন বলে মুক্তি বাহিনীর সদর দফতর থেকে জানানো হয়।

ঠাকুরগাঁও-এর পতনের পর রংপুর-দিনাজপুর রণাঙ্গণে মুক্তিবাহিনীর প্রাধান্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হল। কারণ ঢাকা থেকে উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে পাক ফৌজের আকাশ পথে সরবরাহের একমাত্র কেন্দ্র ছিল ওই বিমানঘাটি। ওদিকে শ্রীহট্ট রণাঙ্গণে সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র ও বিমানঘাটি সামসেরনগর এবং তার উত্তরে গাজিপুর শহরও এখন মুক্তি বাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। মুক্তি বাহিনীর একজন মুখপাত্র এইসব খবর জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন সেকটরে মুক্তি বাহিনী হানাদারদের বিরুদ্ধে আক্রামণাত্মক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। মুক্তি ফৌজের হাতে পর্যুদস্ত পাক বাহিনী। মরণ কামড় দেওয়ার জন্য আজ পাকিস্তানী স্যাবার জেটগুলি বিভিন্ন জায়গায় ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ করে।

'পাক ঘাটি খতম কর'

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—পশ্চিমাঞ্চলীয় বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মারশাল এম এম ইনজিনিয়ার আজ রাত্রে ঘোষণা করেছেন, তিনটি ভারতীয় বিমানঘাটির উপর পাকিস্তানী বিমান হানা নিঃসন্দেহে 'যুদ্ধ'—এই নিয়ে তৃতীয় দফা। তাই বিমান বাহিনীর প্রতি তাঁর নির্দেশঃ পাকিস্তানের সমর ঘাটি খতম কর। গুঁড়িয়ে দাও।

শ্রীনগর, পাঠানকোট ও অমৃতসরের ওপর আক্রমণের পরেই পশ্চিমাঞ্চলীয় বিমান বাহিনীর প্রধান তাঁর অধীনস্থ বৈমানিকদের এক নির্দেশনামায় বলেছেন, সভ্য মানব সমাজের সমস্ত মূল্যবোধকে কোন রকম আমল দিচ্ছে না এমন এক বেপরোয়া শত্রু আমাদের দেশকে যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

তিনি বলেনঃ এটা তার তৃতীয়বার আক্রমণ এবং যে অশুভ যুদ্ধ যন্ত্র ভারতীয় উপ-মহাদেশের শান্তিকে বারবার বিঘ্নিত করছে, তাকে ধ্বংস করে উত্তর পুরুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

তিনি আরও বলেনঃ আপনাদের শত্রুর ওপর সেরকম আঘাত হানতে হবে। আমাদের বৈমানিকদের অসম সাহস, আমাদের অন্যান্য বিমান কর্মীদের কর্মদক্ষতা ও সহনশীলতা এবং আমাদের মহান দেশের চূড়ান্ত সাফল্য সম্পর্কে প্রত্যেক অফিসার, বিমানকর্মী ও অসামরিক ব্যক্তির অবিচল আস্থা আমাদের শত্রুদের কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াবে।

নির্দেশনামায় এয়ার মারশাল ইনজিনিয়ার বলেছেন, আপনাদের বিজয় সফলতা ও গৌরবের ভাগীদার হতে পারাটা আমার পক্ষে আনন্দদায়ক হবে।

—পি টি আই

সংবাদপত্রকে সীমান্তের খবর দিয়ে যাওয়া হবে

— সোয়েল

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—বহু সদস্য আজ বলেন যে, সরকার তাঁদের সীমান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে খবরাখবর দিচ্ছেন না। সংবাদপত্র পড়ে তাঁরা এসব খবর জানতে পারছেন। বিশেষ করে গতকাল আগরতলা বিমান বন্দরে পাক বিমানের আক্রমণ সম্পর্কে তাঁরা বিবৃতি দাবি করেন।

ইউ এন আই-এর খবর সহকারী অধ্যক্ষ জি জি সোয়েল এর উত্তরে জানান, সরকার আমাদের সীমান্তের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রকে খবর দিতে থাকবেন। কেবল মাত্র নীতি সম্পর্কিত ব্যাপারেই সরকার সংসদে আগে মুখ খুলবেন। অবশ্য তখন সংসদে অধিবেশন চলা চাই।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুর বলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়েছেন। তিনি ফিরে এলে সভাকে নিশ্চয়ই সব কিছু জানানো হবে।

কয়েকজন সদস্য যখন বলেন, সংবাদপত্রকে রোজ সীমান্তের অবস্থা সম্পর্কে খবরাখবর দেওয়া হচ্ছে, তখন প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী শ্রী ভি সি শুক্ল জানান, যদি তাঁরা চান তাহলে সংবাদপত্রকে যেমন দেওয়া হয়, তাঁদেরও তেমন খবর দেওয়া হবে।

অধ্যক্ষ শ্রীধীলন বলেন, রোজ খবর দেওয়ার প্রশ্ন নয়, সভাকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখা উচিত।

সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী বলেন, তাঁরা রোজ বিবৃতি দিতে পারেন, কিন্তু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর দেওয়া সহজ হবে না।

অধ্যক্ষ বিষয়টি তাঁর উপরেই ছেড়ে দিতে বলেন। তিনি বলেন, বিষয়টি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কানে তুলবেন।

আখাউড়ায় আমাদের সৈন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কামান দেগে ওদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

আজ বেলা ১১-৩০ মিঃ একটি স্যাবার জেট আগরতলার দিকে ছুটে আসে। আবার বেলা ৩টায় তিনটে স্যাবার জেট হানা দিতে আসে। ইউ এন আইয়ের মতে ৪টি স্যাবার জেট বেলা ৩টায় হানা দেয়। বারবার তিনবার। বেলা ৪-৩০ মিঃ আরেকটি স্যাবার জেট এসেছিল।

আগরতলা থেকে ইউ এন আই জানাচ্ছেন, একজন সহকারী মুখপাত্র বলেছেন, চারটি পাক স্যাবার জেট ঢাকা থেকে উড়ে বেলা ৪-১৫ মিঃ আগরতলার দিকে এগোচ্ছিল। সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী তার মধ্যে তিনটিকে ভাল মত জখম করেন। বিমানগুলি ব্যর্থ হয়ে ঢাকার দিকে ফিরে যায়। আগরতলা থেকে অমিয় দেবরায় জানাচ্ছেন, সম্ভবত আখাউড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে কোথাও মুক্তিবাহিনীর গোলায় ওই বিমান তিনটি জখম হয়।

ত্রিপুরা প্রশাসন ঘোষণা করেছেন, এ মাসে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবরকম পরীক্ষা স্থগিত রাখা হল। স্থানীয় জনসাধারণের মনোবল একটুও ভাঙেনি।

দুর্গাপুরে ডাকাতদলের গাড়ির চালকের মৃতদেহ জঙ্গলের ভিতর

নিজস্ব সংবাদদাতা

দুর্গাপুর, ৩ ডিসেম্বর—বৃহস্পতিবার একদল সশস্ত্র ডাকাত এখানে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা লুঠ করে যে গাড়িটি করে পালায় সেই গাড়ীর চালক সহদেব মহান্তির মৃতদেহ পুলিশ ওই রাত্রেই এ ভি বি কলোনির কাছে এক জঙ্গল থেকে উদ্ধার করেছে। এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত ৪ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার সকালে এম এ এম সি-র ঝাড়ুদাররা আগের রাত্রে 'সি আর পি-র অত্যাচারের' প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে দেন।

বর্ধমান থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানান যে, বর্ধমানের গোদা মহল্লার ইব্রাহিম নামে একজন কলেজ ছাত্র অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত হয়ে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরিত হন।

সিউড়ি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানান, যে সিউড়ি থানার সিংগুরে গ্রামে হোসেন জান নামে একজন কুখ্যাত ডাকাতকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হোসেন জান আগের দিন সিংগুরে একটি ডাকাতি করেন। ওখানে গ্রামবাসীরা তাকে পিটিয়ে মারেন বলে ধারণা।

রেলরক্ষীর গুলিতে জখম, হাসপাতালে মৃত্যু

বৃহস্পতিবার বর্ধমান রেল স্টেশনে ওয়াগনভাঙ্গিয়ে বলে বর্ণিত এক ব্যক্তি রেলরক্ষীর গুলিতে গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যায়।

ওই সম্পর্কে পূর্ব রেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয় যে, ১৫ জনের এক দুর্বৃত্ত দলকে ওয়াগন ভেঙ্গে চাল অপহরণ করতে দেখে রেলরক্ষীরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। দুর্বৃত্তরাও তাদের আক্রমণ করে। রেলরক্ষীদের একজন গুলি চালায়। গুলিতে একজন মারা যায়।

ভারতীয় ফৌজকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম আজ বলেন, পাক চ্যালেনজের মোকাবিলায় ভারতীয় ফৌজকে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসেই শ্রীরাম ঘোষণা করেন, চ্যালেনজ এসেছে, মোকাবিলা করব।

—ইউ এন আই

হিন্দুস্তান স্টীল লিমিটেড
অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্ট
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)
দুর্গাপুর-৮

১৯৭২ সালের জন্য স্টোরগুলি হইতে বিভিন্ন ব্যবহার কেন্দ্রে দ্রব্যাদি পরিবহণকারী ট্রাক/ওয়াগন হইতে বোঝাই ও খালাস এবং দুর্গাপুর-৮ ঠিকানায় অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্টে দ্রব্যাদি গাদা করিয়া রাখার জন্য ইচ্ছুক হ্যান্ডলিং/পরিবহণ ঠিকাদারগণের নিকট হইতে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

টেণ্ডারের কাগজপত্র নগদে ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া ৬, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ ঠিকানায় অ্যালয় স্টীলস প্ল্যান্টের পারচেজ-কাম-লিয়াজোঁ অফিসারের অফিস হইতে অথবা দুর্গাপুর-৮ ঠিকানায় অ্যালয় স্টীল প্ল্যান্টের চীফ ক্যাশিয়ারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। মনিঅর্ডারযোগে টাকা পাঠান চলিবে না। টেণ্ডার ১৫-১২-৭১ তারিখ বেলা ৩টায় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছুক টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

অ্যালয় স্টীল প্ল্যান্ট সর্বনিম্ন দরের অথবা অপর যে কোন টেণ্ডার অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ গ্রাহ্য করিবার অথবা কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া সমস্ত বা যে কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন।

স্বাঃ আই. বি. দাশগুপ্ত
সিনিয়র স্টোর্স অফিসার,
কন্ট্রোলার অব পারচেজ অ্যাণ্ড স্টোর্স-এর
পক্ষে

(৬২০২)

চীনের জন্য পাকিস্তান ....

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের প্রশাসনিক ও বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারের ক্ষমতাশালী উপদেষ্টা কমিটিতে চীন যাতে একটি আসন পায় পাকিস্তান গতকাল তার জন্য চেষ্টা করে।

পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগাশাহী গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে কমিটির ১২ জন সদস্যের জায়গায় যাতে ১৩ জনকে নেওয়া হয় তার জন্য আইনের সংশোধন করতে চান। পাকিস্তানকে সমর্থন করেন আরজেনটিনা, কানাডা, চিলি, গায়েনা, ইরাক, ইতালি, তানজানিয়া ও ইয়েমেন।

পরিষদের স্টিয়ারিং কমিটি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।

—রয়টার

শীতে
রিপোনেক্স
সুরভিত ক্রীম
☐ ল্যানোলিন যুক্ত রিপোনেক্স ই-নির্মম শীতের শুষ্কতার আক্রমণ থেকে আপনার দেহত্বককে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।
☐ রোজ রাত্রে শোবার আগে ত্বকের ওপর ভালভাবে রিপোনেক্স মাখুন।
এ. সি. কেমিক্যালস্ এর তৈরী
(সি ৫৪৬৮)

বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয় বড়ুয়ার কেক্ ও বিভিন্ন খাদ্যসম্ভার
বড়দিন, নববর্ষ ও আনন্দোৎসবে অপরিহার্য্য
BARUA REGD TRADE MARK ট্রেডমার্কই বড়ুয়ার অকৃত্রিম উৎকর্ষের একমাত্র পরিচয়
বড়ুয়া বেকারী প্রাঃ লিঃ
১২৩এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলি-১৩ • ফোন ২৪-২১৯৪

কৃষি সংবাদ

সরকারী খামার থেকে অধিক ফলনশীল জাতের ধান বীজ সংগ্রহ করুন

চাষীভাইদের জানানো হচ্ছে সরকারী কৃষি খামার থেকে এবছরের বোরোধান চাষের জন্য অধিক ফলনশীল জাতের ধানের বীজ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাবে। চাষীভাইরা ও কৃষি সমবায় সমিতিগুলি আমাদের কৃষিখামার থেকে নগদ মূল্যে ঐ সব বীজ সংগ্রহ করার জন্য সরকারী ফার্মে যোগাযোগ করুন।

বীজের দাম কুইণ্টাল প্রতি ৭৫ টাকা। প্রতি চাষীকে ২০ কেজির বেশী দেওয়া হবে না। কৃষি সমবায় সমিতিগুলিও তাদের প্রয়োজন মত বীজ পাবেন, তবে তাঁরা কোন একজন চাষীকে ২০ কেজির বেশী বিক্রয় করতে পারবেন না।

কৃষি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

পঃ বঃ (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৪৬০২(২)/৭১

অতি সুস্বাদু! কমপ্লান কলার সুগন্ধযুক্ত!

আপনার শরীরের জন্যে চাই ২৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় 'খাদ্যগুণ'

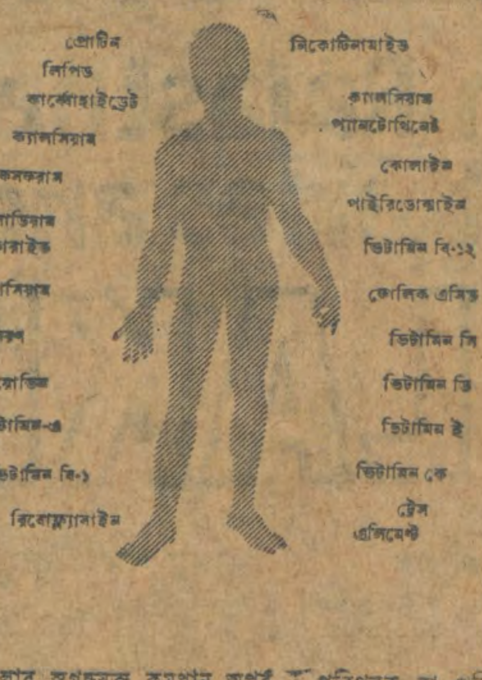

দুধে আছে মাত্র ৯টি
কমপ্লান-এ পাবেন পুরো ২৩টি
(প্রোটিন, ভিটামিন ও খনিজপদার্থ সমেত)

কলার সুগন্ধযুক্ত কমপ্লান অপূর্ব সুস্বাদু। এটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে এক কাপের এই পুরো আহারে আপনি নতুন স্বাদ পেতে পারেন। কলার সুগন্ধযুক্ত কমপ্লান ২৫০ গ্রাম প্যাকে পাওয়া যায়। সাদাসিধে কমপ্লান ২৫০ গ্রাম ও ৫০০ গ্রাম ইকনমি প্যাক, দুয়েতেই পাওয়া যায়,—এতে আপনার পছন্দমত সুগন্ধ—কফি, কোকো, ভ্যানিলা ইত্যাদি মিশিয়ে নিতে পারেন। (পাতিলেবু আর কমলালেবুর রস মেশাবেন না)।

কমপ্লান,—আপনার আহারের পরিপূরক বা প্রতিকল্প হিসেবে খান। বাড়ন্ত ছেলেমেয়ে, কাজে ব্যস্ত বয়স্ক, যাঁরা মা হতে চলেছেন বা সবে মা হয়েছেন, প্রবীণ ও খেলোয়াড়দের জন্যে কমপ্লান আদর্শ।

কমপ্লান হজম করা সহজ। তাই অসুখে বা অসুখ থেকে সেরে ওঠার সময়ে তরল পথ্য হিসেবে ডাক্তাররা কমপ্লান খেতে বলেন—বিশেষ করে পেটে ঘা, ডায়রিয়া, আমাশা ও ফ্লু-এর ক্ষেত্রে। নতুন নকল দাঁত লাগালে, দাঁত বা মাড়ির গোলযোগ হলে, যখন সাধারণ খাবার খাওয়া যায় না, তখনও খুব কাজে লাগে।

নিয়মিত কমপ্লান খান—আপনার দেহকে পুষ্টিহীনতা থেকে বাঁচান।

২৫০ গ্রাম কমপ্লান সুবিধেজনক প্যাক
৫০০ গ্রাম কমপ্লান ইকনমি প্যাক
২৫০ গ্রাম কমপ্লান কলার সুগন্ধযুক্ত
কমপ্লান
পরিপূর্ণ আহার
পুষ্টিহীনতা থেকে আপনাকে রক্ষা করে।
গ্ল্যাক্সো রিসার্চ-এর জগৎ-বিখ্যাত সৃষ্টি

হিন্দুস্থান ডেয়ারী এণ্ড ফার্ম · কলিকাতা-২৮

সুরভী বিশুদ্ধ ঘৃত

চলচ্চিত্রে চুম্বন সম্পর্কে সেনসর বোর্ডকে কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—চলচ্চিত্রে চুম্বনের দৃশ্য সম্বন্ধে সেনসর বোর্ড কী করবেন সে সম্বন্ধে সরকার কোন বিশেষ নির্দেশ দেননি এবং বর্তমানে তেমন কোন নির্দেশ দেওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই। তথ্য ও বেতার দফতরের উপমন্ত্রী শ্রীধর্মবীর সিংহ, শ্রী এম সি দাগা ও শ্রী ভি জর্জের প্রশ্নের উত্তরে পরশু লোকসভায় লিখিতভাবে এই জবাব দেন। —পি টি আই

রোলাক্স আজ সর্বজনবিদিত।

স্থায়িত্বে ও গুণে অদ্বিতীয় ব'লে স্বীকৃত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিবিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ন্যাশনাল টেস্ট হাউস আলিপুর কর্তৃক আই এস পারফরমান্স অনুযায়ী পরীক্ষিত ও 'এ' ক্লাস সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত। ইহা ব্যাঙ্ক ও স্থানীয় ব্লকের মাধ্যমে কিস্তিতে পাওয়া যায়। যোগাযোগ করুন :

স্থানীয় পরিবেশক অথবা

রাস্টন এণ্ড ক্রম্পটন মেসিনস
সাপ্লাই কোং
২১এ, বিপ্লবী রাসবিহারী ঘোষ রোড, কলিকাতা-১
(ক্যানিং স্ট্রীট, দ্বিতল) ফোন : ২২-৬১৭৮, ১১১৯, ৭৩১৭।

পরিবেশকবৃন্দ :—
১। মেসার্স এস কে বিশ্বাস এণ্ড ব্রাদার্স—বনগাঁও, ২৪ পরগণা; ২। বিশ্বাস ট্রেডিং কোং—বসিরহাট; ৩। প্রয়োজনী—কৃষ্ণনগর; ৪। কৃষাণী—আরামবাগ; ৫। ঘোষ ইঞ্জিনীয়ারিং কোং—বেলডাঙ্গা; ৬। ন্যাশনাল সেলস এজেন্সী—(হাওড়া জিলার জন্য); ৭। রূপোবিলাস ঠাকুর এণ্ড কোং—বর্ধমান; পাণ্ডা ব্রাদার্স—এগরা।

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

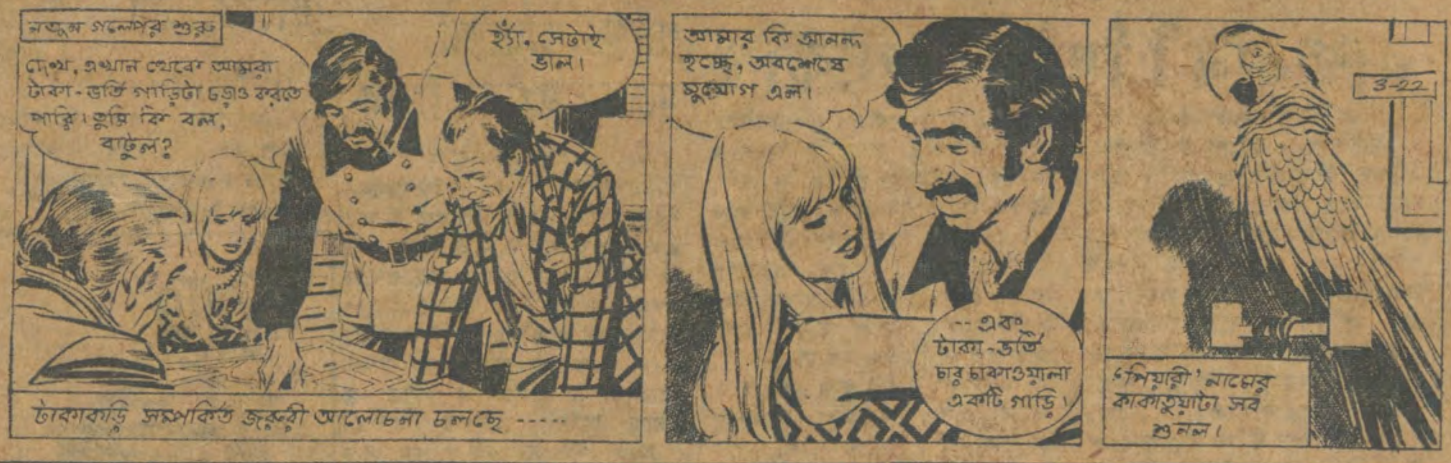
নতুন গল্পের শুরু
দেখ, এখান থেকে আমরা টাকা-ভর্তি গাড়িটা চড়াও করতে পারি। তুমি কি বল, বাটুল?
হ্যাঁ, সেটাই ভাল।
টাকাকড়ি সম্পর্কিত জরুরী আলোচনা চলছে -----
আমার কি আনন্দ হচ্ছে, অবশেষে সুযোগ এল।
-- এবং টাকা-ভর্তি চার চাকাওয়ালা একটি গাড়ি।
3-22
'পিয়ারী' নামের কাকাতুয়াটা সব শুনল।

পাক-চীনের একই সুর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর—আজ পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের মতলব চীন কি জানত? এরকম মনে করার কারণ, পাক বেতারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একই সঙ্গে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি অভিযোগ করেছে, ভারত পশ্চিমী খণ্ডে আক্রমণ শুরু করেছে। আজ এখানে জনৈক সরকারী মুখপাত্র ওই অভিযোগকে 'ডাহা মিথ্যা' বলে উল্লেখ করেন। —পি টি আই

স্পেন্সার খুলেছে!

শ্রমবিরোধহেতু কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর গত ২৯শে নভেম্বর, ১৯৭১ থেকে আমাদের ফ্যাক্টরী আবার খুলেছে। স্বাভাবিক উৎপাদন এবং সরবরাহও শুরু হয়েছে।

আমাদের ক্রেতাসাধারণের ও পৃষ্ঠপোষকগণের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

স্পেন্সার এয়ারেটেড ওয়াটার
ফ্যাক্টরী প্রাইভেট লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : ৮৭ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা-১৪
ফোন—২৪-৩২২৬-৭

(৬৩২০৫)

আকাশবাণীর খবর

শনিবার—৪ ডিসেম্বর

১ম অধিঃ—(৪৪৭·৮ মীঃ) ৬-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-০৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ সুবোধ সংগীত : খেয়াল—শচীনদাস মতিলাল; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সৌরেন দে—গীটার, সং; ৭-০৫ সৌরেন দে—গীটার; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ নিখিলচন্দ্র সেন—শ্যামাসংগীত, বাং সং; ৭-৩৫ স্থানীয় সং (বাং); ৭-৪০ মেখলা দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-০০ রঞ্জিতকুমার চক্রঃ—লোকগীত; ৮-১৫ সমরেশ রায়—আধুনিক; ৮-৩০ গোপাল বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৯-০০ বাং সং; ৯-০৫ রবীন্দ্রসংগীত—অদিতি সেনগুপ্ত; ৯-১৫ আধুনিক—দীপংকর চট্টোঃ; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ অশোক রায়—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-০০ অবকাশরঞ্জন; ১০-০৫ অর্ধেন্দুশেখর মুখোঃ—সেতার; ১০-৩০ কৃষ্ণদাস ঘোষ—আলাপ ও ধ্রুপদ; ১১-০০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১২-৩০ সময় সংকেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১-০০ সুনন্দা পট্টনায়ক—খেয়াল ও তারানা, বাং সং; ১-৪০ সুগম সংগীত—মহেন্দ্র পাল, মুকেশ ও সহশিল্পিবৃন্দ; ১-৫০ সৌরেন দে—গীটার; ২-০০ আধুনিক—ললিতা ঘোষ; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ এক্সপোর্ট ফ্রন্ট বুলেটিন; ২-৩৫ হিন্দী কার্যক্রম—বাংলাদেশ : কবি জীবনানন্দ কী দৃষ্টি মে : হিন্দী কথিকা; ৩-০০ ছুটির ফাঁদে : বাংলা নাটক, কাহিনী—সমরেশ বসু; ৩-৫০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫-০০ সময় সংকেত, কৃষ্ণদাস ঘোষ—আলাপ ও ধ্রুপদ; ৫-৩০ মহিলামহল; ৬-০০ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ মৃণাল গঙ্গোঃ—লোকগীতি; ৬-৪০ গ্রামের ওই কালো কালো মানুষরা; ৬-৫০ সৌরেন দে—গীটার; ৬-৫৫ কৃষিকথা, বাং সং; ৭-৩৫ সমীক্ষা; ৭-৪০ স্থানীয় সং (বাং); ৭-৫০ অশোক রায়—আধুনিক; ৮-০০ বিচিত্রা : বাংলা রূপক; ৮-১৫ মীরা গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান; ৮-৩০ সমরেশ রায়—নজরুলগীতি; ৮-৪৫ বাংলা সাধারণ নাট্যশালা : বাংলামঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলা কথিকা—অমর গঙ্গোঃ; ৯-০০ মেখলা দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা; ৯-২০ বাং সং; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম; ১১-০০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—(৩০০ মীঃ) ৯-০০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৯-১৫ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—১-০০ হাইলাইটস অব ওয়েস্টার্ন মিউজিক; ১-০৪ লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি : পপ সংগীত, সং; ২-১০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সং; ৩-০০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৮-০০ অতসী ঘোষাল—ভজন; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং); ৮-২৫ দুলাল রায়—জলতরঙ্গ; ৮-৩০ গোপাল বন্দ্যোঃ—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সং, সং; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান (দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার); ৯-২৫ অবকাশরঞ্জন; ৯-৩০ ইং কথিকা; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-০০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান (২২৭·৩ মীঃ) সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিঃ; দুপুর ২টা—রাত ১১-৩০ মিঃ।

পল্লীঅঞ্চলীয় শ্রোতাদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান

(১ম ও ২য় অধিঃ ৫০৮·৫ মীঃ এবং ৩য় ও ৪র্থ অধিঃ ২৬৫·৫ মীঃ)

১ম অধিঃ—৫-৩০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; দেশগান; ৫-৪৫ প্রেমানন্দ দাস—লোকগীতি, সং; ৬-০৫ মীরা বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-২০ বাং সং; ৬-৩০ সমাপ্তি। **২য় অধিঃ**—৮-০০ হিন্দী সং, সং; ৮-২০ বাং সং (৭-২৫ মিনিটে প্রচারিত সংবাদের পুনরাবৃত্তি); ৮-৩০ সংবাদ পর্যালোচনা; ৮-৩৫ বাং কথিকা; ৮-৪৫ বাংলার সম্পদ : কীর্তন—ছবি বন্দ্যো; ৯-০০ কলিকাতা ক-এর অনুরূপ; ১০-০০ সমাপ্তি। **৩য় অধিঃ**—৫-০০ হিন্দী সংবাদ; ৫-০৫ প্রেমানন্দ দাস—লোকগীতি; ৫-১৫ মীরা বসু—রবীন্দ্রসংগীত; ৫-৩০ মৃণাল গঙ্গোঃ—আধুনিক; ৫-৪৫ সান্ত্বনা বন্দ্যোঃ—রাগপ্রধান; ৬-০০ বিশেষ ঘোষণা/সংগীত; ৬-০৫ সৌরেন দে—গীটার; ৬-১০ গোপাল বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৬-৩০ অর্ধেন্দুশেখর মুখোঃ—সেতার; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭-০০ হিন্দী সংবাদ; ৭-০৫ সান্ত্বনা বন্দ্যোঃ—রাগপ্রধান; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ সমাপ্তি। **৪র্থ অধিঃ**—৮-১০ দেশগান; ৮-১৫ বাং কথিকা; ৮-৩০ বাং কথিকা; ৮-৪০ দেশগান; ৮-৪৫ মিতা চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত সং; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা; ৯-২০ বাং সং; ৯-৩০ উর্দু অনুষ্ঠান; ১০-০০ রঞ্জিতকুমার চক্রঃ—লোকগীতি; ১০-১৫ মীরা গুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৩০ নিখিলচন্দ্র সেন—রাগপ্রধান; ১০-৪৫ মিতা চট্টোঃ—পদাবলী কীর্তন; ১১-০০ সমাপ্তি।

যুববাণী

১ম অধিঃ—(৩০০ মীঃ) ৭-০০ সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; আলোর গান : শোভন গুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-০৫ দিনের আলোয় : (পাঠ); ৭-১০ রাগ-রঙ : সুজাতা বসু—বেহালা; ৭-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৭-৩৫ সুরের আলো : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৭-৪০ নানারঙের গান : নবীনা ঘোষ—লোকগীতি, শিবাজী চট্টোঃ—আধুনিক ও রবীন্দ্রসংগীত এবং দীপালি গুহ—ভজন; ৮-০০ শৌখিন নাটকদলের নানান কথা : বাংলা কথিকা—বিমল বন্দ্যোঃ; ৮-০৫ শ্রুতিতরঙ্গ : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৮-১০ গীতাঞ্জলি : শোভন গুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-২০ সুরলহরী : যন্ত্রসংগীত; ৮-২৫ দিগন্তের গান : শিবাজী চট্টোঃ—আধুনিক; ৮-৩৫ সংবাদ : (বাং সংবাদ; ৮-৪০ সুরকল্লোল : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৮-৪৫ সিনেমার গান। **৩য় অধিঃ**—৫-০০ সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-০৫ মেঠোসুরে : নবীনা ঘোষ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৫-৩০ সংবাদ : (বাংলা সংবাদ); ৫-৩৫ দেউল : দীপালি গুহ—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : প্রদীপকুমার রায়—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : রবি গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি, সং; ৬-০৫ জুক বক্স—পপ রিকোয়েস্ট; সংযোজনা—রত্না আঢ্য; ৬-৩০ বাইরে-দূরে : সীমাচলম ঘুরে এলাম : বাংলা কথিকা—কুমারেশ চক্রঃ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : নবীনা ঘোষ—লোকগীতি এবং রবি গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান; ৬-৫০ আমার প্রিয় গান : সংযোজনা—সুতপা বসু; ৭-১০ রাগ-রঙ : সুজাতা বসু—বেহালা; ৭-৩০ গানের বৈঠক : শোভন গুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত, দীপালি গুহ—ভজন ও নজরুলগীতি, শিবাজী চট্টোঃ—রবীন্দ্রসংগীত এবং রবি গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ—৫টায় আনন্দবাজার পত্রিকা (৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট) অফিস সংঘের একচল্লিশতম বার্ষিক সাধারণ সভা। **অনঙ্গমোহন হরিসভা**—(১৮ ডবলু সি ব্যানার্জি স্ট্রীট) ৭॥টায় আচার্য মদনমোহন গোস্বামী কর্তৃক রঘুনাথদাসের ব্রজবিলাস পাঠ ও ব্যাখ্যা। **নোয়াখালি সম্মিলনী**—৩টায় প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে মিলন উৎসব। **বড়িশা টাউন কংগ্রেস কমিটি**—বাংলাদেশ চিত্র প্রদর্শনী রবিবার পর্যন্ত খোলা থাকবে। সময় ৫টা থেকে রাত্র ১০টা। **ইউনাইটেড মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়**—(৩ আশুতোষ মুখার্জি রোড) ৩টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুরাতন ছাত্রী সম্মিলনী। **হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**—(৪ নস্করপাড়া লেন) ৫॥টায় আশ্রম ভবনে স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ মহারাজের দেববাণী পাঠ ও আলোচনা। **রসরূপা**—৬টায় গীতাঞ্জলিতে (৭৮ সুন্দরীমোহন এভিনিউ) কথা ও গানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা পরিবেশন। **রেডক্রশ শিশু প্রদর্শনী**—অনিবার্য কারণবশত রেডক্রশ শিশু প্রদর্শনী আজকের পরিবর্তে আগামী ১১ ডিসেম্বর ৩টায় রাজভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

গঙ্গায় জোয়ার ভাটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাটা আরম্ভ	
শনিবার	১২-১৫	১২-৩৩	৪-৪১	৪-৩৬

এই ঘি দিয়ে তৈরী খাবার খেলে
মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

দিনপঞ্জিকা

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক), ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ১৫ শওয়াল। দ্বিতীয়া দিবা ঘঃ ৮।২০ মিঃ পর্যন্ত। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ১০।২৬ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।৫।৩২ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৪৭।৩৬ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ। মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণ গৌণ পৌষ (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ (১৩ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৩ শক), ৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১, ১৫ শওয়াল। দ্বিতীয়া দিবা ঘঃ ১০।৪০।৬ সেঃ পর্যন্ত। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ১।২৭।৩১ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।৫।৫৯ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৪।৪৬।৫৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রাদিদোষ। মুখ্যচান্দ্র অগ্রহায়ণ গৌণ পৌষ (কৃষ্ণপক্ষ)।

২৫% হইতে ৫০% কম

প্রায় ১০ লাখ টাকার গরম মাল আসিল।
তত্ত্বের শাল, LADIES COAT ও WOOLLEN SUIT আসিল।

বিবাহের বেনারসী ২৫% কমে বিক্রয় হইতেছে।
আজই কিনুন! এখনই কিনুন!!

হরলালকা

৪৫-সি, গ্রে স্ট্রীট
গ্রে স্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়
৫২।১।১, কলেজ স্ট্রীট
৮৬, কলেজ স্ট্রীট YMCA Bldgs.

● আমাদের নূতন সুসজ্জিত দোকান ৪৫-সি, গ্রে স্ট্রীট ও ৮৬, কলেজ স্ট্রীটে দেখেছেন কি?

বিনা খরচে জাপান ভ্রমণের
অপূর্ব সুযোগ
ডেনড্রাইট আঠা

১ম পুরস্কার : বিমানে জাপান ভ্রমণ অথবা নগদে সমান টাকা
২য় পুরস্কার : বিমানে নেপাল ভ্রমণ অথবা নগদে সমান টাকা
এছাড়াও ২৭০টি আকর্ষণীয় সান্ত্বনা পুরস্কার ও ১০টি বাইসাইকেল।
ডেনড্রাইট পি. সি.-৬৫ আঠা (অ্যাডেসিভ) প্রতি ঘরে ও কলকারখানায় নানারকম জোড়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার্য টিউব ও অন্যান্য কনটেনারের সঙ্গে দেওয়া খাকি টিকিট পূরণ করে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১-এর মধ্যে ডাকে পাঠিয়ে দিন :

চন্দ্রস্ কেমিক্যাল এন্টারপ্রাইজেস (প্রাঃ) লিঃ
পি ১৪, সি আই টি রোড * কলিকাতা-১৪

গত বছরের ১ম পুরস্কার
জাগুয়ার গাড়ী
বিজয়ী
মঃ সৈয়দ এলা
ডিনডিগুল, মাদ্রাজ

Rupee at it's best value

invest in Rajasthan State Lotteries and cash

Rs. 22LAKHS

- ২য় পুরস্কার (১টি) ২,০০,০০০, টাকা
- ৩য় পুরস্কার (৩টি) ১,০০,০০০, টাকা প্রত্যেকটি
- ৪র্থ পুরস্কার (১০টি) ২৫,০০০, টাকা প্রতি সিরিজে একটি করিয়া

মোট পুরস্কার ৫০৪৩টি

প্রাত্যহিক খেলার আকর্ষণ

- প্রত্যহ ১টি পুরস্কার ৪০০০, টাকা
- প্রত্যহ ৯টি পুরস্কার ৫০০, টাকা প্রত্যেকটি
- প্রত্যহ ৯০টি সান্ত্বনা পুরস্কার ৫০, টাকা প্রত্যেকটি
- সাপ্তাহিক রবিবারের পুরস্কার (২টি) ৫০০০, টাকা প্রত্যেকটি

এখন পর্যন্ত বৃহত্তম প্রথম পুরস্কার
টিকিট ১, টাকা

২৫তম খেলা ১৫-১-৭২

(সময় পিছান হইবে না বলিয়া গ্যারাণ্টিপ্রদত্ত)

প্রচারক :
ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যাণ্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর

Jupiter

আমাদের প্রধান প্রধান এজেণ্ট

(১) মেসার্স রাজকমল এজেন্সি, জয়পুর-৩, ফোন : ৭৬১২৯ (আবাদ)। (২) মেসার্স গিয়ানচাঁদ আজমেরা, জয়পুর, ফোন : ৬৫৩৩০। (৩) মেসার্স ইকবালচাঁদ খুরানা, দিল্লি, ফোন : ৫৬৯৭১৪। (৪) মেসার্স প্যাটেল এজেন্সি, আমেদাবাদ। (৫) মেসার্স ইন্দর বদন চমন লাল, আমেদাবাদ। (৬) মেসার্স ভিরা এজেন্সি, কলিকাতা। (৭) মেসার্স এস পাল, কলিকাতা। (৮) মেসার্স বাসুদেব রজনী, বাঙ্গালোর। (৯) মেসার্স সুগমচাঁদ জৈন, মাদ্রাজ।

উষা

ডিজেল পাম্প লাগান
নিজের ক্ষেতে সোনা ফলান

উষা ডিজেলের যাবতীয় ইঞ্জিন ৫, ৬.৫ এবং ৭.৫ হর্স পাওয়ার ঋজুভাবে জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। জলে ঠাণ্ডা থাকে। ১০০% পরীক্ষিত। উষার এবং প্রচলিত যে কোন সাইজের সেন্ট্রিফুগাল পাম্পগুলির সঙ্গে, সহজে কাপলিঙ্ক হওয়ার উপযুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত

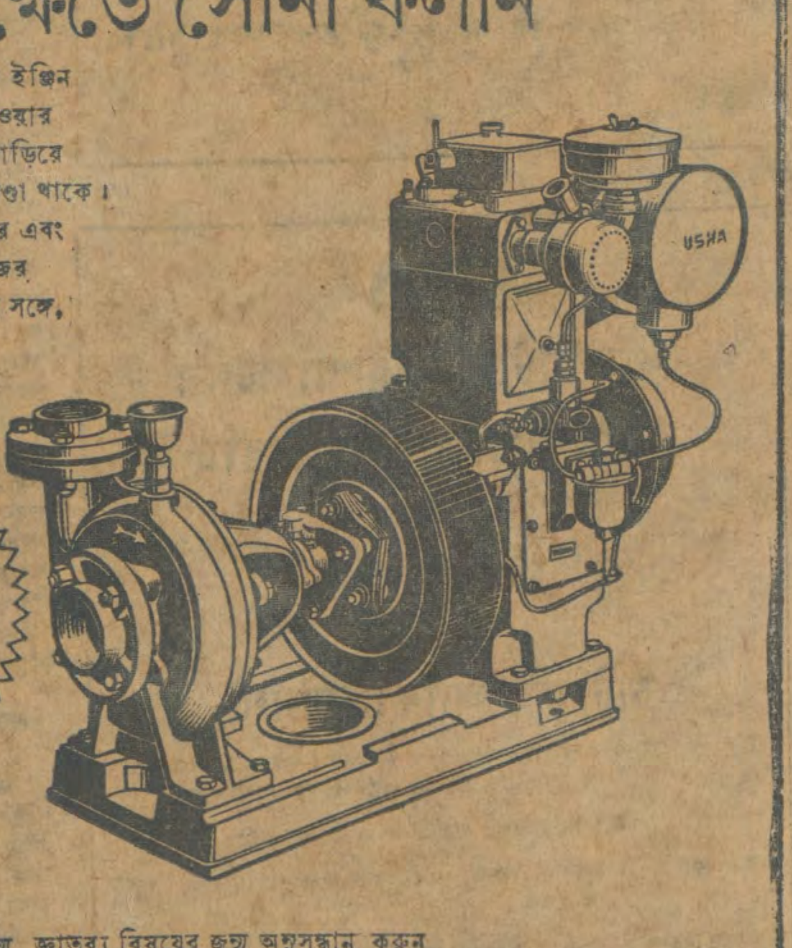

ব্যবসা সংক্রান্ত ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য অনুসন্ধান করুন
ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া উষা কর্পোরেশন
১০, মিডলটন রো, কলিকাতা-১৬। ফোন : ২৪-৩০৮৪

অনুমোদিত ডিলার

(১) কৃষি মেসিনারীজ, ২৪ পরগণা জেলা। (২) কৃষি ট্রেডিং এজেন্সী, রাণাঘাট সাব-ডিভিসন। (৩) মজুমদার ব্রাদার্স, কৃষ্ণনগর সাব-ডিভিসন। (৪) এ বি অ্যাণ্ড বি কে ব্রাদার্স, বহরমপুর। (৫) প্রবীরকুমার পাল, মালদা জেলা। (৬) প্রবীরকুমার পাল, রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর সাব-ডিভিসন। (৭) কলিকাতা সাইকেল হাউস, বালুরঘাট সাব-ডিভিসন। (৮) এগ্রিকালচার মেশিনারী কোম্পানী, কোচবিহার জেলা। (৯) জয়গোপাল ইণ্ডাস্ট্রীজ, মেদিনীপুর জেলা, ঘাটাল সাব-ডিভিসন বাদে। (১০) হাইকো, ঘাটাল সাব-ডিভিসন। (১১) নিস্তারিণী পাম্প অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস, হুগলী জেলা। (১২) বোস এণ্টারপ্রাইজ, বর্ধমান সাব-ডিভিসন, কাটোয়া সাব-ডিভিসন বাদে। (১৩) সামন্ত ইঞ্জিনীয়ারিং কোং, কালনা সাব-ডিভিসন। (১৪) কাটোয়া কমার্সিয়াল কর্পোরেশন, কাটোয়া সাব-ডিভিসন। (১৫) সামন্ত মোটর ওয়ার্কস, বীরভূম জেলা।

কলিকাতা, হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলার জন্য ডীলার চাই

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার